উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৭২৮.৩৭ (-৩৭২.১০)
নিফটি : ২৩,৯৪৬.২৫ (-১০৯.৭৫)

তিস্তা নিয়ে দিল্লিকে বার্তা চিনের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	২৬°	২৯°	২৬°	২৯°	২৬°	২৯°	২৫°

বিধানসভায় হুমায়ুনকে ধমক মুখ্যমন্ত্রীর ৩

কেপ ভের্দের উত্থানে চিন্তায় আর্জেন্টিনা
আমরা ঐক্যবদ্ধ : মেসি ১১

শিলিগুড়ি ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 30 June 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 43

বিল পাশ, সম্পত্তি ধ্বংসে ক্ষতিপূরণ আদায়

বিনা বিচারে আটক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : আন্দোলনের নামে বা ছুতোনাতায় সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের দিন শেষ। এমনকি, উসকানির প্রমাণ পাওয়া গেলে আর রেহাই নেই। কড়া আইন পাশ করল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। কার্যত বিনা বাধায়। আপত্তি থাকলেও খণ্ডিত বিরোধীদের প্রতিবাদ সোচ্চার হতে পারল না। 'জনসম্পত্তি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামে ওই আইন গৃহীত হয়ে যাওয়ায় অনেক কড়া পদক্ষেপ করার অধিকারী হল রাজ্য সরকার।

বিনা বিচারে অভিযুক্তকে আটকে রাখার বিধান তো রইলই। কোনও কারণে জেল থেকে ছাড়া পেলে আশঙ্কার অজুহাতে আবার আটক করার ক্ষমতা পুলিশের আছে এই আইনে। এর আওতাভুক্ত সমস্ত অপরাধই জামিন অযোগ্য। সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ থাকলে ধৃতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ উশুল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, সেই নির্দেশকে দেশের কোনও আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে না।

আইনটির অপব্যবহার হবে না ও ভদ্রলোকদের জন্য এই আইন নয় বলে আশ্বাস দিলেও বিধানসভায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ ছিল চড়া সুরে। উত্তেজিত মেজাজে তিনি জানান, সরকারি বা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নষ্ট করলে শুধু জেল খেটে পার পাওয়া যাবে না। অপরাধীদের ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি বিক্রি করে দ্রুত কড়ায় গন্ডায় তিনগুণ ক্ষতিপূরণ উশুল করবে প্রশাসন। আসানসোলে ইতিমধ্যেই তা করে দেখানো হয়েছে।

বিরোধী বিধায়করা আপত্তি করলেও শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা অপপ্রয়োগের জন্য এই বিল আনা হয়নি। এর একমাত্র লক্ষ্য, দাঙ্গা-অশান্তি এবং সম্পত্তি ধ্বংসের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করা। তবে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, 'মনে রাখবেন, এই পুলিশমন্ত্রী আলাদা। আগে পুলিশ কালীঘাট থানার টেবিলের তলায় লুকাত। সেই দিন আর নেই। গুন্ডা আর দাঙ্গাবাজদের দমন করতে এই আইনের কড়া প্রয়োগ হবে।'

এরপর আটের পাতায়

বিলের বৈশিষ্ট্য

- অভিযুক্তকে বিনা বিচারে ১ বছর পর্যন্ত আটক
- দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
- সরকারি সম্পত্তি নষ্টে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের চেয়েও দ্বিগুণ জরিমানা
- অপরাধের পাশাপাশি উসকানিও বিলের আওতায়
- ক্লেমস কমিশনের রায় বা জরিমানা ধার্যের বিরুদ্ধে দেশের কোনও সিভিল কোর্টে আপিল করা নিষেধ
- সমস্ত অপরাধ জামিন অযোগ্য, সাত বছর পর্যন্ত সাজা
- এক বছরের জন্য এলাকা থেকে বহিষ্কারের ক্ষমতা জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনারের
- পরোয়ানা ছাড়া যে কোনও জায়গায় তল্লাশির ক্ষমতা

সমতা ফেরানোর আনন্দে নেইমার জুনিয়রের সঙ্গে উল্লাসে মাতলেন ক্যাসেমিরো।

স্নায়ুর যুদ্ধ
ব্রাজিলের বাজিমাত

ব্রাজিল-২ (ক্যাসেমিরো, মার্টিনেল্লি)
জাপান-১ (সানো)

হিউস্টন, ২৯ জুন : কুড়ি বছর আগের কথা। কিংবদন্তি জিকো তখন জাপানের কোচের দায়িত্বে। বলেছিলেন, 'এশিয়ার ফুটবলে উৎসাহ আছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্ব ফুটবলের সঙ্গে পাল্লা দিতে ওদের আরও ৫০ বছর সময় লাগবে।' হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে আজ জিকোর সেই কথাটা বারবার মনে পড়ছিল। আজ রাতে টেক্সাসের এই ফুটবল ক্যানভাসে ব্লু সামুরাইরা বুঝিয়ে দিল, বিশ্ব ফুটবলের মহাকাশে তাদের পূর্ণাঙ্গ উদয় হতে আর অতটা সময় লাগবে না। ম্যাচটা ব্রাজিল জিতে গেলেও, এই রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারের পর ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ের একটা বড় অংশজুড়ে থেকে যাবে জাপানের এই স্পর্ধার ফুটবল।

টেক্সাসের আর্দ্র আর গুমোট গরমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একদিকে ছিল হলুদ-সবুজ রঙের বুনো উল্লাস, অন্যদিকে সুশৃঙ্খল নীল জার্সির শান্ত অথচ দৃঢ় জমায়েত। প্রেস বক্সে বসে চারপাশের এই তীব্র স্নায়ুর চাপ আমি অক্ষরে অক্ষরে টের পাচ্ছিলাম। ধারে-ভারে ও সমর্থনে যোজন যোজন এগিয়ে থাকা ব্রাজিলকে প্রথমার্ধের একটা বড় সময় রীতিমতো ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল জাপান। রেফারির বাঁশি বাজার পর থেকেই মাঠের দখল নিয়েছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। প্রথমার্ধের শুরুতে ৬৩ শতাংশ বলের দখল তাদের পায়ে থাকলেও, জাপানের ৫-৪-১ ছকের নিশ্ছিদ্র প্রাচীর ভাঙা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে আক্ষরিক অর্থেই বোতলবন্দি

এরপর আটের পাতায়

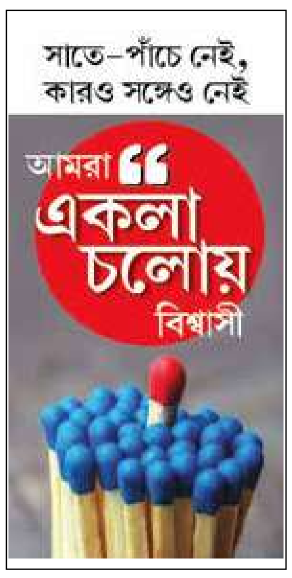

মধ্যরাতে 'অপারেশন', দুষ্কৃতীদের ধরাল ক্যামেরা

গয়নার শোরুমে লুট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : আবার টার্গেট সেই গয়নার শোরুম। এবার ঘটনাস্থল সেবক রোড।

সোমবার গভীর রাতে সর্বভারতীয় ব্র্যান্ডের গয়নার শোরুমে ঢুকে দুঃসাহসিক চুরির চেষ্টা চালায় ভিনরাজ্যের একদল দুষ্কৃতী। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। শোরুম মালিকের উপস্থিত বুদ্ধি এবং পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সংস্থাটি। সিনেমার কায়দায় ধাওয়া করে ওই দুষ্কৃতীদলকে পাকড়াও করে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

> সিসিটিভি ক্যামেরার অ্যাপ খুলে দেখতে পাই, দোকানের ভেতরে ঢুকে অবাধে লুটপাট চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিনগর থানায় ফোন করে পুরো বিষয়টি জানাই।
>
> নাতাশা মার্টিন (শোরুম মালিক)

পুলিশ সূত্রে খবর, রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। সেবক রোড একেবারে শুনসান। ঠিক সেই সময়েই দুষ্কৃতী দলটি হানা দেয় শোরুমে। শাটার কেটে ভেতরে ঢোকে তারা। গোটা শোরুম সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া থাকলেও সম্ভবত দুষ্কৃতীদের তা চোখ এড়িয়ে যায়। আর সেখানেই বিপদ যেন ওঁত পেতে ছিল তাঁদের জন্য।

পুলিশ ও শোরুম কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইছে ধৃত দুষ্কৃতী। -সংবাদচিত্র

অত্যাধুনিক এআই ক্যামেরা মানুষের উপস্থিতি টেরে পেতেই তার বেঙ্গালুরুতে থাকা সংস্থার মূল কার্যালয়ে নোটিফিকেশন পাঠাতে শুরু করে। সেখান থেকে যোগাযোগ করা হয় এই শোরুমের মালিক নাতাশা মার্টিনের সঙ্গে। তিনি ফোনে লাইভ ফুটেজ দেখে চমকে ওঠেন। নাতাশা বলছেন, 'সিসিটিভি ক্যামেরার অ্যাপ খুলে দেখতে পাই, দোকানের ভেতরে ঢুকে অবাধে লুটপাট চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিনগর থানায় ফোন করে পুরো বিষয়টি জানাই।'

খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয় সাদা পোশাকের পুলিশ। তাদের ঠিক পেছনেই একটি মোটরবাইকে করে এক সহকর্মীকে নিয়ে ছুটে আসেন ভক্তিনগর থানার ওসি দীপ্তজিৎ ধর। সোনার দোকানের সামনের মোড়ের কাছে পৌঁছাতেই পুলিশের নজরে আসে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে দুজন রাস্তা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের দেখেই পুলিশের সন্দেহ হয় এবং ধাওয়া করতে শুরু করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে ওই দুই দুষ্কৃতী অন্য রাস্তা ধরে। একজন জ্যোতিনগরের গলিতে ঢুকে পড়ে এবং অন্যজন আপার ভানুনগরের রাস্তার দিকে দৌড়াতে থাকে।

পরিস্থিতি বুঝে পুলিশও দুটি দলে ভাগ হয়ে দুষ্কৃতীদের পিছু নেয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাড়া করার পর অবশেষে জ্যোতিনগরের রাস্তা থেকে এক দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যাগের ভেতর থেকে বেশ কিছু সোনা মিলেছে। অন্যদিকে, দোকানের ভেতরেও তল্লাশি চালাতে ঢোকে পুলিশের আরেকটি দল। সেখানে ঢুকতেই তারা অবাক হয়ে যান। দেখা যায়, দলের আরও এক সদস্য 'অপারেশন' চালিয়ে যাচ্ছে। বমাল তাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তবে আপার ভানুনগরের দিকে পালিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতীকে এখনও ধরা সম্ভব হয়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চুরির সঙ্গে তিন বা তার বেশি দুষ্কৃতী যুক্ত রয়েছে। ধৃত দুইজন ভিনরাজ্যের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। আপাতত তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের অন্য কোনো সঙ্গী আরও সোনা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে কি না, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে এবং পলাতক দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গত বছরের ২২ জুন হিলকার্ট রোডের একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। শুরু হয়েছিল কড়া নজরদারি। নজরদারি একটু হালকা হতেই আবার দুষ্কৃতীদের 'সহজ' টার্গেট হয়ে উঠছে শিলিগুড়ি, যা এখন ভাবাচ্ছে পুলিশকেও।

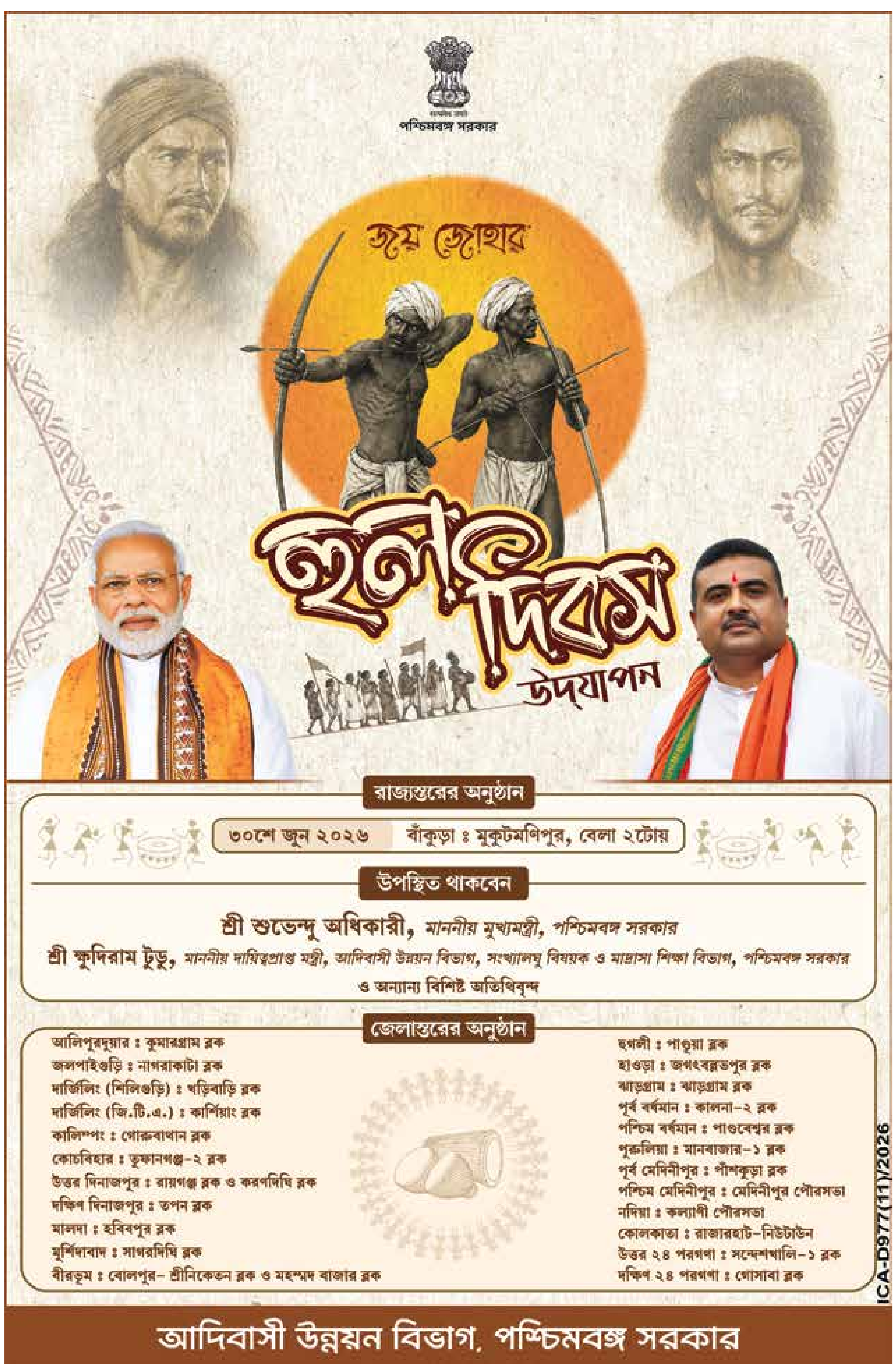

সাসপেন্ড এএসআই

রায়গঞ্জ, ২৯ জুন : রায়গঞ্জের মহিলা থানার লকআপ থেকে মাদক মামলায় অভিযুক্ত বন্দির চম্পট দেওয়ার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে এক মহিলা এএসআই এবং দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে সাসপেন্ড করলেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ। আরও ৬ জন পুলিশকর্মীকে শোকজ করা হয়েছে।

গত ২৬ জুন সকালে ৩ বছরের শিশুকে নিয়ে থানা থেকে পালিয়ে যান মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা নাফিসা বিবি। ঘটনার রাতে এএসআই জয়া বর্মন দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি চলে যান। নিরাপত্তার এই ফাঁকের সুযোগে বন্দি চম্পট দেয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশের কনস্টেবল সহ সিভিক ভলান্টিয়াররা। সেখান থেকে আচমকাই উধাও হয়ে যান তাঁরা। পরে অবশ্য তাঁদের আবার গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনার জেরে সোমবার এএসআই জয়া বর্মনকে দিনভর জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের এজলাসে হাজির থাকতে হয়। অন্যদিকে, পুলিশি তৎপরতায় পুনরায় ধৃত ওই মহিলা আসামিকে এদিন আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে তাকে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আর্ট কলেজ দাবি

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুন : আর্ট কলেজের দাবিতে সোচ্চার উত্তরের শিল্পীরা। উত্তরের আটটি জেলার প্রকৃতি ও মানবজীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীর অভাব না হলেও, অভাব রয়েছে সরকারি আর্ট কলেজের। রাজ্যে পালাবদলের পর তাই উত্তরবঙ্গে আর্ট কলেজ স্থাপনের দাবি তুলছেন শিল্পীরা।

সোমবার শহরের একটি ভবনে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর সহ আটটি জেলার বেশ কিছু শিল্পী এই সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নেন। দাবি পূরণের লক্ষ্যে নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের মিলিয়ে একটি কমিটিও গঠন হয়। আগামীদিনে এই দাবি নিয়ে কীভাবে প্রশাসন ও সরকারের দ্বারস্থ হওয়া যায়, তা নিয়ে রূপরেখা তৈরি করা হবে বলেও তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে। আলোচনায় উঠে আসে, গঙ্গার ওপারে ৬টি সরকারি আর্ট কলেজ থাকলেও, উত্তরবঙ্গে একটিও নেই। উত্তরের প্রতিভাবান শিল্পীরা আর্থিক কিংবা নানা কারণে দক্ষিণবঙ্গের আর্ট কলেজে যেতে পারেন না। তাঁদের কথা ভেবেই নতুন সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চলেছেন উত্তরের শিল্পীমহল।

এদিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির চিত্রশিল্পী নীহার মজুমদার, দীপঙ্কর বসু বিশ্বাস, অমরনাথ নন্দী, কোচবিহারের পিয়াস গোস্বামী, রায়গঞ্জের শিবশংকর উপাধ্যায়, মালদার মৃণাল দে প্রমুখ।

আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের

উত্তরে উন্নয়নে বোর্ড দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়িতে সমবায় শতবর্ষ ভবনে ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্তরবঙ্গ কনভেনশন।

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুন : উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মানে শুধুই শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক, এমনটা সমীচীন নয় বলে মনে করে ফরওয়ার্ড ব্লক। বিষয়টি সোমবার জলপাইগুড়িতে সমবায় শতবর্ষ ভবনে ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্তরবঙ্গ কনভেনশনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। ফব'র বক্তব্য, উত্তরের উন্নয়নে উত্তরের বিশেষজ্ঞদের প্ল্যানিং কমিটিতে রেখে তাঁদের মাধ্যমেই পরিকল্পনা করা উচিত। শুধু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বাড়িয়ে লাভ হবে না। উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় কোথায় কী উন্নয়ন করা দরকার, তার পরিকল্পনা করতে দপ্তরের অধীনে পৃথক পরিকল্পনা বোর্ড গঠনের দাবি তুলেছে ফব।

এদিনের কনভেনশনে উত্তরবঙ্গের জন্য ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উপমুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে করা। ফবর দাবি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য পৃথক পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করে তার ভাইস চেয়ারম্যান উপমুখ্যমন্ত্রীকে করতে হবে। অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে- স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ সার্ভিস কমিশন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্টাফ সিলেকশন, ডব্লিউবিসিএস, পুলিশ নিয়োগ সংক্রান্ত আঞ্চলিক অফিস উত্তরবঙ্গে স্থাপন, কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মালদা, দুই দিনাজপুর জেলারও অন্তর্ভুক্তি, কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বেসিনের আঞ্চলিক অফিস উত্তরবঙ্গে করা। কারণ এই দুই নদীর অববাহিকা উত্তরবঙ্গে রয়েছে। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে উত্তরবঙ্গের হেরিটেজ বিশেষজ্ঞ একজনকে ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে বসানোর পক্ষে ফব। নইলে উত্তরের হেরিটেজ স্থাপত্য গুরুত্ব পাবে না বলে মনে করছে তারা। এইমসের সমতুল্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় করার দাবিও জানানো হয় এদিন। এর বাইরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত জেলায় এসেছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বার্তা দিয়েছিলেন, সেখানে নেতাজি ভবন করে সংগ্রহশালা করার দাবিও তোলা হয়েছে।

ফবর রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান গোবিন্দ রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে সরকার। কিন্তু এই দপ্তরের অধীনে কোন জেলায় কী কী কাজ হবে, কী কী উন্নয়ন দরকার, তার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা দরকার। কারণ উত্তরের উন্নয়নে উত্তরের মানুষ পরিকল্পনা করুক, এই আবেগকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে অর্থনৈতিক ও আইনি, দু'দিক থেকেই সুবিধা না দিলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'ইংরেজরা কলকাতার বন্দরে নেমেছিলেন। তাই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন হয়েছে। সেরকমই উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন বলতে শুধুই শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক উন্নয়ন হবে সেটা আমরা চাই না।' উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ফব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জোরদার ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন শুরু করতে চলেছে বলে নরেন জানান।

কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত হয়, পুরো অগাস্ট মাস জুড়েই উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কনভেনশন করা হবে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে কনভেনশন করে উত্তরকন্যায় স্মারকলিপি দেওয়া হবে। এদিনের কনভেনশনে কালিম্পং বাদে উত্তরবঙ্গের বাকি সাত জেলার দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল।

> **ইংরেজরা কলকাতার বন্দরে নেমেছিলেন। তাই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন হয়েছে। সেরকমই উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন বলতে শুধুই শিলিগুড়িকেন্দ্রিক উন্নয়ন হবে সেটা আমরা চাই না।**
>
> **নরেন চট্টোপাধ্যায়**
> রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, ফব

রাইস এডুকেশনের ১৬তম সমাবর্তন

নিউজ ব্যুরো

২৯ জুন : রবিবার কলকাতার বিশ্ব বাংলা এগজিবিশন সেন্টারে রাইস এডুকেশন, সংস্থার সফল ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ১৬তম সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ডব্লিউবিসিএস, এসএসসি, ব্যাংকিং, রেল, বিমা, পিএসসি মিসলেনিয়াস এবং স্কুল সার্ভিসের মতো বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংবর্ধিত করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাইস এডুকেশন গত চার দশক ধরে চাকরিপ্রার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। সংস্থাটির পথ চলা বেলঘরিয়াতে শুরু হলেও, বর্তমানে এটির ডালপালা বহুবিস্তৃত এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান প্রশিক্ষণ সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আমলা দেবাশিস সেন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান সমিত রায়।

ট্রেনে মদ বিক্রি, ধৃত তরুণ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : ট্রেনে মদ পরিবহণ বা বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অথচ চলন্ত ট্রেনেই মদ বিক্রি করছিলেন রণধীর পাসোয়ান। আর এমন অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকায় ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। রণধীর চলন্ত ট্রেনে বিভিন্ন কামরায় ঘুরে ঘুরে মদ বিক্রি করতেন বলে জানতে পেরেছে জিআরপি। পাশাপাশি, ওই তরুণ অসম থেকে বিহারে মদ পাচারের সঙ্গে যুক্ত বলেও জিআরপি আধিকারিকরা মনে করছেন। জিআরপির আলিপুরদুয়ারের আইসি অনুপ ঘোষ বলেন, 'চলন্ত ট্রেনে মদ বিক্রি সহ সমস্ত অভিযোগই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন যাত্রীর মুখে এমন অভিযোগ শোনার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অসম, অরুণাচল ও মেঘালয়ে মদের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক জায়গার থেকে কম। তাই এই রাজ্যগুলি থেকে মদ নিয়ে অন্যত্র পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পাচারের ক্ষেত্রে ট্রেন ব্যবহারের প্রমাণও অতীতে একাধিকবার মিলেছে। বাড়তি রোজগারের আশায় পুরুষের সঙ্গে মহিলারাও মদ পাচারে নিজেদের জড়িয়েছেন বা তাঁদের কাজে লাগাচ্ছে পাচারচক্র। ইতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণ মদ উদ্ধারের পাশাপাশি কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে। কিন্তু পাচার বন্ধ হয়নি। তবে এর আগে চলন্ত ট্রেনে মদ বিক্রির অভিযোগ তেমন ওঠেনি। বিশেষ করে ট্রেনে টিকিট পরীক্ষক এবং আরপিএফের নজরদারি থাকায় কেউ মদ বিক্রির সাহস দেখান না। ফলে রণধীরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে জিআরপি। প্রাথমিক তদন্তে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, পিঠের ব্যাগে মদ নিয়ে যাত্রীবেশে ট্রেনে ওঠেন রণধীর। ভিড়ে মিশে যাত্রীদের মন মানসিকতা বুঝে নিয়ে খদ্দের ধরেন এবং চড়া দামে মদ বিক্রি করেন। যে কোচগুলিতে বেশি ভিড় থাকে বা ভিড়ে ঠাসা স্পেশাল ট্রেনগুলিকে রণধীর টার্গেট করতেন বলে জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিককালে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাঁর ক্রেতা বলে জিআরপি জানতে পেরেছে। জানা গিয়েছে, রণধীরের সম্পর্কে কিছুদিন ধরেই যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য পাচ্ছিল জিআরপি। ওই তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার নির্দিষ্ট একটি ট্রেনের অপেক্ষায় থাকে জিআরপি। ট্রেনটি নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছাতেই রণধীরকে প্রথমে আটক এবং পরে গ্রেপ্তার করে জিআরপি।

- পিঠের ব্যাগে মদ নিয়ে যাত্রীবেশে ট্রেনে ওঠেন রণধীর পাসোয়ান
- ভিড়ে মিশে যাত্রীদের মন মানসিকতা বুঝে নিয়ে খদ্দের ধরেন এবং চড়া দামে মদ বিক্রি করেন
- ভিড়ে ঠাসা কোচ রণধীরের টার্গেট থাকে

তিরন্দাজিতে যেন দ্রোণাচার্য শ্রীমন্ত

গৌতম দাস

গাজোল, ২৯ জুন : তিরন্দাজিতে গাজোলের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। গাজোলের জুয়েল সরকার যেমন ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন, তেমনই জাতীয় গেমসে সোনা জিতে বাংলার নাম উজ্জ্বল করেছেন। তিনি ছাড়াও রুমা বিশ্বাস, মন্দিরা রাজবংশী, রুপু মণ্ডল, অপূর্ব রায়, গণেশ টুডুর মতো এক ঝাঁক উঠতি তিরন্দাজের শিকড় সেই গাজোল। আর এই তিরন্দাজদের হাতেখড়ি যে মানুষটার কাছে, তিনি হলেন শ্রীমন্ত চৌধুরী। লক্ষ্যভেদের শিক্ষায় শ্রীমন্তই গাজোলের দ্রোণাচার্য।

প্রায় ১৬ বছর ধরে নিভৃতে গাজোল সহ মালদার বিভিন্ন এলাকায় তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন শ্রীমন্ত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিভা খুঁজে এনেছেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে তাঁদের প্রস্তুত করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই দেশ তথা রাজ্যে তিরন্দাজ হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছেন। শ্রীমন্তের বাড়ি আলমপুরে। ছোট থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল একদিন তিরন্দাজ হবেন। সেই টানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন গাজোলের হোপা হেমব্রম, কালিম্পংয়ের পিকে শর্মা, কলকাতার শাশ্বতী গঙ্গাধর এবং বোলপুর সাই-এর প্রশিক্ষক হরিশ সিংয়ের কাছে।

তারপর নিজেই একসময় গড়ে তুলেছেন তিরন্দাজি প্রশিক্ষণ শিবির। যার নাম 'একলব্য আর্চারি অ্যাকাডেমি'। সেখানে তিনি নিখরচায় তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ দেন। কিন্তু তিরন্দাজ তৈরির সাধনায় কার্যত নিজের জীবন উৎসর্গ করলেও আক্ষেপের বিষয়, শ্রীমন্ত কখনও সরকারি সাহায্য পাননি। সম্প্রতি বাজেটে ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে এমন সংস্থাগুলিকে সাহায্যের জন্য বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। তারপর থেকেই কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন শ্রীমন্ত।

প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন শ্রীমন্ত চৌধুরী।

শ্রীমন্ত জানালেন, তিরন্দাজি বেশ খরচসাপেক্ষ। তিনি বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিলেও প্রয়োজন হয় অনেক উপকরণের। উন্নতমানের ধনুক ও তির কেনার সামর্থ্য গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ের নেই। ফলে ইচ্ছে থাকলেও শেষমেশ তারা তিরন্দাজি শিখতে পারে না। শ্রীমন্তের কথা, 'আমি সাধ্যমতো উপকরণ দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। কিন্তু সরকার যদি আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে তাহলে আরও প্রচুর প্রতিভা গাজোল থেকে উঠে আসবে। আগামীদিনে তিরন্দাজি প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য সরকার নিশ্চয়ই একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

শ্রীমন্ত বন দপ্তরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করেন। বেতন মাত্র ১২ হাজার টাকা। বাড়িতে স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে। ওই টাকাতেই সংসার চালাতে হয় তাঁকে। তবুও তা নিয়ে শ্রীমন্তের সেভাবে কোনও আক্ষেপ নেই। তিনি চান, সরকার তিরন্দাজিকে আরও গুরুত্ব দিক। তিনি বললেন, 'আমার অনেক ছাত্রছাত্রী জাতীয় ও রাজ্য স্তরের পদক জিতেছে। গাজোল ব্লকে বহু প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। আমি তাঁদের তুলে আনতে চাই। সেজন্যই সরকারকে পাশে দরকার।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for e-NIT No. WBPWD/SENBEC/eNIT-02/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014347_1 is extended upto 03/07/2026 upto 01.00 p.m. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.D, GOVT. OF W.B. ICA-T11282(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 07). Tender Id: 2026_WBPWD_5015861_1, 2026_WBPWD_5015861_2, 2026_WBPWD_5015861_3 & 2026_WBPWD_5015861_4. Bid submission start date: 29.06.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 06.07.2026, 18.30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T11297(2)/2026

Notice Inviting Tender
Tenders are invited vide N.I.E.T No.- 01/PO/K-I of 2026-27 Dated- 25.06.2026 by the P.O & B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the block office for details. Last date of application for Tender paper at 04.07.2026 up to 18.55 hours.
Sd/-
Programme Officer & B.D.O
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
The Executive Engineer, N.H. Division No.-IX, P.W. (Roads) Directorate, Matigara invites online e-NIQ No. 08 of 2026-27 of EE, N.H. Division No.-IX. Details of eNIQ and other documents may be downloaded from the web portal: https://tenders.wb.gov.in and for any other quires please contact through email: nhdivision9.pwd@gmail.com Bid Submission start date : 10.07.2026. Bid Submission end date : 24.07.2026. [Tender Id : 2026_NH_5015984_1]. Corrigendum if any and other information's regarding bid evaluation will be published/sent in/through e-tender portal only. Sd/- EE /NH Division No.-IX, P.W. (Roads) Directorate., Matigara, Siliguri. ICA-T11293(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
The Executive Engineer, N.H. Division No.-IX, P.W. (Roads) Directorate, Matigara invites online e-NIT No. 01 of 2026-27 of EE, N.H. Division No.-IX. Details of e-NIT and other documents may be downloaded from the web portal: https://tenders.wb.gov.in and for any other quires please contact through email: nhdivision9.pwd@gmail.com Bid Submission start date : 06.07.2026. Bid Submission end date : 14.07.2026. [Tender Id : 2026_NH_5016042_1]. Corrigendum if any and other information's regarding bid evaluation will be published/sent in/through e-tender portal only. Sd/- EE / NH Division No.-IX, P.W. (Roads) Directorate., Matigara, Siliguri. ICA-T11294(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT No.
WB/PWD/AE/SCSDII/02/2026-27
Tender ID : 2024_WBPWD_5015980_1
Tender ID : 2024_WBPWD_5015980_2
Tender ID : 2024_WBPWD_5015980_3
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid Submission start Date: 25-06-2026 : 18.55 hrs. Bid Submission End Date: 08-07-2026 : 16.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri ICA-T11298(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED 3rd CORRIGENDUM (Date Corrigendum) To e-N.I.T No.- WBIW/SE/CE(N)/NIT-02(e)/2026-27, Sl. No. 01 and Sl. No. 02
e-Tender ID :- 2026_IWD_1025035_1 and 2026_IWD_1025035_2
In respect of above mentioned 02 (Two) nos. work, 3rd Corrigendum (Date Corrigendum) done due to no. of online bid received is less than minimum. **IN PLACE OF** :- 1) Bid Submission End Date on 24.06.2026 at 16.00 Hrs. 2) Date of opening Technical Bid on 25.06.2026 at 13:00 Hrs. **TO BE READ AS**:- 1) Bid Submission End Date on 07.07.2026 at 16.00 Hrs. 2) Date of opening Technical Bid on 08.07.2026 at 13:00 Hrs. Details of the corrigendum can be obtained from the website **www.iwd.wb.gov.in** & URL **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Superintending Engineer
Attached to Chief Engineer (North), I & W. Dte. Green Park, Malda ICA-T11288(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Raiganj Construction Sub Division invites online tender for the work "Maintenance work of different Wards and buildings of Jalpaiguri Govt. Medical College and Hospital, Nursing Training School, RATB. etc under Jalpaiguri Construction Division, PWD, during the year 2026-27. (Building) & one no another work." NIET No.: 03 of 2026-2027 of AE/PWD/Rajganj Construction Sub-Division. Tender ID : 2026_WBPWD_5016005_1 & 2026_WBPWD_5016005_2. Documents download start date & time (Online) : 29.06.2026 from 11:00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online) : 04.07.2026 upto 04:30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board/website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, RAJ CSD, GOVT. OF W.B. ICA-T11290(1)/2026

RAIGANJ UNIVERSITY
P.O. Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur, West Bengal, PIN- 733134
Admission in PG Programmes (26-27)
Online applications are invited for admission in various P.G. Programmes at Raiganj University. For details visit the University website www.raiganjuniversity.ac.in
Advt. No:. R-1081/2026
Date : 25.06.2026
Sd/-
Ragistrar
Raiganj University

কর্মখালি

ময়নাগুড়ি চা ফ্যাক্টরির জন্য কিছু ওয়ার্কার ও সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 14,000/- থেকে 15000/-, মাসে ছুটি। M:- 8653609553. (C/122262)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 35-এর মধ্যে পুরুষ বা মহিলা দিতে ইচ্ছুক থাকলে অবশ্যই অতিসত্বর যোগাযোগ করুন- M.No.- 7719279659 (C/122568)

অ্যাফিডেভিট

I, Robert Gurung, S/o Late Ibrahim Raj Gurung, resident of Ashram Road, Manglabari, PO & PS: Jaigaon, Dist: Alipurduar. But my father's name is recorded as Iraj Gurung in my educational documents of Madhyamik Examination. Hence, by affidavit on 26.06.2026, at 1st class J.M court, Alipurduar, my father's name has been rectified from Iraj Gurung to Late Ibrahim Raj Gurung. Iraj Gurung & Late Ibrahim Raj Gurung is one & same identical person. (C/122040)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING OPEN QUOTATION
N.I.Q. No. 1)WBPWD/EE/NBITD/ e-NIQ-02 of 2026-27. 2) WBPWD/EE/NBITD/e-NIQ- 03 of 2026-27. Executive Engineer, North Bengal IT Division, P.W.Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal, invites open Quotation for the work. 1) SITC of CCTV Surveillance System and Allied Network at Matigara Girls Home, Matigara, Siliguri, District:- Darjeeling (Tender ID :- 2026_WBPWD_5016029_1). 2)SITC of CCTV Surveillance System and allied network at Tele Cobalt Building ,Radio therapy dept, Under the campus of North Bengal Medical College and Hospital, Susrutnagar, Siliguri ,District:- Darjeeling (Tender ID :- 2026_WBPWD_5016030_1). Last date of submission of quotation(Online) is upto 11.07.2026 upto 6.00PM and will be opened on 14.07.2026 on 11:00 AM. Sd/-EXECUTIVE ENGINEER, PWD NORTH BENGAL IT DIVISION SILIGURI. ICA-T11286(3)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে হোটেল কাম রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য রাঁধুনি, বিরিয়ানি স্পেশালিস্ট ও অন্যান্য স্টাফ চাই। বেতন- আলোচনা সাপেক্ষ। 8918326845/ 9635511168. (C/122581)

•

শিলিগুড়িতে মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন - ১৫০০০/-, পেট্রোল আলাদা। (M) 8116743501. (C/122261)

•

ব্যাঙ্গালোর-এ শোরুমের জন্য লেডিস গারমেন্টস, অলটারেশন, ব্লাউজ মেকিং এবং লেহেঙ্গা স্টিচিং-এ দক্ষ পুরুষ টেইলারিং মাস্টার প্রয়োজন। বেতন- 20,000/- প্রতি মাসে। থাকার ব্যবস্থা আছে। (M) 9800099077/ 9800099078. (PR)

অ্যাফিডেভিট

আমি Latika Mandal, W/o- Harishchandra Mandal, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার No-B/2022/006446, Dt- 08/03/2022 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 17/06/26-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Animash Mandal থেকে Animesh Mandal করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114102)

•

আমি Abbas Ali, S/o Bachchamauddin গত 06/04/2026 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Abbas Ali এবং Bisharu Hak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/122420)

•

I, Arpana Bhowmick, W/o Rabindra Bhowmick, resident of Vill+PO: Bholardabri, PS+Dist: Alipurduar. Before marriage name was Arpana Dutta, D/o Arun Dutta, which is recorded in my all educational documents. Next I Married to Rabindra Bhowmick, S/o Kshitish Bhowmick on 28.11.2005 & I use my husband's surname Bhowmick in place of Dutta. Hence, by affidavit at Alipurduar EM Court, my name has been rectified from Arpana Dutta, D/o Arun Dutta to Arpana Bhowmick, W/o Rabindra Bhowmick. Arpana Dutta & Arpana Bhowmick is one & same identical person.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

কুমকুমের অন্ধকার জীবনে কি আশার আলো হয়ে উঠবেন ঈশান?
কুমকুম (১ ঘণ্টার মহাপর্ব) সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মধুমালতী, দুপুর ১২.০০ রূপবান, বিকেল ৩.০০ শপথ নিলাম, ৫.০০ বৌমার বনবাস, রাত ৮.০০ রাজার মেয়ে পারুল, ১০.৩০ টনিক

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ ম্যাডাম গীতারানি, দুপুর ১২.১৫ অগ্নি, বিকেল ৩.৪৫ শুধু একবার বলো, সন্ধে ৭.০০ রাবণ, রাত ১০.০০ মন মানে না

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাজমহল, দুপুর ১.৩০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.৩০ বিন্দাস, রাত ৮.০০ ফাইটার- মারব নয় মরব, ১১.৩০ আদরের বোন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলকাতা ৭১

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিষ্ণু নারায়ণ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.১৫ আ অব লওট চলে, বিকেল ৫.২১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, সন্ধে ৭.৫৯ জয় হো, রাত ১০.২২ তুম্বাড়

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৩ গডজিলা, দুপুর ১.৩০ এমসিকে, বিকেল ৪.৪৮ মেজর, সন্ধে ৭.৫০ লাপতা লেডিজ, রাত ১০.২৮ ইভোলিউশন

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

লাপতা লেডিজ সন্ধে ৭.৫০
সোনি ম্যাক্স টু

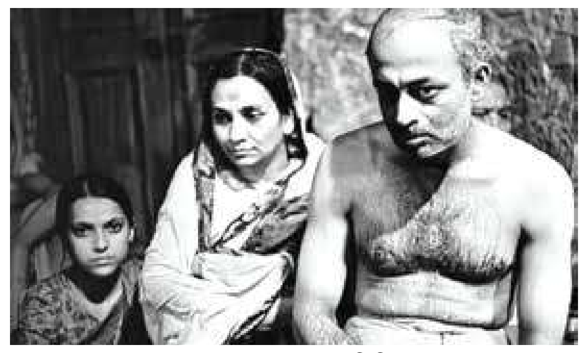

কলকাতা ৭১ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামাজিক প্রকল্পে যোগ দিয়ে সম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায় সামান্য চাপ থাকলেও সন্ধের পর তা কেটে যাবে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তির খবরে আনন্দ। বৃষ : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার যোগ। বিদেশি কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির যোগ। কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক কাজের চাপে মানসিক অবসাদ হতে পারে। মিথুন : সাংসারিক কাজে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। মিউচুয়াল ফান্ডে আজ কোনও বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য চিন্তা। কর্কট : লটারি বা ফাটকা থেকে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তির যোগ। হস্তশিল্পীর সঙ্গে যুক্তদের সরকারি ঋণ মঞ্জুর হবে। সিংহ : কোনও দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক তৃপ্তি পাবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব, প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অন্যের ঘাড়ে চাপাবেন না। বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য মিলবে। তুলা : আজ উত্থানপতনের মধ্যে শুরু হলেও বিকেলের পর দারুণ খবর পেতে চলেছেন। আপনার উদ্যম ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বৃশ্চিক : অপ্রয়োজনীয় খরচ না করে সঞ্চয়ে মন দিন। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। সংসারে ছোটখাটো সমস্যাকে পাত্তা দেবেন না। ব্যবসায় কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ধনু : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাগজ হারিয়ে চিন্তা বাড়বে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মকর : মায়ের দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার খবরে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় ব্যবসার কঠিন অবস্থা থেকে বেরোতে পারবেন। কুম্ভ : আপনার নিজস্ব কোনও অসুবিধায় আত্মীয়স্বজনকে কাছে নাও পেতে পারেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : নিকট কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় ভাইবোনদের সঙ্গে বিরোধ বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সন্তানের বিদেশ যাত্রায় যোগ। কোনও ঘটনায় ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস গভীর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ৯ আষাঢ়, ৩০ জুন ২০২৬, ১৫ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় বদি, ১৪ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, প্রতিপদ অহোরাত্র। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র অহোরাত্র। ব্রহ্মযোগ অপরাহ্ণ ৪।৪। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে। বারবেলাদি ৬।৩৯ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১। ২২ গতে ৩।২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ গতে ৯।২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২। ৪৯ গতে ৩। ৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫। ২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধৃত মানস-ঘনিষ্ঠ

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ঠিকাদারদের থেকে বেআইনিভাবে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে সোমবার গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার ঘনিষ্ঠ মানিক মাইতি। তাঁকে মেদিনীপুর জেলা আদালতে তোলা হয়।

গণমুণ্ডন

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় এগরায় লাইনে বসে মাথা কামালেন ৫ বিজেপি কর্মী। পালাবদল হলে মাথা কামাবেন বলে মানত করেছিলেন তাঁরা। তৃণমূল আমলে তাঁরা হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন।

ডুবে মৃত্যু

পশ্চিম বর্ধমানের ডিসেরগড়ে দামোদর নদে ডুবে মৃত্যু দশম শ্রেণির তিন পড়ুয়ার। শনিবার স্কুল থেকে পালানোর অভিযোগে সোমবার তাদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে খেলতে যায় তারা। শেষে নদীতে নামায় বিপত্তি।

শ্লীলতাহানি

রাতের অন্ধকারে কলেজ ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগে পুলিশের জালে এক কনস্টেবল। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় কম্পিউটার ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ছাত্রী। তখন এই ঘটনা ঘটায় অভিযুক্ত।

‘এটাই শেষ বক্তব্য’

বিধানসভায় হুমায়ুনকে ধমক মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : ‘এনাফ ইজ এনাফ! কান খুলে শুনে রাখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মুখ্যমন্ত্রী নন যে দুর্বল প্রশাসন পেয়ে যা খুশি বলবেন। ধরে রাখুন, এটাই আপনার শেষ বক্তব্য।’ সোমবার বিধানসভার ভরা অধিবেশনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) দাপুটে বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে এভাবেই নজিরবিহীন কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও শক্তিপুরে হুমায়ুনের সাম্প্রতিক উসকানিমূলক ও বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নতুন সরকার যে বাহুবলী দমনে প্রথম দিন থেকেই জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে ময়দানে নেমেছে, তা এদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট।

অধিবেশন শুরু হতেই স্পিকারের অনুমতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নিশানায় উঠে আসে গত ২৬ ও ২৭ জুন হুমায়ুনের জোড়া কর্মসূচি। রেজিনগরে হিন্দুদের টার্গেট করে ‘স্যাঁটা ভাঙা মার’-এর হুমকি এবং শক্তিপুরে নিজের

বিধানসভায় স্বমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী।

ভাইপোকে গ্রেপ্তারের অপরাধে পুলিশ আধিকারিককে কলার ধরে থানা থেকে বের করে দেওয়ার প্রকাশ্য শাসানির বয়ান বিধানসভায় হুবহু পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। এই বাহুবলী আস্ফালনের নেপথ্যের রাজনৈতিক ব্লু-প্রিন্টও ফাঁস করে দেন শুভেন্দু। তিনি দাবি করেন, গায়ের জোরে পঞ্চায়েত দখল এবং আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনে ৭২ শতাংশ মুসলিম ভোটকে মেরুকরণ

> প্রশাসন দিয়ে হেনস্তা না করলে রেজিনগরে আমাদের হারানো অসম্ভব এবং আমি গ্রেপ্তারিকে ভয় পাই না।
>
> -হুমায়ুন কবীর

করে নিজের ছেলেকে জেতাতেই এই বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক তাস খেলছেন হুমায়ুন।

হুমায়ুনের দর্প চূর্ণ করতে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি মনে করিয়ে দেন সন্দেশখালির শাহজাহান বা ক্যানিংয়ের শওকত মোল্লাদের বর্তমান পরিণতির কথা। তিনি স্পষ্ট জানান, পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপে ইতিমধ্যেই রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় জামিন অযোগ্য একাধিক কড়া ধারায় (বিএনএস ১৫২, ১৯৬, ১৯৭, ২৯৯, ৩৫৩) এফআইআর রুজু হয়েছে। আগামী সপ্তাহে নিজেই মুর্শিদাবাদ সফরে যাচ্ছেন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুংকার, ‘যাঁরা ওঁকে ডেকেছিলেন, আগে তাঁদের তুলব। তারপর ওঁর কাছে যাব।’

মুখ্যমন্ত্রীর এই রণংদেহি মেজাজের পরেও অবশ্য দমে যাননি হুমায়ুন কবীর। তাঁর সাফ জবাব, প্রশাসন দিয়ে হেনস্তা না করলে রেজিনগরে আমাদের হারানো অসম্ভব এবং আমি গ্রেপ্তারিকে ভয় পাই না। তবে এই ইস্যুতে হুমায়ুনের পাশ থেকে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়িয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। হুমায়ুনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি জানিয়েছেন, ধর্মের নামে এই ধরনের উসকানি কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর সংখ্যালঘু তোষণ বা ব্যাকল্যাশের ভয় ঝেড়ে ফেলে প্রশাসন যে এবার কড়া হাতেই রাজধর্ম পালন করবে, বিধানসভার এই দৃশ্য তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তৃণমূল আমলের শংসাপত্র যাচাই

কলকাতা, ২৯ জুন : তৃণমূল আমলের তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র যাচাইয়ে রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১১ সাল থেকে তৃণমূলের আমলে দেওয়া সকল শংসাপত্র যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। অভিযোগ, এর ফলে অন্তত ১ কোটির বেশি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শংসাপত্র প্রাপক সমস্যার সম্মুখীন হবেন। সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছে।

মামলাকারীদের আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী জানান, ১৯৯৪ সালের নিয়মের বাইরে গিয়ে এই পদক্ষেপ করছে রাজ্য। অনেকের নাম এসআইআরের ট্রাইবিউনালের বিচারাধীন রয়েছে। বহু মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও এই যাচাই প্রক্রিয়া চললে নাগরিকেরা শংসাপত্র ব্যবহার করতে পারবেন না।

৬ ঘণ্টায় জামিন

কলকাতা, ২৯ জুন : গার্ডেনরিচ ও মেটিয়াব্রুজ এলাকায় এক নামেই তাঁকে চেনেন সকলে। ঝাঁ চকচকে বর্ণময় বিলাসবহুল জীবনযাপন ও সেইসঙ্গে প্রভাব প্রতিপত্তি এক নিমেষেই তাঁকে কলকাতা পুরসভার বাকি কাউন্সিলার থেকে আলাদা করে। একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে শুভেন্দু অধিকারীর মুখেও শোনা গিয়েছিল কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক তথা ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শামস ইকবালের নাম। অথচ তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তারের মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যে ১০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়ে গেলেন শামস। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী মামলা তুলে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পালা বদলের পর কলকাতা পুরসভা সহ তৃণমূলের একাধিক তাবড় নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

তহবিল ফিরে পেতে হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৯ জুন : যে কোনও উপায়ে দলীয় তহবিল ফিরে পেতে মরিয়া কালীঘাট তৃণমূল শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় তহবিল নিয়ে ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। এই পরিস্থিতিতে ফের দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কালীঘাট তৃণমূলের তরফের আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলার অপর পক্ষকে নোটিশ দিতে বলেন। তা সম্পূর্ণ হলেই মামলা শুনতে পারবে আদালত। সোমবার মামলাটির শুনানি সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ২৯ জুন : স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নামে ভাইরাল হওয়া একটি ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে শিক্ষামহলে। যেখানে বলা হয়েছে, আরও ১৫ দিনের জন্য নাকি সকালের স্কুলের সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে। তবে সোমবার স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়, ভাইরাল বিজ্ঞপ্তিটি ভুয়ো। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, সকালের স্কুলের সময়সীমা বাড়ানোর কোনও প্রশাসনিক নির্দেশ এখনও জারি করা হয়নি।

জয় জগন্নাথ। বীরভূমে স্নানযাত্রা করাচ্ছেন ভক্তরা। সোমবার। -পিটিআই

অভিন্ন বিধি তৈরিতে রাজ্যের কমিটি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি কার্যকর করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সোমবার বিধানসভায় বিল পেশের কথা থাকলেও বিতর্ক ও আইনি জটিলতা এড়াতে আপাতত কিছুটা কৌশলগত পথ নিল নবান্ন। তার বদলে বিলের খসড়া তৈরির জন্য প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি রঞ্জনা দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচন সংকল্পপত্রে যা কথা দিয়েছি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবই। অগাস্টেই বিধানসভায় পেশ হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল।’

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, বিচারপতি দেশাই ছাড়াও ওই কমিটিতে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, আইন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং সরকারি আমলা। ৪ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের সুপারিশ জমা দিতে বলা হয়েছে। ২ জুলাই মন্ত্রীসভার বৈঠকে খসড়া অনুমোদনের পর চূড়ান্ত বিল পেশ হবে অগাস্টের অধিবেশনে। উত্তরাখণ্ড, গুজরাট ও অসমের আইনকে ভিত্তি করে তৈরি এই বিলে আদিবাসী ও কুর্মিদের মতো স্বীকৃত জনজাতি সম্প্রদায়গুলিকে আওতার বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

> নির্বাচন সংকল্পপত্রে যা কথা দিয়েছি, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবই। অগাস্টেই বিধানসভায় পেশ হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

বিবাহ, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে ‘লিভ-ইন’ সম্পর্কের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে একটিই আইন বলবৎ করাই এই বিলের মূল লক্ষ্য।

বিধানসভায় অবশ্য এদিনের বিবৃতির সময়ও তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ শিবিরের তীব্র বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিষদীয় চত্বর। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বিধায়করা বিলের বিরোধিতায় সরব হন।

তবে তাতে দমে না গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পালটা পরামর্শ দিয়েছেন, ‘কারও যদি কোনও আপত্তি বা মতামত থাকে, তা রঞ্জনা দেশাইয়ের কমিটির কাছে জমা দিন। সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি হবে।’

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সোমবারের এই ঘোষণা শুভেন্দু সরকারের এক সুনিপুণ কৌশল। তড়িঘড়ি বিল পেশ করে সংঘাতের পথে না হেঁটে, একটি আইনি ও সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ইউসিসি আনার মাধ্যমে সরকার যেমন একদিকে নিজের ‘প্রতিশ্রুতিশীল’ ভাবমূর্তি বজায় রাখল, তেমনই সমালোচকদের মুখেও আইনি কমিটির তকমা দিয়ে কুলুপ এঁটে দিল। জুলাইয়ের মন্ত্রীসভার বৈঠক এবং অগাস্টের অধিবেশন, এখন এই দুটির দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

সব মিলিয়ে, মমতা জমানার দীর্ঘ টালবাহানার বদলে বিজেপি সরকার যে দ্রুত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পথে হাঁটছে, তা এদিন আরও একবার স্পষ্ট হল।

রাধারমণের ‘ছুটি’ নিয়ে রহস্য

কলকাতা, ২৯ জুন : কলকাতার ইসকনের সহ সভাপতির পদ থেকে রাধারমণ দাসের অপসারণ না বাধ্যতামূলক ছুটি তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় বিবৃতি দিয়ে রাধারমণ জানিয়েছিলেন, ইসকনের সমস্ত পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য এই পোস্টটি নিজেই মুছে দেন তিনি। অন্যদিকে, কলকাতা ইসকনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, রাধারমণকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর রয়েছে কলকাতা ইসকনের আইন ও যোগাযোগ বিভাগের অধিকর্তা অনন্ত ভগবান দাসের। যদিও পদ থেকে অপসারণের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা নেই। এই নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

ইসকনের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাধারমণ দাসকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে এবং ইসকনের হয়ে যে কোনও মন্তব্য করা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইসকন এমন একটি সংগঠন যা ১০০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই সংগঠনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু রাধারমণকে বার বার বলার পরেও তিনি তা পালন করেননি। তাই তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। কলকাতা ইসকনের মুখপাত্র ও সহ সভাপতি হিসেবে রাধারমণ দাসকে ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রায়শই একইমঞ্চে দেখা গিয়েছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ও তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাধারমণের। প্রকাশ্যে প্রশংসাও করেছিলেন তিনি। এই কারণে তাঁকে পদ হারাতে হল কি না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে এখনও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে রয়েছেন তিনি।

কুণাল ও দোলাদের নামে এফআইআর

কলকাতা, ২৯ জুন : আইনি বিপাকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। সোমবার বিধায়ক কুণাল ঘোষ, সাংসদ দোলা সেন ও প্রাক্তন কাউন্সিলার বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় দায়ের হয়েছে এফআইআর। অনুমতি ছাড়া ধর্মতলার ব্যস্ত রাস্তা আটকে রাখার অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৮৫ নম্বর ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। সূত্রের খবর, এই তিন নেতাকেই চলতি সপ্তাহে তলব করতে পারে পুলিশ। রবিবারই ধর্মতলা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে একুশে জুলাইয়ের সভার প্রস্তুতির জন্য মাপজোখ করেন কুণাল, দোলারা। সোমবার বিধানসভাতেও তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ বাঁধা নিয়ে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

‘ফিরহাদ পেন হলে মমতা দোয়াত’

কলকাতা, ২৯ জুন : তারাতলার গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনায় সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে মমতাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘ফিরহাদ পেন হলে দোয়াত তো মমতা।’ প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গ্রেপ্তারির দাবিতে ইতিমধ্যে সরব হয়েছেন মমতাপন্থী তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘কালি-দোয়াত-কলম’-এর তত্ত্ব ব্যবহার করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘শুধু কালীকে ধরলেই হবে না, দোয়াত ও পেনকেও ধরতে হবে।’ এই মন্তব্যের জবাবে শুভেন্দু বলেন, ‘ফিরহাদ হাকিম যদি সেই ‘কলম’ হন, তবে ‘দোয়াত’ তো স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! কালীর সঙ্গে যদি পেন যায়, তবে দোয়াতকেও যেতে হবে। একসঙ্গে সবাইকে যেতে হবে।’ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, তদন্তে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ মিললে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিকেলে ৫টার মধ্যে ফিরহাদের গ্রেপ্তারি দাবি করা মমতাপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষকেও কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনি প্রাক্তন মেয়রের নাম বলেছেন, বিকেল পাঁচটার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে। তাই নাকি? তাহলে আপনি এখানে চলে আসুন। যাঁকে তোলার তুলেছি।’

অন্যদিকে, তারাতলা কাণ্ডের তদন্তে নেমে চরম তৎপর সিট। ধৃত প্রাক্তন মেয়রের ওএসডি কালীচরণের হাওড়ার বাড়ি থেকে দুটি মোবাইল ও নথি বাজেয়াপ্ত করা হলেও, কার নির্দেশে তিনি কাজ করতেন সে বিষয়ে তিনি মুখ খুলছেন না। একইভাবে তদন্তে অসহযোগিতা করছেন ‘বহেরা ব্রাদার্স’-এর কর্ণধার শম্ভুনাথ বহেরাও। গুদাম তৈরির আগে মাটির পরীক্ষা হয়েছিল কিনা জানতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং পুরসভার লাইসেন্স দপ্তরের আধিকারিক সহ মোট পাঁচজনকে জেরা করেছে সিট।

পুজোর আগে শুভেন্দুর প্রথম শিল্প সম্মেলন

কলকাতা, ২৯ জুন : রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হতেই বদলে গিয়েছে শিল্পের গতিরোধক। পুরোনো সরকারের গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এর জাঁকজমক আর লোকদেখানো বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে, এবার সরাসরি কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছে নতুন বিজেপি সরকার। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানিয়েছেন, আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে, সম্ভবত দুর্গাপুজোর আশপাশে আয়োজিত হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম শিল্প সম্মেলন। তবে এটি কোনও লোকদেখানো অনুষ্ঠান হবে না, বরং এখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

নবান্নের লক্ষ্য এখন স্পষ্টভাবে সাবস্ট্যান্স ওভার স্টাইল। শিল্পে জমি পেতে সবচেয়ে বড় বাধা দূর করতে সরকার কোমর বেঁধেছে। শিল্পতালুকে পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমি হোক বা বিভিন্ন পিএসইউ-এর পরিত্যক্ত জমি-সবকিছুই এবার আনা হচ্ছে নতুন ল্যান্ড ব্যাংকে। কোনওরকম নিষ্ক্রিয় জমি আর পড়ে থাকবে না, সবটাই বিনিয়োগকারীদের জন্য দ্রুত প্রস্তুত রাখা হবে। শুধু জমি নয়, বাজেটে ৫,০০০ কোটি টাকার ইনসেন্টিভ পলিসি এবং তৃণমূল জমানায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ২০,০০০ কোটি টাকার শিল্প ভরতুকি প্রকল্প ফের চালু করার বড় ঘোষণা করেছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা, শুধুই লগ্নির প্রতিশ্রুতি নয়, প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণই আসল। শিল্প দপ্তরের কাছে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রস্তাব জমা

> ৩-৪ মাসের মধ্যে, দুর্গাপুজোর আশপাশে আয়োজিত হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম শিল্প সম্মেলন। তবে এটি লোকদেখানো অনুষ্ঠান হবে না, বরং চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন।
>
> তাপস রায় শিল্পমন্ত্রী

পড়েছে, যার আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করছে সরকার। ঝকঝকে লোগো আর গালভরা বুলি নয়, এবার শিল্প সম্মেলনে সরকার নামলে তার বাস্তব রূপায়ণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

‘ডিজে’ কাণ্ডে নেই রক্ষাকবচ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ জুন : ডিজে মন্তব্য কাণ্ডে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে আরও বিপাকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিম্ন আদালতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সোমবার তাঁর মামলার শুনানি ঘিরে অনিশ্চয়তা হাইকোর্টে। মঙ্গলবারও শুনানি হবে কি না তা স্পষ্ট নয়। ফলে আগামীকাল নিম্ন আদালতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে আপাতত কোনও রক্ষাকবচ নেই অভিষেকের। মামলাটি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে তালিকাভুক্ত থাকলেও এদিন তা হয়নি। বিকেল ৫টা নাগাদ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, ‘তিনি কিছুক্ষণ আগে নথি পেয়েছেন। তাই তাঁকে সময় দেওয়া হোক।’ অভিষেকের আইনজীবী একদিনের জন্য রক্ষাকবচ চাইলেও সাড়া দেননি বিচারপতি।

এদিকে আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে অভিষেকের বাড়িতে মধ্যরাতে হানা নিয়ে হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল পুলিশ। এই তল্লাশি নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে শুনানির সময় তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘গভীর রাতে কেন হানা দেওয়া হল?’ তাঁর বাড়িতে তল্লাশির সময় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও অডিও-ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

ভেন্ডিং লাইসেন্সে কড়াকড়ি

কলকাতা, ২৯ জুন : পালাবদলের পর রাজ্যজুড়ে বেআইনি হকার উচ্ছেদে গতি এসেছে। প্রশাসনের দাবি, ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করলেও এতদিন কোনও অনুমতির বালাই ছিল না। হকারদের সিংহভাগের কাছেই নেই ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় ভেন্ডিং লাইসেন্স। এবার সেই লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে শুরু হচ্ছে কড়াকড়ি। এসআইআরে নাম না থাকলে পাওয়া যাবে না ভেন্ডিং লাইসেন্স। টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকের পর কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ জানানো হয়।

তৃণমূল আমলে ৮,৭২৭ জনকে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তাঁদের সবাইকে এসআইআরের নথি আনতে বলা হয়েছে। অভিযোগ, প্রাক্তন শাসকদলের একশ্রেণির নেতা বহু বাংলাদেশিকে মোটা টাকার বিনিময়ে ভেন্ডিং লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছেন। কর্পোরেশন তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি রেলস্টেশনগুলি থেকে উচ্ছেদ হওয়া হকারদের একাংশ ইতিমধ্যে কলকাতার বিভিন্ন ফুটপাথ দখল করে নতুন করে ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। জবরদখল বন্ধে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওবিসি সংরক্ষণ সংশোধনী আইন

কলকাতা, ২৯ জুন : ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সংরক্ষণে এক যুগান্তকারী বদল এনে সোমবার রাজ্য বিধানসভায় বিপুল ভোটে পাশ হয়ে গেল জোড়া সংশোধনী বিল। ১৮৬-১৭ ব্যবধানে বিলটি অনায়াসে পাশ করিয়ে নিলেও, এদিনের আসল চমক ছিল বিধানসভার অন্দরের টানটান রাজনৈতিক নাটক। বিলের বিরোধিতায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর ভোটাভুটির দাবিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিরোধী জোটের ঐক্য, আর সেই ফাটল দিয়েই প্রকাশ্যে চলে এল বিদ্রোহী তৃণমূলের অন্দরের প্রবল ভাঙন!

এদিন ভোটাভুটি শুরু হতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটপন্থী বিধায়করা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কিন্তু আসল নাটকটি করে বসে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ‘বিদ্রোহী তৃণমূল’ শিবির। তাঁরা একযোগে ওয়াকআউটের সিদ্ধান্ত নিলেও, ঋতব্রতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সভায় থেকে যান ৬ বিদ্রোহী বিধায়ক। বাইরন বিশ্বাস, কাজল শেখ, মোশারফ হোসেন, তৌফিকুর রহমানদের মতো নেতারা ভোটাভুটির ঠিক আগে সোজা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আসনের কাছে গিয়ে নিভৃতে আলোচনাও সারলেন! তাঁরা ভোটদানে বিরত থাকলেও, ওয়াকআউট না করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান কালীঘাটের কুণাল ঘোষ। শুভেন্দুর এই সুচতুর চালেই কি তবে বিদ্রোহী তৃণমূলে বড়সড়ো ভাঙন আসন্ন?

মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ বিগত তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, কোনও সামাজিক সমীক্ষা ছাড়াই স্রেফ তোষণ আর ভোটব্যাংকের স্বার্থেই আগের সরকার এই ওবিসি তালিকা তৈরি করেছিল। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী বলেন, ‘সময় মাত্র ১৩ মিনিট হলেও, এটা ১৪ বছরের তোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস। আগের সেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কালো অধ্যায় আজ শেষ হল।’

২০১২ সালে তৈরি ওবিসি আইনের বৈষম্য মুছতেই এই সংশোধনী এনেছে নতুন সরকার। আগে ওবিসি ‘এ’ ও ‘বি’ ক্যাটিগোরিতে এমনভাবে তালিকা তৈরি হয়েছিল, যেখানে হিন্দুদের বহু জাতিকে বঞ্চিত করে মূলত মুসলমানদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার আইনি ব্যবস্থা ছিল। নতুন বিলে সেই পক্ষপাতদুষ্ট তালিকা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে।

অসম, ওড়িশা মডেলে মিড-ডে মিলের ভবিষ্যৎ

কলকাতা, ২৯ জুন : রাজ্যের স্কুলগুলোতে মিড-ডে মিল বা পিএম পোষণ প্রকল্পের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ার পর থেকেই ডিম নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে জোর তরজা শুরু হয়েছে। ইসকন আগেই স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের মেনুতে ডিমের কোনও জায়গা নেই, পরিবর্তে থাকবে সয়াবিন বা রাজমার মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ পুষ্টিকর নিরামিষ খাবার। খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির এই বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন নজর কাড়ছে ভিন রাজ্যের দুটি সফল উদাহরণ— অসম এবং ওড়িশা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অযথা বিতর্কের পথে না হেঁটে এই দুই রাজ্যের মডেলেই লুকিয়ে থাকতে পারে বাংলার মিড-ডে মিল সমস্যার কার্যকরী সমাধান।

পড়ুয়াদের পুষ্টির স্বার্থে পড়শি রাজ্য অসম এক অভিনব ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২০ সালে প্রথম মিড-ডে মিলে সপ্তাহে একদিন ডিম দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। পরবর্তীতে চা-বাগান এবং চর এলাকার মতো পিছিয়ে পড়া জায়গাগুলোতে পুষ্টির মান বাড়াতে সপ্তাহে তিনদিন পর্যন্ত ডিম দেওয়া শুরু হয়। অসমের রাঁধুনি ও শিক্ষকদের মতে, এই নির্দিষ্ট দিনগুলো পড়ুয়াদের কাছে রীতিমতো উৎসব। অথচ এই একই অসমে কামরূপ ও যোরহাটের মতো জেলার প্রায় ৯২১টি স্কুলে ২০১০ সাল থেকে ইসকন-এর শাখা সংগঠন ‘অক্ষয় পাত্র’ সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার সরবরাহ করে আসছে। অর্থাৎ, পুষ্টির নিরিখে একই রাজ্যে নিরামিষ ও আমিষের সহাবস্থান দিব্যি সম্ভব হয়েছে।

এদিকে ডিম নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক তরজাও অব্যাহত। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ইসকনের খাবারের মান ও পরিচ্ছন্নতার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। তাঁর যুক্তি, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়াই মূল লক্ষ্য, একবেলা স্কুলে নিরামিষ খেলে কারও ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস বা সংস্কৃতি বদলে যায় না। পালটা যুক্তি দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর চাঁচাছোলা বক্তব্য, বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাচ্চারা রাজমা বা সয়াবিন খেতে অভ্যস্ত নয়। এ রাজ্যের প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু শুধু একবেলা পুষ্টিকর খাবারের আশায় স্কুলে আসে, তাই তাদের পাত থেকে ডিম বাদ দেওয়া অনুচিত।

রূপরেখায় ব্যস্ত শিক্ষা দপ্তর

তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, এই অবাঞ্ছিত বিতর্ক এড়াতে এবার ‘ওড়িশা মডেল’ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। ওড়িশাতেও দীর্ঘদিন ধরে ইসকন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে মিড-ডে মিল সরবরাহ করে। কিন্তু পড়ুয়ারা যাতে প্রোটিন থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য ওড়িশা সরকার স্কুলগুলোর পরিচালন সমিতিকে ডিম কেনার জন্য আলাদা করে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। আগামী বুধবারই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা এই মডেল নিয়ে একটি রূপরেখা তৈরি করতে বৈঠকে বসতে চলেছেন। সদ্য পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াপিছু মিড-ডে মিলের বরাদ্দ ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করেছে সরকার। এবার দেখার, ওড়িশা মডেল অনুসরণ করে স্কুলগুলোকে সরাসরি ডিম কেনার আলাদা তহবিল দিয়ে প্রশাসন এই খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির বিতর্কের কত দ্রুত এবং মসৃণ সমাধান বের করে।

মাছ ধরার অনাবিল আনন্দ... পূর্ব ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

দুধ বিক্রেতা থেকে চোপড়ার ত্রাস হয়ে ওঠেন তৃণমূল নেতা

আত্মসমর্পণ জিয়ারুলের

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৯ জুন : অবশেষে আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন চোপড়ার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হামিদুল রহমানের ডানহাত বলে পরিচিত জিয়ারুল হক। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই আত্মগোপন করেছিলেন জিয়ারুল। সোমবার চোপড়ার এই তৃণমূল নেতা ইসলামপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। একসময় সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গোরুর দুধ বিক্রি করতেন যে জিয়ারুল, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর দ্রুত তিনি হামিদুল-ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। একসময়ের এলাকার ত্রাস জিয়ারুলের জেল হেপাজতের খবরে খুশি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধী শিবিরের নেতারা। তবে রাজনৈতিক নেতারা মুখ খুললেও জিয়ারুলের এতটাই দাপট ছিল যে সাধারণ মানুষ এখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না। বিজেপির চোপড়া বিধানসভার কনভেনার মিহির দাস বলছেন, 'তৃণমূলের জমানায় জিয়ারুল এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। জিয়ারুলের নির্দেশেই ২০২৩ সালে আমাকে মারধর করা হয়। আমার চোয়ালে আটটি সেলাই পড়েছিল। সেই ঘটনার ক্ষত এখনও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সেসময় থানায় জানানো হলেও কোনও ফল হয়নি।'

ইসলামপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেছেন, 'জিয়ারুল হকের বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা রয়েছে। মামলার চার্জশিটও জমা পড়েছে। আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি। তাঁর আইনজীবী জামিনের আবেদন করলেও বিচারক তা খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' জিয়ারুলের আইনজীবী স্নেহাশিস দাস বলেছেন, '২০১৮ সালের একটি খুনের মামলা সহ মোট দুটি মামলায় সোমবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন জিয়ারুল।'

জিয়ারুল চোপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পদেও রয়েছেন। ঠিকাদারদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে কাটমানি আদায়, চা বাগান দখল, বিরোধীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীর অনেকেই জানিয়েছেন, ২০১৩ সালে তৃণমূলের নেতা হওয়ার পর তাঁর জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অভিযোগ, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠেন জিয়ারুল।

জিয়ারুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন কংগ্রেস ও সিপিএম নেতারাও। চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের বক্তব্য, 'তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকাকালীন জিয়ারুল সাধারণ মানুষকে সম্মান দিতেন না। এমনকি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদেরও প্রকাশ্যে গালিগালাজ করতেন। এলাকার একাধিক চা বাগান তাঁর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন।'

সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার বলছেন, 'এক সময় জিয়ারুল তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। দলের লোকজনের মাধ্যমে তোলা আদায়, আবাস প্রকল্পের নামে টাকা নেওয়া এবং চা বাগান দখলের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।'

তবে জিয়ারুলের বিরুদ্ধে সব অভিযোগকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন বলে দাবি এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমানের। তিনি বলছেন, 'লক্ষ্মীপুর এলাকার একটি খুনের মামলায় জিয়ারুলকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জড়ানো হয়। ওই মামলায় আজ আত্মসমর্পণ করেছেন।'

চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিয়ারুল হক এদিন আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও পেন্ডিং কেস রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

- বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই আত্মগোপন করেছিলেন জিয়ারুল
- ২০১৮ সালে একটি খুনের মামলা রয়েছে জিয়ারুলের বিরুদ্ধে
- কাটমানি আদায়, চা বাগান দখল, বিরোধীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে হামিদুল-ঘনিষ্ঠ ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

পুরনিগম, মহকুমা পরিষদের ভোট নিয়ে গুঞ্জন

টিকিটের আশায় দৌড়ঝাঁপ পদ্মে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : মেয়াদ শেষের আগেই ভেঙে গিয়েছে শিলিগুড়ির পুর বোর্ড। এখন পুরনিগমের মাথায় প্রশাসক বসেছে। এর মধ্যে আবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিও পদত্যাগ করেছেন। এবার মহকুমা পরিষদের বোর্ডেও প্রশাসক বসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ৬-৭ মাসের মধ্যে কলকাতা পুরনিগমে ভোট হতে পারে বলে বিজেপি নেতৃত্ব ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। সে সময় শিলিগুড়িতেও পুরভোট করা যায় কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা রয়েছে পদ্ম নেতৃত্বের মধ্যে। এর মধ্যে টিকিটের জন্য বিজেপির অন্দরে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, টিকিট পেতে কেউ কেউ কলকাতাতেও ছুটছেন। কলকাতার নেতাদের ধরে যাতে টিকিটের কাছে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন অনেকে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রাজু সাহার কথা, 'প্রার্থীর দৌড়ে অনেকেই আছেন। তবে শেষ পর্যন্ত দল কাকে টিকিট দেবে, বলা যাচ্ছে না।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পদের দাবিদার নিয়ে বিজেপিতে লড়াই জমে উঠেছে বলে খবর। দলের পুরোনো, বর্তমানে রাজ্য কমিটির পদে থাকা এক নেতা মেয়র পদের দাবিদার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তিনি ভোটে লড়তে আগ্রহী, তাঁর নিকটজনের মধ্যে জোরের সঙ্গেই তা বলেছেনও। বিভিন্ন দল ঘুরে বিজেপিতে ঢোকা এক নেতাও মেয়র পদের দাবিদার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছেন। তিনিও দলের নানা স্তরে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পদে থাকায় দল তাঁকে টিকিট দেবে এবং পুরনিগমের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাবে বলে তিনি আশাবাদী। টিকিটের দৌড়ে রয়েছেন বিশিষ্টজনরাও। নানাভাবে তাঁদের অনেকে এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে, টিকিটের দৌড়ে রয়েছেন বিগত পুরভোটে বিজেপির হয়ে লড়াই করা পরাজিত প্রার্থীরাও। যদিও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, 'কারা টিকিটের জন্য দৌড়ঝাঁপ করছেন জানা নেই। কারা টিকিট পাবেন ভোট ঘোষণার আগে বিজেপির কেউই বলতে পারেন না। অনেকের ইচ্ছে থাকতেই পারে।'

ত্রিস্তর মহকুমা পরিষদের ভোটের ক্ষেত্রেও রয়েছে টিকিটের লড়াই। দলের অনেকেই মহকুমা পরিষদের ভোটে টিকিটের দাবিদার হতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন। কেউ কেউ দলের পুরোনো দিনের কর্মী, কেউবা নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কত কেস (অভিযোগ) খেতে হয়েছে, তার হিসেব দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন। কারও মাথার ওপর নেতাদের হাত কতটা রয়েছে, সেই ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করছেন।

তবে দুটি ক্ষেত্রেই দলীয় কোন্দল একটা বড় বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে বলে মনে করছে পদ্ম শিবিরের একটা অংশ। দলের আদি গোষ্ঠীর নেতারা ইতিমধ্যে তাঁদের সক্রিয়তা দেখাতে উঠেপড়ে লেগেছেন। ফলে তাঁরাও যে টিকিট পাওয়ার দৌড়ে কম যাবেন না, তার আঁচ পেতে শুরু করেছেন সক্রিয় গোষ্ঠীর অনেক নেতাই। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক জেলা বিজেপির আদি গোষ্ঠীর এক নেতার বক্তব্য, 'টিকিটের জন্য দৌড় নয়, আমরা দলের কাজ করছি। তাতে যদি নেতৃত্বের মনে হয় টিকিট পাওয়ার যোগ্য, তাহলে দেবে। তবে কোনও অংশে আমরা পিছিয়ে নেই।'

- রাজ্য কমিটির পদে থাকা এক নেতা মেয়র পদের দাবিদার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন বলে খবর
- বিভিন্ন দল ঘুরে বিজেপিতে ঢোকা এক নেতাও মেয়র পদের দাবিদার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছেন
- টিকিটের দৌড়ে রয়েছেন বিগত পুরভোটে বিজেপির হয়ে লড়াই করা পরাজিত প্রার্থীরাও

মান-অভিমান।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিডিওর গাড়ি নিয়ে বিতর্ক

খড়িবাড়ি, ২৯ জুন : খড়িবাড়ির বিডিওর ভাড়ায় নেওয়া গাড়ি ঘিরে বিতর্ক। নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি দপ্তরে ব্যবহারের জন্য বাণিজ্যিক গাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা। অথচ খড়িবাড়ির বিডিও সরকারি কাজের জন্য যে গাড়িটি ব্যবহার করছেন সেটি ব্যক্তিগত নম্বরের। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এবং শিলিগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের (আরটিও) দ্বারস্থ হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপি নেতা তথা খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা শক্তিজয় বাড়ুইয়ের অভিযোগ, 'আইন অনুযায়ী সরকারি দপ্তরে ভাড়ায় কোনও গাড়ি নিতে হলে সেটি অবশ্যই বাণিজ্যিক গাড়ি হতে হবে। যার নম্বর প্লেট হবে হলুদ রংয়ের। কিন্তু খড়িবাড়ির বিডিও সরকারি টাকায় যে গাড়িটি দিনের পর দিন ভাড়ায় ব্যবহার করছেন, তার নম্বর প্লেট সাদা অর্থাৎ সেটি প্রাইভেট গাড়ি।'

তাঁর আরও অভিযোগ, পরিবহণ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গাড়িটির বিমা ও ফিটনেস সার্টিফিকেটের মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। বিডিও বিনা টেন্ডারেই বেআইনিভাবে এই গাড়িটি ভাড়া করেছেন। অবিলম্বে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শক্তিজয়।

যদিও এ নিয়ে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে খড়িবাড়ির বর্তমান বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'পূর্বতন বিডিও টেন্ডারের মাধ্যমেই চুক্তিভিত্তিতে গাড়িটি ভাড়া করেছিলেন। সেই গাড়িটিই এখনও চলছে। গাড়ির সমস্ত কাগজপত্রও ঠিকঠাক রয়েছে।'

আশুতোষ স্মরণ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : শিলিগুড়ি শহরেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী পালন করল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। শিলিগুড়ি কলেজের সামনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে সংগঠনের তরফে মাল্যদানের পাশাপাশি মোমবাতি জ্বালানো হয় সংগঠনের তরফে। এখানকার আবক্ষমূর্তিটি তৈরি করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। যা উল্লেখ করে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'মূর্তি তৈরি করলেও, এই বিশেষ দিনে পুরনিগমের তরফে মহান শিক্ষাবিদকে শ্রদ্ধা না জানানোই খুব বেদনাদায়ক। তবে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমরা সম্মান জ্ঞাপন করেছি।'

অরুণের ইস্তফা গৃহীত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন অরুণ ঘোষ। প্রশাসন সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে সোমবার এনিয়ে শুনানি হয়। তারপরই আইনিভাবে অরুণের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে প্রশাসন। এবার মহকুমা পরিষদের দায়িত্ব কে সামলাবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত আইনের ১৪৩ নম্বর ধারার উপধারা (৫) অনুসারে সভাধিপতি পদত্যাগ করলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পরিষদের সব দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সরাসরি সহকারী সভাধিপতির হাতে চলে যাবে। নতুন সভাধিপতি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সহকারী সভাধিপতিই সমস্ত প্রশাসনিক এবং আর্থিক দায়িত্ব পালন করবেন। মঙ্গলবার সরকারি ছুটি। সেই হিসাবে আগামী বুধবার সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা পরিষদের দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে রোমার কাঁধে কতদিন দায়িত্ব থাকে, সেটাও দেখার। কারণ, পঞ্চায়েত বিধি ১৯৭৫-এর ৫ নম্বর অধ্যায়ের বিধি ৬ অনুযায়ী সভাধিপতি পদ শূন্য হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সমস্ত সদস্যকে নিয়ে বিশেষ সভা ডাকতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে নতুন সভাধিপতি নির্বাচন করতে হবে।

বিজেপির অন্দরে খবর, রোমার হাতে দলের একাংশ মহকুমা পরিষদ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে নারাজ। কারণ, রোমা একদা তৃণমূল নেতা বিধাননগরের কাজল ঘোষ এবং পরে তিনি পদত্যাগী সভাধিপতি অরুণের অনুগামী বলে পরিচিত ছিলেন। এমনকি বিধানসভা ভোটে ফাঁসিদেওয়া আসনে তৃণমূলের হয়ে তিনি প্রার্থীও হতে চেয়েছিলেন। যদিও দল টিকিট দেয়নি। তারপর থেকে দলের প্রতি রোমার ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, রোমা বেশ কিছুদিন থেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। রোমাকে নিতে আপত্তি না থাকার কথা নিয়েও বিজেপির মধ্যে আলোচনা চলছে বলে খবর। কারণ, রোমার বিরুদ্ধে তৃণমূলের অন্য নেতাদের মতো দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তারপরও মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ রোমাকে দায়িত্ব ছাড়তে নারাজ। কারণ, রোমা পদত্যাগ করলে প্রশাসক বোর্ড বসবে পরিষদে। প্রশাসক বোর্ড ঘুরিয়ে বিজেপির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেদিক থেকে পরিষদে অজয়ের কথাই শেষ সিদ্ধান্ত হতে পারে। কিন্তু রোমা দায়িত্ব পেলে ফের তৃণমূলের হাতেই পরিষদের ক্ষমতা যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিজেপির একাংশ। কাজেই তাঁরা চাইছেন না দায়িত্ব হস্তান্তর করাতে।

রাশ কি রেশমির হাতে, জল্পনা

রোমার বক্তব্য, 'কেউ চাপ না দিলে আমি পদত্যাগ করব না। আর আমাকে চাপ দিয়েও কোনও লাভ হবে না। এখনও দায়িত্ব দেয়নি। দেখি কী হয়।'

ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেছেন, 'বিজেপি কাউকে চাপ দেয়নি। কারও ওপর চাপ হলে তিনি সরাসরি পুলিশকে অভিযোগ জানাতে পারেন।'

গুন্ডাদমন বিলকে সমর্থন কাকলি, বিপ্লবের

বাগডোগরা, ২৯ জুন : রাজ্য সরকারের নতুন গুন্ডাদমন বিলকে দরাজ গলায় সমর্থন করলেন এনসিপিআইয়ের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। সোমবার দার্জিলিং যাওয়ার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখানে এই বিল নিয়ে প্রশ্ন করতেই কাকলি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এর আগের সরকারের সময় যেভাবে থ্রেট কালচার চলেছে, বিশেষ করে আরজি করের ঘটনায় যেভাবে অন্যায় হয়েছে, তাতে আমি মনে করি এই ধরনের একটা বিল আসা প্রয়োজন।' কাকলির সঙ্গে পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এদিন দার্জিলিং গিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। বাগডোগরা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের শাসনকালে শাসন বলে কিছুই ছিল না। ভাইপোর শাসন চলত। আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ও তাঁর মন্ত্রীসভাকে ধন্যবাদ জানাই যে এত দ্রুত তিনি এই বিল নিয়ে এসেছেন।'

চরতোর্ষায় বিচ্ছিন্ন ডাইভারশন

ফালাকাটা, ২৯ জুন : রবিবার ছুটির দিন থাকায় রক্ষা মিলেছিল। কিন্তু রাতের ভারী বর্ষণে সোমবার ঘুম থেকে উঠতেই কার্যত নরকযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করলেন ফালাকাটাবাসী। ফের জলের তলায় ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশন। শুধু জলমগ্ন হওয়াই নয়, ডাইভারশনের পশ্চিম দিকের সংযোগকারী রাস্তা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে এদিন সকাল থেকে চরম বিপাকে পড়েছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ চাকরিজীবীরা। সড়ক কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতায় বছরের পর বছর কেন চরতোর্ষা নদীতে তৎপরতার সঙ্গে অন্তত একটি পাকা সেতু তৈরি করা গেল না তা নিয়ে এখন ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা এলাকা।

এদিন সকাল থেকেই দোলং ডাইভারশনের ওপর দিয়েও জল বইতে শুরু করে। সোনাপুরের কাছে সাহেবপোঁতায় আরও একটি ডাইভারশন ভেঙে যায়। ফলে ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সমস্ত রকম যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। তবে দোলংয়ে অন্তত একটি কাঠের সেতু থাকায় মানুষ কোনওরকমে যাতায়াত করতে পারছেন। সাহেবপোঁতাতেও বিকল্প গ্রামীণ রাস্তা রয়েছে এবং দুপুর থেকেই সেখানে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু চরতোর্ষার ক্ষেত্রে কোনও বিকল্প পথ না থাকায় দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। জলস্তর এতটাই বেশি যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সেখানে হাতই দিতে পারছে না।

এদিন সকাল থেকেই মর্নিং স্কুলের পড়ুয়ারা ডাইভারশন ভাঙা থাকায় ও গণপরিবহণ বন্ধ থাকায় স্কুলে যেতে পারেনি। ফালাকাটার শিবনাথপুরের বাসিন্দা তথা পারপাতলাখাওয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক পার্থ অধিকারী বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির জন্য এই ভোগান্তি। এত বছরেও এখানে একটি পাকা সেতুর কাজ সম্পন্ন হল না। এদিন বাধ্য হয়ে বাইক নিয়ে এসেও বাড়ি ফিরে যেতে হল।'

একই অবস্থা স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদেরও। কালীপুর, শিশাগোড়, বংশীধরপুর, রাইচেঙ্গা, পারপাতলাখাওয়ার মতো বিস্তীর্ণ এলাকার পড়ুয়ারা ফালাকাটা শহরের স্কুল, রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন ও শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে যাতায়াত করে। রাস্তা বন্ধ থাকায় অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ঝুঁকি নেননি। এনএইচএআই-এর কনসালট্যান্ট সঞ্জিত হাজরা দায় এড়াতে সাফাই দিয়ে বলেন, 'জল না কমলে কাজ করা যাচ্ছে না। আমরা সবকিছু নিয়েই প্রস্তুত আছি। জলস্তর কমলে চরতোর্ষা ডাইভারশন দু'ঘণ্টার মধ্যে সংস্কার করে দেওয়া হবে।' তবে প্রকৃতির দোহাই দিয়ে সড়ক কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ক্রিয়তা মানতে নারাজ আমজনতা। কেন এতদিনে পাকা সেতু হল না সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

চরতোর্ষা ডাইভারশনের উপর দিয়ে বইছে জল। সোমবার।

কালভার্টে ভোগান্তি

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : সামান্য বৃষ্টি হলেই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রধান রাস্তায় জল জমছে। এর জেরে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার চা শ্রমিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ চরম সমস্যায় পড়েছেন। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভোজনারায়ণ চা বাগানের বাঘাভিটা এলাকায় একটি হিউমপাইপের কালভার্ট ভেঙে পড়ে রয়েছে। আর এই কারণেই ভোগান্তি। সম্প্রতি নতুন করে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর দুর্গা মুর্মুর কাছে কালভার্টটি দ্রুত পুনর্নির্মাণে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন।

বহু বছরের এই ভাঙা কালভার্টের যন্ত্রণা থেকে একাধিক গ্রামের মানুষ চিরতরে মুক্তি চাইছেন। কালভার্টটি ভেঙে থাকায় চা বাগানের কারখানায় যাওয়ার পথে নীচা লাইন, কুচিয়া লাইন, বাঘাভিটা, মঙ্গরু লাইন, গলেয়া লাইন, ঠুটাপাকড়ি ও ফ্যাক্টরি লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এর ফলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ভাঙা ওই রাস্তায় জল জমে থাকায় যাতায়াত করা কার্যত দায় হয়ে পড়েছে। দিনেরবেলা জল পেরিয়ে কোনওরকমে যাতায়াত করতে হলেও, অনেকেই প্রায় ছয় কিলোমিটার ঘুরপথে ঘোষপুকুর সহ বিভিন্ন গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন। চা বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা চরম বিপাকে পড়ছে। পাতা তোলার কাজে যেতে শ্রমিকদের প্রতিদিন বেগ পেতে হচ্ছে। প্রতি বছর বর্ষায় বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরাই নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী সাঁকো তৈরি করে যাতায়াত করেন। এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন।

নীচা লাইনের বাসিন্দা দীপক প্রধান বলেন, 'গ্রামবাসীরা বহুবার প্রশাসন এবং নেতাদের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিধায়ককে ডেকে এনেও সমস্যা দেখানো হয়েছে। এবারে অন্তত কালভার্টটি তৈরি হোক।' আরেক বাসিন্দা অরুণ নাগেশিয়ার কথায়, 'কারখানা ও হাঁসখোয়া যাওয়ার জন্যও এই রাস্তাই ব্যবহার করা হয়। ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোরা, ঘোষপুকুর ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলের মানুষও এই পথেই যাতায়াত করেন। আমরা চাই দ্রুত কালভার্টটি নির্মাণ করা হোক।'

ফাঁসিদেওয়া

ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এর আগে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সমস্যার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আমি নিজে গিয়ে ওই কালভার্টের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছিলাম। সেইমতো ইতিমধ্যেই আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি। দপ্তরের আধিকারিকরা বেশ কিছু জায়গায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁরা ওই গ্রামে গিয়েছিলেন কি না তা খোঁজ নিচ্ছি। কালভার্টের সমস্যা অবশ্যই মেটানো হবে।'

রাস্তাজুড়ে গর্ত, মাটিগাড়ায় পরপর দুর্ঘটনা

শমিদীপ দত্ত

মাটিগাড়া, ২৯ জুন : রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টির জল জমে খানাখন্দে ভর্তি সেই রাস্তা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে টোটো, বাইক। রাস্তার ধারেও খুব একটা জায়গা নেই। ফলে মাঝখান দিয়ে জলে টইটুম্বুর গর্ত পেরিয়েই টোটো নিয়ে যেতে হচ্ছে চালকদের। সেভাবেই টোটো নিয়ে যেতে গিয়ে উলটে পড়েন রণজিৎ দাস। তা দেখে স্থানীয় একটি দোকানের কর্মী মৃণাল দাস ক্ষোভের সুরে বললেন, 'প্রায়দিন টোটো, বাইক উলটে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। আর কবে এই পরিস্থিতির বদল হবে?'

তৃণমূল আমল থেকেই মাটিগাড়ার সঙ্গে শহরের সংযোগকারী অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। মাঝেমধ্যে গর্তগুলো ভরাট করা হলেও রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে মরণফাঁদ হয়ে গিয়েছে পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে খাপরাইলের সংযোগকারী এই রাস্তা। একই ধরনের পরিস্থিতি চতুর্থ মহানন্দা সেতু থেকে খাপরাইলের রাস্তারও।

চতুর্থ মহানন্দা সেতু থেকে খাপরাইলের সংযোগকারী তুম্বাজোতের বেহাল সেতুর মধ্যেও বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় আরও দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে নিস্তার মিলবে, তা জানা নেই তুম্বাজোত, পতিরামজোত থেকে শুরু করে আশপাশের এলাকার মানুষজনের। পতিরামজোতের বাসিন্দা অজয় কেরকেট্টার কথায়, 'শহরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা দুটি মাটিগাড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই রাস্তা দিয়েই রোগীদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। স্কুলের পড়ুয়ারা তো রয়েইছে। তবে সমস্যার সমাধান কবে হবে? পুরোনো সরকার তো এই সমস্যার সমাধান করলই না। নতুন সরকার অন্তত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিক।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সৌরভ চক্রবর্তী ঘোষণা করেছিলেন, ভিশন ২০৪৫-এর আওতায় পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে মাটিগাড়ার ওই রাস্তায় সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি সংস্কারও করা হবে। তবে সৌরভ চক্রবর্তী চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যাওয়ার পর নতুন করে এই রাস্তা নিয়ে আর কিছু ভাবা হয়নি।

চতুর্থ মহানন্দা সেতুর সঙ্গে খাপরাইলের সংযোগকারী রাস্তাটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে সংস্কার করা হবে বলে বিভিন্ন সময় তৎকালীন শাসকদলের নেতাদের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তবে সময়ের সঙ্গে রাস্তা ও রাস্তার মধ্যে থাকা সেতুর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য তৃণমূল পরিচালিত মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কেউই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মানবেন্দ্র সিনহা বলেছেন, 'আমি আজকেই এ ব্যাপারে কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি নিজে দুটো রাস্তার ব্যাপারেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দ্বারস্থ হব। এই সমস্যা সমাধানের মতো প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে নেই। আমরা আশা রাখছি, এই সরকারের আমলে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব।'

এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী প্রাণকৃষ্ণ দাসের কথায়, 'সারা দিনে হাজারেরও বেশি মানুষ এই দুই রাস্তা ধরে যাতায়াত করেন। দুর্ঘটনা নিত্যদিনের সমস্যা। তুম্বাজোত সেতুরও যা পরিস্থিতি, যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।'

বেহাল রাস্তায় তৈরি হয়েছে গর্ত। সোমবার মাটিগাড়ায়।

বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে থানায় মালিকরা

ফের তোলাবাজির চেষ্টা ট্রাক থেকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : ফের বিজেপির বিরুদ্ধে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগে সরব হলেন ট্রাক মালিকরা। সোমবার বিষয়টি নিয়ে থানায় হাজির হন এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তোলা না দেওয়ায় সংগঠনের কর্মীদের হেনস্তা করার পাশাপাশি অফিসের চাবি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে। যদিও পুরো অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। পরে দু'পক্ষকে থানায় ডেকে আলোচনা করে পুলিশ।

পালাবদলের পর আগেও একবার এনজেপি-তে বিজেপির বিরুদ্ধে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। দলের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিপ্রমুখ বিশ্বজিৎ সাহার বিরুদ্ধে ট্রাকচালকদের মূল অভিযোগ। এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নন্দকিশোর কামতি বলেন, 'তৃণমূল আমলে যেভাবে জোর করে তোলা আদায় করা হত, বিজেপির আসার পর কিছু নেতা সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা তোলাবাজির বিরুদ্ধে লাগাতার বিরোধ করে যাচ্ছি। টাকা না দেওয়ায় বিভিন্নভাবে হুঁশিয়ারির মুখে পড়ছি। আমাদের কয়েকজন কর্মীকে মারধর করা হয়েছে।'

যদিও পালটা অ্যাসোসিয়েশনের নাম করে অবৈধভাবে টাকা তোলার অভিযোগ তুলেছেন বিশ্বজিৎ। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলও। তিনি বলেন, 'অ্যাসোসিয়েশনের নাম করে অবৈধভাবে ট্রাক থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। এনজেপি-তে যে ট্রাকগুলি চলছে তার বেশিরভাগের বৈধ কাগজ নেই। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। পুলিশকে সবটা দেখার জন্য বলা হয়েছে।'

এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে ৪০৯টি ট্রাক চলে। রোজ প্রতিটি ট্রাকপিছু মালিকরা অ্যাসোসিয়েশনকে ৫০ টাকা করে দেন বলে জানা গিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দাবি, 'আমরা যে টাকা তুলি তা দিয়ে ট্রাকের মালিক, চালক, খালাসিদের উপকারে বিভিন্ন কাজ করা হয়।' পালটা অরুণ বলেন, 'যদি অ্যাসোসিয়েশনের টাকা তোলার বৈধ অনুমতি থেকে থাকে, তবে তারা প্রশাসনকে দেখিয়ে সেটা করবে। দরকার হলে গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের জন্য কথা বলব।'

বিশ্বজিৎ ছাড়া কার্তিক, রাজকুমার, বাদল ও চন্দন নামে চার বিজেপি নেতার নামে একই

বৈঠকে এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

> তৃণমূল আমলে যেভাবে জোর করে তোলা আদায় করা হত, বিজেপির আসার পর কিছু নেতা সেই চেষ্টা করছে। টাকা না দেওয়ায় হুঁশিয়ারির মুখে পড়ছি।
>
> **নন্দকিশোর কামতি**
> সভাপতি, এনজেপি এফসিআই ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

অভিযোগ। অন্যদিকে, বিশ্বজিৎ আগে নিজেকে ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) এনজেপি-র দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বলেও পরিচয় দিতেন বলে অভিযোগ। যদিও এখন তিনি নিজেকে আর বিএমএস নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন না। বিশ্বজিতের দাবি, 'তোলা চাওয়া হয়নি। বেআইনিভাবে অ্যাসোসিয়েশনের নাম করে ট্রাক মালিকদের থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। তৃণমূলের কায়দায় এনজেপি এলাকায় কোনও টাকা তুলতে দেওয়া হবে না।'

বিএমএসের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আশিস রাহা বলেন, 'বিজেপি জেতার পর কিছু স্বার্থান্বেষী লোক বিএমএস-কে ব্যবহার করতে চাইছেন। এনজেপি-তে এই মুহূর্তে কোনও কমিটি গঠন করা হয়নি। কেউ কোনও কমিটির কথা বলে থাকলে তা সম্পূর্ণ অবৈধ।'

জলসমস্যা সমাধানে বৈঠকে মন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : খাপরাইল মোড় সংলগ্ন রাস্তার দু'ধারে জল জমার সমস্যা সমাধানে সোমবার পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কোথায়, কোথায় জল জমার সমস্যা রয়েছে, সেটা একটা সার্ভে করে ডিপিআর করার জন্য বলেছি। সেইমতো ইঞ্জিনিয়াররা কাজ শুরু করেছেন।' অন্যদিকে, শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত বৃষ্টিতে নির্মলনগর কলোনি সহ সংলগ্ন এলাকার একাধিক জায়গায় জল জমে যায়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। জল জমার জন্য বাসিন্দারা নানা ক্ষতির সম্মুখীনও হয়েছেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিয়ে এলাকাবাসী মহকুমা শাসকের অফিসের দ্বারস্থ হন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রীতি দাস বলেন, 'ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টা নিয়ে আমরা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের কাছেও যাব। এধরনের সমস্যা আর যাতে না তৈরি হয়, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করব।'

বালি পাচারে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : অবৈধভাবে নদী থেকে বালিপাচারের অভিযোগে সোমবার এক ট্র্যাক্টরচালককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মিনার হোসেন। তিনি বিধাননগরের চিতলঘাটা এলাকার ভাতিগছের বাসিন্দা। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন। বিধাননগরের মুরলীগঞ্জে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় বালিবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর আটকে তল্লাশি চালায় পুলিশ। চালক বালি পরিবহণের বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ট্র্যাক্টরটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সোমবার জনগণনা সম্পর্কিত একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়। দার্জিলিংয়ের একটি ভবনে ২৯ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এদিন ৬০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এটি রাজ্য ও জেলা স্তরের মাস্টার ট্রেনারদের তরফে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন এডিএম অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়।

নয়া সম্পাদক

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হলেন কাজল দাস। সোমবার তিনি এই দায়িত্ব নিয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এদিন প্রেস বিবৃতিতে তা জানানো হয়েছে।

পুর কমিশনারের সঙ্গে বচসা ব্যবসায়ীর। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অতিসক্রিয় পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই। শনিবার সেবক রোডের একটি মলে হানা দিয়েছিলেন। সোমবার ওই রোডেরই আরেকটি মলে অভিযান চালালেন তিনি। কমিশনারের উপস্থিতিতে বেআইনি হোর্ডিং খুলতে-ভাঙতে গিয়েছিলেন পুরকর্মীরা। সঙ্গে ছিল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

সেখানেই কমিশনারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন ধীরাজ গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি। বীর বিক্রম ধমকের সুরে জানিয়ে দেন, এখানে কথা বলবেন না তিনি। অফিসে দেখা করতে আসতে হবে এবং তাঁর পিএ'র কাছ থেকে সময় নিতে হবে কথা বলার জন্য।

এই ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ধীরাজের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুরনিগমের সহকারী বাস্তুকার জ্যোতির্ময় রায়। এদিনই পুর কর্তৃপক্ষ ২১টি বেআইনি হোর্ডিংয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভাঙা হবে সেগুলি। যদিও এর তুলনায় বহুগুণ বেশি সংখ্যক অবৈধ হোর্ডিং চোখে পড়বে শিলিগুড়ির মূল রাস্তা থেকে অলিগলিতে ঢুকলে।

অবৈধ হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে পুরনিগমের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলার। তবে তাঁদের দাবি, বেছে বেছে নির্দিষ্ট কিছু নির্মাণ বা সেবক রোডে অভিযান নয়, গোটা শহরেই কালা কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এদিন সকালে প্রথমে সেবক রোডের ওই শপিং মলের সামনে থাকা একটি বিশাল মাপের হোর্ডিং খোলা শুরু হয়। সেসময় মলের একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এসে কমিশনারকে না খোলার আবেদন করেন। হোর্ডিংয়ের নথিপত্র দেখাতে বললে ব্যবসায়ী পারেননি। এরপরই শুরু হয় বাকবিতণ্ডা।

ওই ব্যবসায়ীর দাবি ছিল, দীর্ঘদিন ধরে হোর্ডিং রয়েছে এখানে। দার্জিলিং মোড় সহ শহরের এমন আরও বহু জায়গায় দেখা যায়, তাই সবক'টির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। কমিশনার মেজাজ হারিয়ে তাঁকে বলেন, 'আপনাদের জন্য সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। আগে কোথায় সেটিং করে কী করেছেন, দেখতে যাব না। আমি বেআইনি কাজ হতে দেব না। বেশি কথা বললে আইনানুগ পদক্ষেপ করব।'

বেছে বেছে হানায় বিতর্ক

এমন সময় ধীরাজ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'পুরনিগমের অনুমতি নিয়েই হোর্ডিং বসিয়েছি।' কমিশনার তখন বলেন, 'আপনি আমার থেকে দূরত্ব রেখে কথা বলুন।' আঙুল তুলে কথা বলবেন না। কে আপনি?'

ধীরাজ জানান, তিনি বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্তা। এরপর অভিযোগ তোলেন, 'পুর কর্তৃপক্ষ সব টাকা খেয়েছে। এখন চক্রান্ত করে বেছে বেছে আমাদের হোর্ডিং খুলছে। শহরের চারদিকে তো প্রচুর এমন হোর্ডিং রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।' তখন কমিশনার ধীরাজের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এরপর বিকেলে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

ওই শপিং মলের ভিতরে গিয়ে পুরকর্তারা দেখেন, সিঁড়ির নীচে ঘর বানিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। নির্মাণকারীর নামে নোটিশ জারির নির্দেশ দেন কমিশনার। মলের পাশের বহুতলে থাকা অবৈধ হোর্ডিংও এদিন খুলে ফেলা হয়েছে। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার কংগ্রেসের সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি ভবনে গিয়ে অভিযান করলেই হবে না। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এমন নির্মাণ রয়েছে। আমার ওয়ার্ডের রাসবিহারী সরণিতে একটি অবৈধ কাজ চলছে। রাস্তার ওপরেই বেসমেন্ট তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর সংযোজন, 'বর্তমান কমিশনার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের দায়িত্বেও রয়েছেন। আমাদের দাবি, বিধান রোডের রেলের সিট বুকিংয়ের উলটোদিকে দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা নির্মাণ ভাঙা নিয়েও দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক।'

২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন বাম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর কথায়, 'কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা বিশেষভাবে ব্যবসায়ীকে দেখে অভিযানে নামলে হবে না। সেবক রোডের মতো পুরো শহরে এমন নির্মাণ, হোর্ডিং ছড়ানো-ছিটানো। নিরপেক্ষভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

হাসপাতালে তরুণী, ধৃত স্বামী ও শ্বশুর

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : বেশ কয়েকদিন ধরেই ছোটখাটো বিষয় নিয়েও মেয়ের ওপর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার বাড়ছিল। ওই তরুণী ফোনে সে কথা বাপের বাড়িতে জানাতেন। মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে শনিবার রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয়। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও খবর দেওয়া হয়। এই খবর পেয়েই ওই তরুণীর মা রবিবার তড়িঘড়ি দিনাতা থেকে শিলিগুড়িতে আসেন।

হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁরা জানতে পারেন, মেয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তাঁর কথা বলার মতো কোনও পরিস্থিতি নেই। এরপরই তরুণীর মা ভক্তিনগর থানায় শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ রবিবার রাতেই ওই তরুণীর স্বামী আদিত্যচন্দ্র রায় এবং শ্বশুর ক্ষিতীশচন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় জড়িত ওই তরুণীর শাশুড়ি ও ভাশুরের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর তিনেক আগে ভক্তিনগর থানা এলাকার রায় কলোনির বাসিন্দা আদিত্যের সঙ্গে ওই তরুণীর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। তরুণীর মায়ের অভিযোগ, 'শ্বশুরবাড়ির লোকজন অনেকদিন ধরেই মেয়ের ওপর অত্যাচার চালাত। মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে শনিবার রাতে ওর স্বামী ফোন করে জানায়। এরপরেই তড়িঘড়ি এসে মেডিকেল কলেজে গিয়ে মেয়েকে ওই পরিস্থিতিতে দেখতে পাই।'

এদিকে, শনিবার রাতে ওই তরুণী আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও পুরো বিষয়টি শ্বশুরবাড়ির তরফে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হল না কেন বলে তদন্তকারীদের প্রশ্ন। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পর ওই তরুণীর গলায় থাকা আঘাতের দাগ নিয়েও তাঁদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। পুলিশের আশঙ্কা, দাগটি গলা টিপে ধরারও হতে পারে। পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ওই তরুণীর এমআরআই করা হচ্ছে। তবে ওই তরুণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকায় তদন্তকারীরা তাঁর জবানবন্দি নিতে পারেননি।

দেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২৯ জুন : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম শংকর শা (২৯)। তিনি খড়িবাড়ি এলাকার বড় দিলসারামজোতের বাসিন্দা। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে। রবিবার সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শংকর। এরপর পরিবারের সদস্যরা মোবাইলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সাড়া মেলেনি। সোমবার বাতাসি শিমুলতলা এলাকায় রেললাইনের ধারে শংকরের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কর্মশালা

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : ফাঁসিদেওয়ার মহিপাল আইসিডিএস সেন্টারে সোমবার মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সংহতি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। ওই কর্মশালায় মহিপাল গ্রামের ৪১ জন বাসিন্দা সহ আইসিডিএস কর্মী দময়ন্তী রায় মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিপাল, বন্দরগছ, ধামনাগছ, কান্তিভিটা ও লিচুটারি এই পাঁচটি গ্রামে আগামী তিন বছর মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক শান্তি রক্ষার্থে ধারাবাহিক কাজ করা হবে।

উদয়ন মামলার শুনানি আজ

দিনহাটা, ২৯ জুন : মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে জটিলতা, যার জেরে উদয়ন গুহর মামলার শুনানিই হল না সোমবার। গত ২৪ জুন উদয়নকে আদালতে তোলা হলে তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিচারক পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সোমবার সেই হেপাজত শেষ হওয়ায় তাঁকে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরসভার হাউজিং ফর আল প্রকল্পে দুর্নীতির পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতির মামলাও জোড়া হয়। এদিন সেই মামলায় তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার শুনানি ছিল। কিন্তু মেডিকেল রিপোর্ট না থাকায় শুনানি হয়নি। মঙ্গলবার ফের শুনানি হবে। তবে মেডিকেল রিপোর্ট আদতে কোন হাসপাতাল দেবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জটিলতা।

উদয়ন গুহ পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন কোর্টের নির্দেশ মেনে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা থানায় গিয়ে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু গত পাঁচদিন ধরে তিনি কোচবিহার জেলে রয়েছেন। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, সেক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে রিপোর্ট যাবে না। অপরদিকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ সৌরদীপ রায় জানান, তিনি ছুটিতে আছেন। তাই এবিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না। ফলে আগামীকাল শুনানির জন্য উদয়নের মেডিকেল রিপোর্ট কারা দেবে, সেনিয়ে সংশয় থাকছে। আদৌ শুনানি হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে।

সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানান, শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডে উদয়নের পুলিশি হেপাজত নিয়ে সোমবার শুনানি ছিল। কিন্তু মেডিকেল রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা না হওয়ায় বিচারক আগামীকাল ফের শুনানির দিন ধার্য করেছেন। পাশাপাশি মঙ্গলবারের মধ্যে বিচারক মেডিকেল রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুরসভার বাসিন্দা গোপাল সাহার অভিযোগের ভিত্তিতে আবাস দুর্নীতি কাণ্ডে গত ১১ জুন কলকাতার আবাসন থেকে দিনহাটা থানার বিশেষ টিম প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটায় নিয়ে আসে। তাঁকে আদালতে তোলা হলে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। উদয়নকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। উদয়নকে বাঁচাতে শেষপর্যন্ত হেলমেট পরানো হয়। আবাস দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্তকারীরা পুরসভার একাধিক কর্মী ও ঠিকাদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক

তথ্য হাতে পেয়েছেন। আবাস দুর্নীতি কাণ্ডের সঙ্গে পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি এবং শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডের মামলাও যুক্ত হয়েছে। শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে উদয়নের ডানহাত বিশু ধর পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। উদয়নকে এদিন সকাল এগারোটায় জিপে কোর্টে আনা হয়। সেখান থেকে দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের প্রিজন ভ্যান থেকে উদয়ন নামতেই কোর্ট চত্বরে থাকা কয়েকজন চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। উদয়নকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর এদিন দেননি তিনি।

এসএফআই কর্মীদের মার এবিভিপি-র

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : এসএফআই কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ ঘিরে সোমবার ফের শিলিগুড়ি কলেজে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগের তির এবিভিপি-র বিরুদ্ধে। যদিও তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিন কলেজে ভর্তির জন্য পড়ুয়াদের ভেরিফিকেশন চলছিল। সেখানে এবিভিপি-র পাশাপাশি এসএফআই-এর তরফেও হেল্পডেস্ক খোলা হয়। কলেজে ভর্তি হতে আসা পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এসএফআই কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময় তাঁদের মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ দিয়ে অনিকেত দে নামে এক এসএফআই কর্মীকে মারা হয়। যদিও বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলেন, 'কোনও মারামারির ঘটনা হয়নি। কলেজকে সারাক্ষণ অশান্ত করার চেষ্টা করা ঠিক নয়।' এসএফআই-এর তরফে মারধরের ভিডিও অধ্যক্ষের কাছে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

অনিকেত বলেন, 'আমরা কারও সঙ্গে মারামারিতে জড়াইনি। নতুন ছাত্রদের সহযোগিতার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে এবিভিপি-র সদস্যরা আমাদের ওপর হামলা চালায়।' পালটা এবিভিপি-র তরফে সৌগত দাস বলেন, 'পড়ুয়ারা এসএফআই-কে গ্রহণ করছে না। সেই কারণে নাটক করে এসএফআই প্রচারের আলোয় আসতে চাইছে। কাউকে মারধর করা হয়নি। সবটাই মিথ্যা অভিযোগ।'

স্কুলে জলসংকট, বেহাল শৌচাগার

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৯ জুন : ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আদলগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে স্কুলের শৌচাগারটি দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গল এবং আবর্জনায় ভরে। বর্তমানে পাশের একটি বাড়ির জলের ওপর নির্ভর করেই স্কুলের দৈনন্দিন কাজকর্ম কোনওমতে চলছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সমস্যার বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো সত্ত্বেও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপ ঠাকুর বলেন, 'স্কুলের সমস্যা নিয়ে দু'বার গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এখনও সুরাহা মেলেনি। বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা পাশের বাড়ি থেকে জল নিচ্ছে। এছাড়াও ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শৌচক্রিয়ার জন্য পাশের বাড়িতে যেতে হয়। স্কুলে শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহারের উপযোগী নয়।' রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজওয়ানা খাতুন বললেন, 'সমস্যার বিষয়টি জানা নেই। এমন কোনও সমস্যা থাকলে তা মেটানো হবে।'

প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার স্কুলটিতে বর্তমানে প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন ব্যবস্থা রয়েছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বহুদিন আগে পড়ুয়া এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সুবিধার্থে দুটি টিউবওয়েল, জলের ট্যাংক এবং মোটর বসানো হয়েছিল। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সবক'টি সরঞ্জাম এখন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। যার ফলে স্কুলের মিড-ডে মিলের রান্না থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পানীয় জলের জন্য স্কুলের পাশের একটি বাড়ির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহারের জন্য একটি টিউবওয়েল মেরামত করা হয়েছিল এবং শৌচাগারটি ব্যবহারযোগ্য করা হয়। কিন্তু ভোটপর্ব শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই টিউবওয়েল এবং শৌচাগারটি ফের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

কল আছে, জল নেই আদলগছ প্রাথমিক স্কুলে।

তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রের অভিভাবক কানাই সরকার বলেন, 'বহুদিন ধরেই স্কুলে পানীয় জল এবং শৌচাগারের সমস্যা রয়েছে। পাশের বাড়ির জল এবং শৌচাগার ব্যবহার করেই পড়ুয়ারা কাজ চালাচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সুরিয়া বর্মনের অভিযোগ, পঞ্চায়েতে গিয়ে এই সমস্যার কথা বললে আধিকারিকরা প্রধান শিক্ষককে নিজের টাকা খরচ করে কাজ করতে বলেন। পরে সেই টাকা পঞ্চায়েত থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ২০১৫ সালে স্কুলের শৌচাগারের হাল ফেরাতে প্রধান শিক্ষক নিজের তহবিল থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। সেই বকেয়া অর্থ আজও পঞ্চায়েত থেকে ফেরত দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ।

পাবে ব্রুয়ারি বন্ধের নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সেবক রোডের একটি পাবের অবৈধ ব্রুয়ারি বা বিয়ার তৈরির কারখানা বন্ধ করার নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই এই নির্দেশ দিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার পুর কমিশনারের উপস্থিতিতে সেবক রোডের একটি শপিং মলের ওই পাবে অভিযান চালায় পুরনিগম। পাবে ব্রুয়ারি দেখে তিনি কার্যত অবাক হয়েছিলেন। পুর আধিকারিকরা। কীভাবে একটি পাবের অন্দরে বিয়ার তৈরির কারখানা চলছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। মালিকপক্ষ দাবি করেছিল, আবগারি দপ্তর সহ অন্য সমস্ত অনুমতি নিয়েই বিয়ার কারখানা চলছে। পুর কমিশনার এদিন বিয়ার কারখানা বন্ধ করার যে নির্দেশিকা দিয়েছেন সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, একটি শপিং মলের ভিতরে কারখানা তৈরির কোনও অনুমতি দেওয়া যায় না। এর জন্য পুরনিগমের কোনও অনুমতি বা ট্রেড লাইসেন্সও নেওয়া হয়নি। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট ২০০৬-এর ২৭২ ধারা লঙ্ঘন করায় ওই কারখানা অবিলম্বে বন্ধ করে বিয়ার তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জলাজমি ভরাটে অভিযুক্ত পদ্মের পঞ্চায়েত সদস্য

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সরকারি জলাভূমি বালি দিয়ে ভরাট করার অভিযোগ উঠল বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিজেপির ওই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে স্থানীয় ক্লাবের সদস্য ও এলাকার বাসিন্দারা প্রবল বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শান্তিপাড়া এলাকায় এনিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগের তির শান্তিপাড়ার ৯৯ পার্টের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দীপালি রায়ের বিরুদ্ধে। তিনি যে জায়গাটি বালি ফেলে ভরাট করছেন সে কথা দীপালি স্বীকার করেও নিয়েছেন। জলাভূমি ভরাটের বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে স্থানীয় ক্লাবের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শান্তিপাড়ার রাধাগোবিন্দ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি বাড়ির মাঝখানে জলাভূমিটি রয়েছে। অভিযোগ, গত এক সপ্তাহ ধরে ডাম্পারে করে বালি নিয়ে এসে সেই জমিটি ভরাট করার কাজ শুরু হয়। জলাভূমি ভরাট করায়, সেটির জল উপচে আশপাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ায় বাসিন্দাদের সমস্যা শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কারা জলাভূমি ভরাট করছে তা জানতে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা দীপালির সঙ্গে যান। দীপালি জানিয়ে দেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। এমন পরিস্থিতি এদিন দেখা যায়, ভরাট করা জমির ওপর মন্দির কমিটির ব্যানার লাগানো। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সরকারি জমি মন্দিরের নামে দখল করা হচ্ছে। কিন্তু মন্দির কমিটি কোনও ব্যানার লাগায়নি বলে জানিয়ে দেন সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বিমল সরকার। তিনি বলেন, 'মন্দির কমিটির তরফে জলাভূমি ভরাট করার জন্য বালি ফেলা হয়নি। মন্দিরের নাম করে এখানে বালি ফেলে জায়গাটি দখলের চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন দীপালি রায়। সোমবার।

এদিন বাসিন্দারা দীপালি রায়কে ডাকেন। তিনি ঘটনাস্থলে এসে প্রথমে দাবি করেন, পঞ্চায়েত বালি ফেলছে। পরক্ষণেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে তিনি বলেন, 'রাস্তা করার জন্য আমি বালি ফেলছি।' তারপরই তিনি দাবি করেন, 'এলাকার নালা পরিষ্কার করার পর মাটি উঠছে, সেটা ফেলছি।' প্রবল হইচইয়ের মধ্যে পঞ্চায়েত সদস্যা আবার বলেন, 'বালি ফেলেছি। এই জায়গায় রাস্তা বানাব। কিন্তু গ্রামবাসীরা চাইলে এখানে মন্দিরের একটি শাখা তৈরি করব। চাইলে ক্লাব হতে পারে।'

দফায় দফায় বক্তব্য পরিবর্তনে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। দেখা যায়, এলাকার রাস্তার ওপর বালির স্তূপ থাকায় যাতায়াত পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক প্রভাস মণ্ডল বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার নেতৃত্বে জলাভূমি ভরাট করার কাজ চলছে। এখানে যখন প্রথম বালি ফেলা হয়েছিল, সেই সময় আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু কারা বালি ফেলছে সেটা তাঁর জানা নেই বলে সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন।' মন্দির কমিটিও কিছু জানত না। কিন্তু আজ পঞ্চায়েত সদস্য বলছেন তিনি জলাভূমি ভরাট করছেন।'

এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা বালি ভরাটের কাজ বন্ধ করে দেন। তাঁদের দাবি, জলাভূমি থেকে যাতে বালি তুলে ফেলা হয়, সেই দাবিও ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দিরাকুল দত্ত বলেন, 'অন্তত ৫৪ বছর ধরে এই জলাভূমি দেখছি। মন্দির কমিটি এখানে বালি ফেলেনি। জায়গাটি দখল করার চক্রান্ত করা হয়েছে। বালি ফেলে জলাভূমির জায়গায় প্লট বানানোর ছক রয়েছে। কিন্তু আমরা এই জায়গা দখল হতে দেব না।' কমল বসাক নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'বালি কিনে এনে এখানে ভরাট করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যা বালি না সরালে আমরা নিজেরাই বালি সরানোর কাজে হাত দেব।' চাপে পড়ে বালি সরিয়ে ফেলা হবে বলে দীপালি জানান।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩

শিক্ষককুলে বৈষম্য

ঠিকই তো বলেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। কত ধরনের যে শিক্ষক! যার কোনও প্যাটার্ন নেই! স্বপন দাশগুপ্তের অভিযোগ, উচ্চশিক্ষাকে জগাখিচুড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভায় তাঁর ভাষণ শিক্ষকদের মর্যাদাহানিকে তুলে ধরেছে। কীভাবে মর্যাদাহানি? ভাগাভাগির শেষ নেই শিক্ষকদের মধ্যে। স্থায়ী-অস্থায়ী ভেদ তো দীর্ঘদিনের। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ীদের আবার অনেকরকম। কেউ স্টেট এইডেড (স্যাক্ট), কেউ কন্ট্রাকচুয়াল, কেউ বা গেস্ট লেকচারার।

স্কুল শিক্ষকদের ভাগও কিছু কম নয়। স্থায়ী শিক্ষকদের পাশাপাশি পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক বা আংশিক সময়ের। এছাড়াও আছেন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষকরা। সকলেই পড়ান। পেশা এক। শিক্ষাগত যোগ্যতাও প্রায় এক। কিন্তু মর্যাদা আলাদা আলাদা। কোথাও কোথাও পার্শ্বশিক্ষকদের টিচার্স কমনরুমে বসার অধিকার নেই। ছাত্রছাত্রীদের চোখে স্থায়ী শিক্ষক ও অন্যদের মর্যাদা আলাদা আলাদা। বেতনের তো আকাশপাতাল ফারাক। অথচ সকলে সব ক্লাসে পড়ান। পরীক্ষা গ্রহণ করেন। খাতা দেখেন ইত্যাদি একই ধরনের কাজে যুক্ত সবাই।

সম্প্রতি বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্শ্বশিক্ষকদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে। পরে দরবার করায় স্টেট এইডেড কলেজ টিচারদের যৎসামান্য দুই হাজার টাকা বেতন বেড়েছে। কিন্তু বৈষম্য থেকেই গিয়েছে। অর্থমন্ত্রী এই বিভাজন দূর করতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে পরামর্শ দেবেন বলেছেন। সন্দেহ নেই যে, কাজটা অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ করে রাখায় শিক্ষকতায় এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বাংলায়।

দুর্নীতির অভিযোগে জড়িয়ে স্কুল স্তরে শিক্ষক নিয়োগ থমকে গিয়েছে কখনো-কখনো। আবার নিয়োগ করা হলেও মামলা-মোকদ্দমা, আইনি জটে চাকরি খুইয়েছেন অনেক শিক্ষক। তাছাড়া সরকারি অর্থকোষে সংকটের কারণে স্থায়ী শিক্ষকের বদলে অস্থায়ী, পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ যেন নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয়ে আছে যে, কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানোর জন্য একজন স্থায়ী শিক্ষকও নেই। স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে কোনও কোনও স্কুলে বিজ্ঞানের পঠনপাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘ। সংরক্ষিত পদে নিয়োগ আরও কঠিন। নিয়মের বেড়াজালে সেই পদগুলি শূন্য থেকে গিয়েছে। এতরকম অব্যবস্থায় শুধু শিক্ষকরা নন, চরম খেসারত দিতে হয়েছে পড়ুয়াদের। তাদের পাঠক্রম শেষ হয়নি। পড়াশোনা ঠিকমতো হয়নি। অন্যদিকে, বছরের পর বছর শিক্ষকতা করলেও অনেকে ন্যূনতম বেতনে কাজ করে গিয়েছেন। স্থায়ী শিক্ষকদের মাইনের ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

রাজ্য সরকার এই সমস্যার প্রতিকারে এতদিন কোনও পদক্ষেপ করেনি। নতুন সরকার করলে তা নিশ্চয়ই সাধু কাজ হবে। নচেৎ এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা তৈরি করবে। যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষকদের প্রতি সমাজের একাংশে এমনিতেই নানা নেতিবাচক মনোভাব আছে। যেমন, সম্প্রতি ছাত্রকে শাসন করার জন্য মাথাভাঙ্গার একজন হাইস্কুল শিক্ষককে পুলিশ টেনে আদালত পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

বিচারক সেই শিক্ষককে শুধু অভিযোগ থেকে মুক্তিই দেননি। তাঁকে আদালতে টেনে আনার জন্য ক্ষমা চেয়ে শিক্ষকদের প্রতি আচরণের যথাযথ বার্তা দিয়েছেন। রাজ্যে সরকার বদলের পর কোথাও কোথাও শিক্ষকদের গাছে বেঁধে রাখা বা ডিম ছুড়ে হেনস্তা করার নানা ঘটনা খবরের শিরোনামে এসেছে। শিক্ষকরা অন্যায় করলে আইন অনুযায়ী নিশ্চয়ই শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে জনসমক্ষে হয়রানির ফলে শিক্ষকদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার সৃষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণি বিভাগও অমর্যাদার আরেক কারণ। একদিকে বেতনে বঞ্চনা, অন্যদিকে শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা না পাওয়া ভয়ংকররকম সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত যথাযথভাবে সমস্যাটির দিকে আঙুল তুলেছেন। এখন সরকার সমস্যাটির সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ করলে শুধু শিক্ষককুল নয়, গোটা সমাজ উপকৃত হবে। শিক্ষকদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবেরও অবসান ঘটবে।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জনরোষ চরমে

অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার সাধারণ মানুষ, ভারতের সামনে নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ।

চিরঞ্জীব রায়

প্রতিবাদ।। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। -ফাইল চিত্র

বিদ্যুতের লাগামহীন দাম, নিত্যপ্রয়োজনীয় আটার তীব্র সংকট- সব মিলিয়ে বর্তমানে এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর বা পিওকে। প্রশাসনিক ব্যর্থতা, চরম অর্থনৈতিক সংকট এবং পরিকাঠামোর বেহাল দশা সেখানকার জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তার ওপর পাকিস্তানের অভিভাবকত্বের আড়ালে চলা অমানবিক শোষণ, বঞ্চনা এবং স্বশাসনের অধিকার থেকে দীর্ঘস্থায়ী বিচ্যুতি পিওকে-র সাধারণ মানুষের মনে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। ২০২৪ সালের গোড়ায় এই ক্ষোভের আগুন দানা বাঁধলেও, চলতি বছরেই তা চূড়ান্ত বিস্ফোরণের রূপ নেয়। জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র নেতৃত্বে পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে রাওয়ালকোট, মুজফফরাবাদ ও মিরপুরের মতো বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নেমে আসে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আলোচনার পথ বেছে নেয়নি, বরং দমনপীড়নের চেনা পথে হেঁটেছে। জুন মাসের শুরু থেকেই সেনা এবং পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হয় নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিক ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর। ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় নির্বিচার ধরপাকড়। সেনা ও রেঞ্জার্সদের বন্দুক থেকে যথেচ্ছভাবে গুলি চালানো হয় সাধারণ মানুষের ওপর। এই গণ আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। আহত হয়েছেন ২০০ জনেরও বেশি। তবে এই ভয়াবহ রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও পাকিস্তানি প্রশাসন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। উলটে, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এবং বিদ্রোহকে স্তব্ধ করতে জেএএসি-কে একটি 'জঙ্গি সংগঠন' হিসেবে দেগে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকি, তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয়টি হল, প্রতিবাদী মানুষকে শায়েস্তা করতে ওষুধ এবং জ্বালানি সরবরাহের মতো জরুরি পরিষেবাও আটকে দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের এই দমননীতি পিওকে-র মানুষকে দমানোর পরিবর্তে আগুনকে আরও উসকে দিচ্ছে। অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং আলোচনার টেবিলে বসতে হলে ৩৮ দফা দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। এই দাবিপত্রে দীর্ঘদিনের অবহেলিত বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জেএএসি-র প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- করের বোঝা চাপানো বন্ধ করতে হবে এবং স্থানীয় মঙ্গলা ড্যামে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া, গিলগিট-বাল্টিস্তানের আদলে ভরতুকিযুক্ত মূল্যে গম সরবরাহের দাবিও জানানো হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা, সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা এবং ছোট ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার দাবিও তোলা হয়েছে। বেকারত্ব দূর করা এবং এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি সদিচ্ছার অভাবকেও তারা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

আন্দোলন কেবল দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানের রাজনৈতিক হিটলারশাহিতে পিওকে-বাসীর স্বাধীনতাবোধ ও মর্যাদা তলানিতে ঠেকেছে। এর প্রতিবাদে বাসিন্দারা শাহবাজ শরিফ সরকারের ক্রীতদাস হিসেবে পরিচিত ১২ সদস্যের আজাদ জম্মু কাশ্মীর (এজেকে) আইনসভার বিলুপ্তি দাবি করেছেন। আন্দোলনের নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি, মৃতদেহ

আটা এবং বিদ্যুতের লাগামহীন দামে যখন দিশেহারা পিওকে-র আমজনতা, তখনই বারুদের স্তূপে আগুন জ্বালাল জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি। পাকিস্তানের বঞ্চনা, শোষণ আর সেনার চরম দমনপীড়নে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এখন স্বাধীনতার দাবিতে রাজপথে। রাওয়ালকোট থেকে মুজফফরাবাদ, সর্বত্রই আজ প্রতিবাদের জোরালো সুর। এদিকে, এই ভূরাজনৈতিক অস্থিরতাকে ঘিরে ভারতের বিদেশমন্ত্রক সরব হয়েছে পাকিস্তানের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিনের অবহেলিত এই জনপদের ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কী লেখা আছে? শুধুই কি দমননীতি, নাকি পাকিস্তানের বুকে জন্ম নেবে আর এক অস্থির বালোচিস্তান?

পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানের পাশাপাশি সেনা ও পুলিশের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ করার দাবিও উঠেছে। জেএএসি-র অন্যতম প্রধান শর্ত হল, পিওকে থেকে পাক মিলিটারি এবং রেঞ্জার্সদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। তথাকথিত এই জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের, যারা মূলত পাকিস্তানের আজ্ঞাবহ শ্রেণি হিসেবে পরিচিত, তাদের সমস্ত সরকারি ভাতা ও বিশেষ সুবিধা বন্ধ করার দাবিতেও জনমত সোচ্চার হয়েছে।

ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরের এই অংশে প্রশাসনিক দখলদারি বজায় রেখেছে। কিন্তু উন্নয়ন বা জনকল্যাণের বদলে তারা পিওকে-কে বরাবরই দুয়োরানি হিসেবে দেখে এসেছে। এখানকার জলসম্পদ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এমনকি বনজ সম্পদ- সবই পাকিস্তান চেঁচেপুছে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ সেখানকার বাসিন্দাদের সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়ে তারা বরাবরই উদাসীন। আসিফ আলি জারদারির দেশ আজও এই এলাকাকে পূর্ণ প্রাদেশিক মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। উলটে, সবসময় সেখানে সেনা ও গোয়েন্দা নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে।

চিন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডর তৈরির সময়ও স্থানীয়দের স্বার্থকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ নষ্ট করে যে প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে, তার সুফল স্থানীয় শ্রমিক বা ঠিকাদাররা পাননি। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক অপশাসন ও অর্থনৈতিক শোষণই আজকের এই 'আজাদি' আন্দোলনের মূল ভিত্তি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বর্তমানে এতটাই টালমাটাল যে, তারা নতুন করে অশান্তির ক্ষেত্র বাড়াতে চাইবে না। বালোচিস্তান, খাইবার পাখতুনখওয়া এবং সিন্ধপ্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সামলাতেই দেশটি হিমসিম খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বা সেনাপ্রধান আসিম মুনির পিওকে-র অশান্তি আরও বাড়তে দিতে চাইবেন না। সম্ভবত তাঁরা কিছুটা স্বশাসিত মর্যাদা বা উন্নয়নের ললিপপ দেখিয়ে আপাতত পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের মাত্রা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই আন্দোলন থামানো কঠিন।

ভারত সরকার এই পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। পাকিস্তান যে এই এলাকাগুলো বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে, তা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল পুনরায় স্পষ্ট করেছেন। তিনি পিওকে-তে চলা অর্থনৈতিক শোষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সামরিক নিপীড়নের কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে ভারতের সংসদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পিওকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতের কৌশলগত দিক থেকে এই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা অপরিহার্য। তবে চিনের স্বার্থ জড়িত এমন একটি এলাকায় সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের পরিবর্তে ভারত বর্তমানে ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ কলহকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়ে চলাই দিল্লির কৌশল। দিল্লির এই কৌশলের মূল লক্ষ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন ও স্থায়িত্বকে সামনে রেখে পিওকে-বাসীর মধ্যে ভারতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও সংযুক্তির আগ্রহ তৈরি করা।

একথায় বলতে গেলে, পিওকে-তে শান্তির আশা সুদূরপরাহত। পাকিস্তানের চিরন্তন দমনপীড়নের মানসিকতা এবং সাধারণ মানুষের দীর্ঘ পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে এলাকাটিতে অস্থিরতা বজায় থাকবে। যদি দাবি পূরণ না হয় এবং সেনা নিপীড়ন অব্যাহত থাকে, তবে এই প্রতিবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদের রূপ নিতে পারে। পাকিস্তানের বুকে জন্ম নিতে পারে আর একটি বালোচিস্তান।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯১৭

জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি দাদাভাই নওরোজি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৯

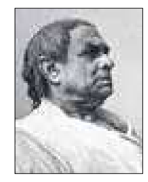

নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

১৫ বছরও ছিল পুলিশ, ছিল মন্ত্রী, ছিল অনেক ষড়যন্ত্রী। হয়েছিলাম সোচ্চার, দিয়েছিলাম কানমোলা। প্রয়োজনে আবারও উঠবে বিপ্লবের সেই নির্ভীক গলা। করি না গো তোমায় এতটুকু ভয়। নেতা যায় নেতা আসে। বলেছিল, আমরা সবাই এককাট্টা। জেতার পর ভো-কাট্টা। দরকার ছিল কি ভাই?

- জিতু কামাল

ভাইরাল/১

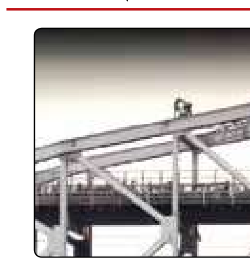

বেনারসে গঙ্গা ব্রিজে নাটকীয় উদ্ধারের ভিডিও। ব্রিজের একদম মাথায় দাঁড়িয়ে এক মহিলা। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার ফন্দি। ঝুঁকি নিয়ে তরতরিয়ে ওপরে ওঠেন এক ব্যক্তি। পেছন থেকে জাপটে ধরেন। মহিলাকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়।

ভাইরাল/২

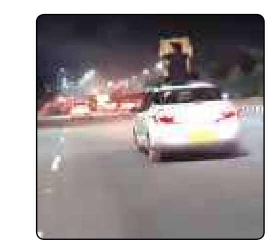

ভিউ-লাইকের চক্করে বিপজ্জনক স্টান্টবাজি। গুরুগ্রামের দিল্লি-জয়পুর হাইওয়েতে এক ব্যক্তিকে ক্যাবের ছাদে বসে থাকতে দেখা গেল। সঙ্গে বিশাল লাগেজ। নেই সেফটি গার্ড। গাড়ি হঠাৎ করে ব্রেক কষলেই নির্ঘাত মৃত্যু। ভাইরাল ভিডিওয় ক্ষোভ।

জনমন জনমত

মেলার নামে হচ্ছেটা কী!

কালের গতিতে মেলার ধরনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক ছোঁয়ায় মেলার নাম হয়েছে 'এক্সপো'। ইসলামপুর শহরে এই এক্সপো নিয়ে নানান অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ জলপরি, যেখানে কিছু তরুণী কুরুচিকর পোশাক পরে কাচের ভিতর শো দেখাচ্ছেন। কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ, সবাই ছুটছেন তা দেখতে। কেউ কেউ তো তাঁদের সঙ্গে সেলফিও তুলছেন। জলপরি নিয়ে খুব হইচই। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের দেশ সুশীল সংস্কারবদ্ধ। এদেশে হলিউড কায়দায় শো মেনে নেওয়া যায় না। আর প্রশাসনও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেনি।

মেলা মানে সবসময়ই সুষ্ঠু পরিবেশ। সবাই সেখানে পরিবার নিয়ে আনন্দ করতে যায়। সপরিবারে মেলায় গিয়ে এমন কোনও বিরূপ পরিস্থিতির মুখে যাতে না পড়তে হয় তা সবসময় কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মেলার স্মৃতি মানুষের মনে চিরকাল থেকে যায়। কিন্তু সেই স্মৃতি যদি কখনও বিরূপ হয়, তবে তার রেশও কিন্তু আমাদের অনেকদিন ভোগায়। আশা করব, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে ঠিকমতো বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় সে জন্য মেলার পরিবেশকে ঠিকঠাক রাখতে কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সব জায়গাতেই উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

মিড-ডে মিল নিয়ে কিছু প্রশ্ন

পশ্চিমবঙ্গে রাজমা চাষ হয় না। ডাল হিসেবে মশুরের প্রচলন বেশি। তাছাড়া মুগ, অড়হর, ছোলা, বিউলি ডালের প্রচলন রয়েছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মানুষের মধ্যে রাজমা চাউলের প্রচলন সর্বাধিক। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ডাল-ভাত বলতে ভাতের সঙ্গে মশুর আর মুগকেই বুঝি। উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীরের (বিশেষ করে জম্মু বিভাগ) পাহাড়ি এলাকায় রাজমার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে রাজমা চাষ হয়।

মনে হচ্ছে, মিড-ডে মিলে এখন থেকে ডিমের সঙ্গে মশুর ডালও বন্ধ। বন্ধ পেঁয়াজ, রসুন। রাজমা আমদানি হবে উত্তর ভারত থেকে। কাজ হারাবেন মিড-ডে মিল কর্মীরা। পাশাপাশি, মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ করে দেওয়া হলে শিশুরা পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে। কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

অমৃতেন্দু চ্যাটার্জি
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

অমানবিকতার ভিড়ে মানবিকতার জয়গান

নেতিবাচক খবরের ভিড়ে আজও বেঁচে রয়েছে সুস্থ ও মানবিক সমাজের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুমন্ত বাগচী

এআই

আমাদের চারপাশের জগৎটা বর্তমানে যেন নেতিবাচক খবরের একটি নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে পরিণত হয়েছে। মা অভাবের তাড়নায় সন্তানকে ত্যাগ করছেন, নাবালক পুত্রের হাতে বাবা খুন হচ্ছেন, আবার রাজনৈতিক দলবদলের হিড়িক বা নৃশংস পরকীয়ার খবর তো নিত্যদিনের ঘটনা। এইসব হাহাকারের মাঝখানেও কখনো-কখনো কোনও খবর বা ঘটনা যেন রাতের ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণকালের জন্য হলেও সবকিছু আলোকিত করে তোলে। এই ছোটখাটো ঘটনাগুলো আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় পৃথিবীটা কেবল নিষ্ঠুরতা দিয়েই তৈরি নয়। অন্ধকার যতই গভীর হোক, মানবিকতার স্ফুলিঙ্গ এখনও পুরোপুরি নিভে যায়নি।

এর একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় নরওয়ের রাজপরিবারের দিকে তাকালে। যুবরানি মেট ম্যারিট দীর্ঘদিন ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত। রাজপরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষের মতোই স্বাস্থ্য পরিষেবার দীর্ঘ অপেক্ষায় বা ওয়েটিং লিস্টে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছেন। তিনি সামান্যতম কোনও বাড়তি সুবিধা পান না, এমনকি তার প্রত্যাশাও করেন না। এটি সামাজিক সাম্যের এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা আমাদের চোখ ঝলসে দেয়। নরওয়ে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, মার্কসবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। তবুও প্রকৃত সাম্যচর্চাকে তাঁরা জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অন্যদিকে, কিম জং উনের উত্তর কোরিয়ার মতো তথাকথিত মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলোর শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে মধ্যযুগীয় অত্যাচারী সম্রাটদের ব্যবস্থার কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেকেই হয়তো ভাববেন এমন সাম্যের উদাহরণ কেবল ইউরোপেই সম্ভব, আমাদের জন্য নয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। অতি সম্প্রতি একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ঘটনাটি বেশ আলোড়ন ফেলেছিল। ছাত্রের অভিযোগ ছিল শিক্ষক তাকে বকাঝকা করেছেন। এর পেছনে ছাত্রটির বিত্তশালী পরিবারের প্ররোচনা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু বিচারক সেই শিক্ষককেই সমর্থন জানিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, শিক্ষক শাসন করেন বলেই তাঁর মতো একজন বিচারক তৈরি হতে পেরেছেন। তিনি ছাত্রের পরিবারকে সর্বসমক্ষে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই শিক্ষকের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীরা তাঁর পাশে দাঁড়ান। অর্থাৎ অভিভাবক শিক্ষককে শাস্তি দিতে এসে উলটে তাঁকে সামাজিকভাবে পুরস্কৃতই করে ফেললেন।

সমাজের এই সততা কেবল বড় জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। সপ্তাহখানেক আগে ফাটাপুকুর-রাজগঞ্জ অঞ্চলের একজন শিক্ষক ভুল করে একটি টোটোয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ প্রায় লাখখানেক টাকা ফেলে চলে গিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্যভাবে সেই টোটোচালক টাকা সহ ব্যাগটি ফেরত দিয়ে সততার পরিচয় দিয়েছেন। এমন উদাহরণ শুধু যে সেই চালকের, তা নয়। সম্প্রতি দেখেছি, কলকাতার এক পথচারী কোনও এক বৃদ্ধের হারিয়ে যাওয়া সঞ্চয়ের থলি উদ্ধার করে থানায় পৌঁছে দিয়েছেন, অথবা এক সবজি বিক্রেতা তাঁর সারাদিনের আয়ের একটি অংশ অনাথ আশ্রমের জন্য দান করে চলেছেন। আমরা তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্ররা সামান্য আর্থিক সুবিধা ব্যাহত হওয়ার ভয়ে কত আপস করি, কত অন্যায় নীরবে সহ্য করি। অথচ একজন খেটেখাওয়া মানুষ বা সাধারণ সবজি বিক্রেতা সমাজে যে দৃষ্টান্ত রাখলেন, তাতে তাঁরা প্রকৃত শিক্ষকের ভূমিকাই পালন করলেন।

সুদূর নরওয়ে থেকে আমাদের দেশ হয়ে একেবারে ঘরের কাছে মানবতার বিদ্যুৎ একইভাবে ঝলসে উঠছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই বিশ্বাসই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের মনে পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই বিখ্যাত কবিতার কথা, যেখানে তিনি লিখেছিলেন—প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে। এই প্রাণের স্পন্দনই আমাদের আগামীর পৃথিবী গড়ার প্রধান শক্তি। নেতিবাচকতার অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হল এই ছোট ছোট মানবিক ঘটনাগুলোকে সম্বল করে এগিয়ে যাওয়া। কারণ দিনশেষে মানুষই মানুষের ভরসা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৮৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। প্ররোচনা দেওয়া বা উত্তেজিত করা ৩। প্রতিবাদে সোচ্চার বা মুখর ৫। পৈতৃক সম্পত্তির ওপর অধিকার ৬। শ্রীঘরে যাওয়া বা সশ্রম কারাদণ্ড ৭। তোষকের খোল তৈরির কাপড় ৯। যে চালাকির ভান করে ১২। ফুলের পরাগ ১৩। মনোমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া।

উপর-নীচ : ১। যাঁর আচরণে নাক উঁচু ভাব থাকে ২। প্রয়োজন অথবা কারণ ৩। নির্বাণ বা ভাব তন্ময়তা ৪। জাহাজ যেখানে নোঙর ফেলে ৫। এই প্রাণীর আর এক নাম ভোঁদড় ৭। দাগ বা চিহ্ন ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। এটি মূলত এক প্রকার দেশি ধান ১০। ঈশ্বরের দূত ১১। নাশপাতির আকৃতির কাঠের খেলনা।

সমাধান ■ ৪৪৮৩

পাশাপাশি : ১। পালকি ৪। পগার ৫। শিবা ৭। সপাটে ৮। তহকিক ৯। হাবাগোবা ১১। বরাক ১৩। ফিট ১৪। বঙ্কুর ১৫। ফিচেল।

উপর-নীচ : ১। পানস ২। কিপটে ৩। মরকত ৬। বার্ণিক ৯। হানাফি ১০। বাঘবন্দি ১১। বরফি ১২। কচাল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাকিস্তানের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে আমল দিচ্ছে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গত সপ্তাহে কলম্বোয় বেসরকারি পর্যায়ে ঘরোয়া বৈঠক হয়েছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন দু'দেশের অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিকরা। ছিলেন না কোনও সরকারি কর্তাব্যক্তি। নয়াদিল্লি ট্র্যাক ২ পর্যায়ের ওই বৈঠককে কোনও আমলই দিচ্ছে না। এর কোনও কূটনৈতিক গুরুত্ব নেই সরকারের কাছে। সোমবার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ইস্যুতে নানা ধরনের বহু আলোচনা বেসরকারি পর্যায়ে হয়। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে তার কোনও গুরুত্ব নেই। পাক সরকারের পক্ষ থেকে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না। কিন্তু ভারত সরকারের বিষয়ে যত দূর বলা যায় তা হল, ওই আলোচনায় সরকারিভাবে অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি ছিলেন না।' শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠক সম্পর্কে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন মহলে। মোদি সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ওই আলোচনায় ভারতের কোনও সম্পর্ক নেই।

আফগান সীমান্তে হত ৩৬

কাবুল, ২৯ জুন : আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের অতর্কিত আকাশপথে হামলায় মৃত্যু হল অন্তত ৩৬ জন সাধারণ নাগরিকের। করাচি হামলার বদলা নিতেই এই অভিযান বলে দাবি ইসলামাবাদের।

রবিবার রাতে পাকতিয়া, পাকতিকা ও কুনার প্রদেশে আকাশপথের পাশাপাশি স্থলপথেও বিধ্বংসী অভিযান চালায় পাক সেনা। পাকতিয়ার চমকানি জেলায় কুখ্যাত 'ডবল ট্যাপ' কৌশল প্রয়োগ করা হয়। প্রথম দফার বোমাবর্ষণের পর স্থানীয় বাসিন্দারা যখন ধ্বংসস্তূপ

জখম ১৬০

থেকে আর্তদের উদ্ধারে পৌঁছোন, তখনই ফের হামলা চালানো হয়, যাতে মৃত্যু হয় বহু মহিলা ও শিশুর। হামলায় গুরুতর জখমের সংখ্যা ১৬০ ছাড়িয়েছে।

আফগানিস্তানের উপমন্ত্রী হায়াতুল্লাহ মোহাজের ফারাহি গর্জে উঠে বলেন, 'এই কাপুরুষোচিত আগ্রাসনের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারারের দাবি, 'সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে ২৯ জন জঙ্গি খতম হয়েছে।' করাচি হামলার নেপথ্যে আফগান যোগের অভিযোগ তুলে এই হানা দুই পড়শি দেশের সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া করল।

বন্দুকবাজের হামলায় মৃত ৫

বার্লিন, ২৯ জুন : উত্তর জার্মানির স্টাড শহরে সোমবার বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ হারালেন অন্তত পাঁচজন। একটি যুবকল্যাণ কেন্দ্রের সামনে অতর্কিত এই গুলিবর্ষণে আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। হামবুর্গের পশ্চিমে প্রায় ৫০ হাজার বাসিন্দার এই শান্ত শহরে ঘটনার পরেই তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। শহরতলি এলাকা ঘিরে ফেলে মূল অভিযুক্ত সহ দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিরাপত্তার খাতিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই এলাকা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। যদিও হামলার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে পুলিশ জানিয়েছে, জনসাধারণের জন্য আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। কড়া বন্দুক আইনের জন্য পরিচিত জার্মানিতে এই আকস্মিক হামলা ফের প্রশ্ন তুলে দিল।

তিস্তা প্রকল্প নিয়ে দিল্লিকে বার্তা চিনের

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ২৯ জুন : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৌশলগত নিরাপত্তার পক্ষে ভীষণ সংবেদনশীল বাংলাদেশের তিস্তা নদী প্রকল্প। ঢাকায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিস্তা প্রকল্পের ভার চিনের হাতে তুলে দিতে মরিয়া বিএনপি সরকার। এই নিয়ে দিল্লি-ঢাকার টানাপোড়েনের মাঝেই এবার মুখ খুলল বেজিং। ভারতের উদ্বেগকে আমল না দিয়েই বাংলাদেশের 'তিস্তা নদী ব্যাপক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প'-এ নিজেদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে চিন। একইসঙ্গে বেজিং সাফ জানিয়েছে, বাংলাদেশ ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা তৃতীয় পক্ষের প্রভাবমুক্ত থাকা উচিত।

সোমবার বেজিংয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেন, 'আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, চিন-বাংলাদেশ সহযোগিতা কোনও তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে নয় এবং এটি যে কোনও তৃতীয় পক্ষের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।' তিস্তা প্রকল্পটিকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটি এমন একটি প্রকল্প যাকে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। চিন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধ্যমতো সব ধরনের সহায়তা করতে তৈরি।' ঘটনাচক্রে এদিনই তিস্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তারেক বলেন, 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কোনও মূল্যে তিস্তা ব্যারেজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে সরকার। প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে এবং দেশি-বিদেশি কারিগরি সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে এই মেগা প্রকল্প।'

শিলিগুড়ি করিডরে নজর চিনের ■ সরব তারেক

> আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, চিন-বাংলাদেশ সহযোগিতা কোনও তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে নয় এবং এটি যে কোনও তৃতীয় পক্ষের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।
>
> **গুও জিয়াকুন**
> চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র

কূটনৈতিক মহলের মতে, চিনের অবস্থান ভারতের জন্য গভীর চিন্তার কারণ। তিস্তা নদী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত কাছাকাছি হওয়ায় এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'শিলিগুড়ি করিডর' (চিকেনস নেক)-এর সংলগ্ন হওয়ায় এই অঞ্চলে চিনের উপস্থিতি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। শিলিগুড়ি করিডর ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে যুক্ত করেছে, ফলে এখানে বেজিংয়ের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাকে দিল্লি স্বাভাবিকভাবেই ভালো চোখে দেখছে না।

গত জানুয়ারিতে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' এবং চিনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান 'পাওয়ার চায়না' তিস্তা প্রকল্প এগিয়ে নিতে মউ স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান জানিয়েছেন, দু-দেশের বিশেষজ্ঞরা এই প্রকল্পের একটি কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালাবেন। সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে চিন সহায়তা দেবে।

সিজেপির অনশন মঞ্চে পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। সোমবার নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে।

অরুণাচলে ১২ জেলায় বন্যা, মৃত ৩

ইটানগর, ২৯ জুন : একটানা মুষলধারা বৃষ্টিতে অরুণাচলপ্রদেশের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। অতিবৃষ্টির জেরে হড়পা বান দেখা দিয়েছে ১২টি জেলায়। বহু জায়গায় ধস নামায় ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি, সেতু ও সড়কপথের। মৃতের সংখ্যা তিন। সোমবার এই আবহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সরাসরি ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুকে। তিনি রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি ও উদ্ধার কাজের সার্বিক খোঁজখবর নেন। তিনি দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

সরকারি সূত্রের খবর, অরুণাচলের নিম্ন দিবং উপত্যকা জেলার ডাম্বুক এলাকায় সিসিরি নদীর দ্বীপে আটকে পড়া চার মৎস্যজীবীকে হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করা হয়েছে। এই জেলাতেই হড়পা বানে ডুবে গিয়েছে একাধিক রাস্তা ও সেতু। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রোইং-আনিনি সড়কপথ। আনজাও জেলার সার্তি গ্রামে হাইওয়ে নির্মাণের কাজে নিয়োজিত একটি মাটি কাটার যন্ত্রের (এক্সকাভেটর) ওপর পাহাড়ের চাঙড় ভেঙে পড়ায় দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে যন্ত্রটি। এক্সকাভেটরটির ভিতরে অপারেটর ছিলেন। তিনি মারা যেতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখানে দুর্গতদের সাহায্যে সব ধরনের কাজ করছে ওয়ালং ও হাওয়াই ফাঁড়ির পুলিশ। অবিরাম বৃষ্টি, ধস, হড়পায় রাস্তাঘাট ধসে যাওয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ হাইঅ্যালার্ট জারি করেছেন পূর্ব সিয়াং জেলায়।

প্রকৃতির মার... *বন্যাবিধ্বস্ত অরুণাচল, ধ্বংসাবশেষের খণ্ডচিত্র। সোমবার।*

খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই-এর শেষকৃত্যে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা এবং বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সৈয়দ আতা হাসনাইন। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। গত সপ্তাহে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্তটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতাকে

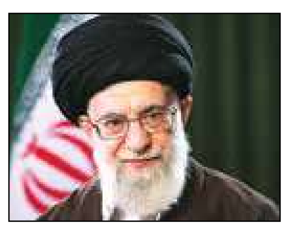

প্রতিফলিত করে। তবে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বনির্ধারিত বিদেশ সফরের কারণে তিনি নিজে না গিয়ে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইরানি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ৪ ও ৫ জুলাই তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লা কমপ্লেক্সে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য প্রয়াত নেতার মরদেহ রাখা হবে। এরপর ৬ জুলাই তেহরানে রাষ্ট্রীয় শোকমিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষ্যে তেহরানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৭ জুলাই কোম শহরে বিশেষ ধর্মীয় আচারের পর ৯ জুলাই খামেনেই-এর জন্মস্থান মাশহাদে তাঁর দেহ কবরস্থ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়।

রাজস্থানকে জল দেবে হরিয়ানা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : যমুনায় জল আনতে যেতে আর বাধা রইল না রাজপুতানিদের! ৩২ বছরের দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে যমুনার জলবণ্টন নিয়ে মিটল হরিয়ানা ও রাজস্থানের বিবাদ। সোমবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক এই চুক্তিতে সই করল দুই পড়শি রাজ্য।

১৯৯৪ সালের 'উচ্চ যমুনা বেসিন চুক্তি' রূপায়ণের পথে প্রধান

যমুনা বিতর্কে দাঁড়ি

বাধা ছিল পরিকাঠামো ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মতপার্থক্য। নতুন এই রফায় স্থির হয়েছে, হরিয়ানার হাথনিকুণ্ড বাঁধ থেকে বর্ষার অতিরিক্ত জল রাজস্থানের খরাপ্রবণ শেখাবাটী অঞ্চলে পাঠানো হবে। এর জন্য ৩৪,১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৯৫.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন তৈরি করা হবে। এই মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে রাজস্থানের চুরু, ঝুনঝুনু ও সীকর জেলার পানীয় জল নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। পাশাপাশি হরিয়ানার ১০টি এলাকাও পরিকাঠামোগতভাবে উপকৃত হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নবাব সিং সাইনি এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। এই সাফল্য নিয়ে ভজনলাল শর্মা বলেন, 'এই চুক্তি আমাদের রাজ্যের জন্য এক নতুন মাইলফলক। তিন দশকের বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা এই বিবাদ মেটাতে কেন্দ্র যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, তা অতুলনীয়।'

প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য 'রাজস্থান-হরিয়ানা যমুনা ওয়াটার প্রোজেক্ট' নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হচ্ছে। হরিয়ানা সরকার ইতিমধ্যেই পাইপলাইনের নকশায় প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অমিত শা'র মধ্যস্থতায় এই জল-রফা দুই রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ও শিল্প উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন আনবে।

ভাষা নীতি
সিবিএসই'র ঘোষণায় স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : সিবিএসই'র ত্রি-ভাষা নীতি নিয়ে তৈরি হওয়া ধোঁয়াশা কাটল। নতুন নির্দেশিকায় দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের এই নীতির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ (সিবিএসই) সোমবার স্পষ্ট করেছে, ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষের সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের দশম শ্রেণিতে পৌঁছোলে তৃতীয় ভাষার কোনও বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে না। পরিবর্তে শুধুমাত্র বিদ্যালয় স্তরে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হবে। তবে ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই নতুন কাঠামোর পূর্ণ আওতাভুক্ত হবে এবং দশম শ্রেণিতে তাদের বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে।

নতুন নীতি অনুযায়ী, পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা পড়তে হবে, যার মধ্যে অন্তত দু'টি হতে হবে ভারতীয় ভাষা। পর্ষদের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'নতুন নীতি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে কার্যকর করা হবে এবং সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না।' বিদেশি ভাষা নিয়ে পড়লে অতিরিক্ত একটি ভারতীয় ভাষা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পর্ষদ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ কমাতে এবং ভাষা শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করতেই এই পদক্ষেপ।

আলোচনায় রাজি আমেরিকা-ইরান

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন : মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী শান্তিচুক্তিতে সই করেছে আমেরিকা ও ইরান। কিন্তু তারপরেও বন্ধ হয়নি হামলা-পালটা হামলা। এবার আক্রমণ বন্ধে রাজি হয়েছে দুই দেশ। যুদ্ধ থামাতে স্থগিত হওয়া আলোচনা ফের শুরু করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার মার্কিন প্রশাসনের এক কর্তা মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে পাঠানো ইমেলবার্তায় বলেছেন, 'আপাতত উভয়পক্ষই আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে এবং হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারবে।'

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় হওয়া এই শান্তিচুক্তির দুর্বলতা সম্প্রতি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বাণিজ্যিক জাহাজে ক্রমাগত হামলার জবাবে ইরানের ১০টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। জবাবে ইরানও কুয়েত ও বাহরিনে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালায়। তবে রবিবার ওয়াশিংটনের তরফে হামলা স্থগিতের কথা ঘোষণা করা হলেও তেহরান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। কাতার এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে পারে বলে গুঞ্জন থাকলেও এর সত্যতা নিশ্চিত করেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েই নতুন করে সংঘাতের সূত্রপাত। ইরান এই প্রণালীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করছে, যা যুদ্ধের আগে তাদের ছিল না। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির হুঁশিয়ারি, 'ইরানের নির্ধারিত রুট বাদে অন্য কোনও পথে জাহাজ চলাচলের চেষ্টা হলে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়বে।' অন্যদিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা মোহাম্মদ

মোখবের সাফ জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকলে ওয়াশিংটনের কোনও 'হেজিমোনিক স্বপ্ন' সফল হবে না।

উত্তেজনার মাঝেই দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লার একটি বিশাল সুড়ঙ্গ ধ্বংস করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। লেবানন এটিকে যুদ্ধবিরতির চরম লঙ্ঘন বললেও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, সুড়ঙ্গটিতে বিপুল অস্ত্র মজুত ছিল। ইরান অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, লেবাননকে বাইরে রেখে মধ্যপ্রাচ্যে কোনও স্থায়ী শান্তিচুক্তি সম্ভব নয়।

শিশুকে ধর্ষণ, খুনে মৃত্যুদণ্ড

মুম্বই, ২৯ জুন : ৩ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ৬৫ বছরের বৃদ্ধকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনাল পুনের দায়রা আদালত। সোমবার বিশেষ বিচারক এস আর সালুংখে এই ঘটনাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' আখ্যা দিয়ে অপরাধী ভীমরাও কাম্বলেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। আদালতের এই দ্রুত রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

চলতি বছরের ১ মে পুনের নাসরাপুর গ্রামের ঘটনা। গরমের ছুটিতে দিদিমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল ওই শিশুকন্যাটি। খাবারের লোভ দেখিয়ে শিশুটির ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে তাকে খুন করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ওই একরত্তির শরীরে ১৮টি গভীর ক্ষতচিহ্ন মেলে। এই ঘটনায় ফুঁসে ওঠে গোটা এলাকা, রাজপথে নামে সাধারণ মানুষ।

জনরোষের মুখে পড়ে দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় কাম্বলেকে। সিসিটিভি ফুটেজ, ফরেনসিক তথ্যপ্রমাণ এবং ৫৫ জন সাক্ষীর বয়ান নিয়ে মাত্র ১৫ দিনের মাথায় ১,২০০ পাতার চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা পাঠানো হয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে। আদালত জানায়, কাম্বলে এর আগেও দুটি অপরাধের মামলা থেকে রেহাই পায়, কিন্তু তার মধ্যে অনুশোচনার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

জি রাম জি পুরোনো কার্ডেই মিলবে কাজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : দেশজুড়ে গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে বড়সড়ো পরিবর্তনের পথে কেন্দ্র। 'মনরেগা' (১০০ দিনের কাজ) প্রকল্পকে ধাপে ধাপে নতুন 'ভিবি-জি রাম জি' প্রকল্পে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গে নতুন প্রকল্পের নোটিফিকেশন জারি করা হবে। নতুন নিয়মে ৩০ জুনের পর মনরেগার সমস্ত কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'ভিবি-জি রাম জি' প্রকল্পের অধীনে চলে যাবে। এতে কর্ম দিবস বেড়ে ১২৫ দিন হচ্ছে। রূপান্তর চলাকালীন পুরোনো জব কার্ডই বৈধ থাকবে এবং ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ না হলেও কোনও শ্রমিক মজুরি থেকে বঞ্চিত হবেন না বলে কেন্দ্র আশ্বস্ত করেছে।

সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের 'রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ' সম্মেলনে যোগ দিয়ে একথা জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও বাংলার

বকেয়া মেটাতে হিসাব চাইল কেন্দ্র

গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, মনরেগা প্রকল্পের বকেয়া টাকা পেতে হলে রাজ্যকে আগে ঠিক 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' (খরচের হিসাব) জমা দিতে হবে। নিয়ম না মানলে বকেয়া টাকা ছাড়া হবে না। তবে গত ছয় মাসের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নতুন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলও রাজ্যে আসতে শুরু করেছে।

টেট ফাঁসের মূলচক্রী বিহারের

মুম্বই, ২৯ জুন : ডাক্তারির প্রবেশিকার প্রশ্ন ফাঁসের পর মহারাষ্ট্র শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (দ্য মহারাষ্ট্র টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট) ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মূল হোতাকে পুলিশ চিহ্নিত করতে পেরেছে। তার নাম বিজেন্দ্র গুপ্তা। সে বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা। কিন্তু তাকে কবজা করতে পারেনি। তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

পাটনা, সমস্তিপুরে ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালিয়েছে থানের জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার পঞ্জাবরাও উগলের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল। অভিযান চলছে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেও। আপাতত টেট পরীক্ষা স্থগিত। পরবর্তী পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে মহারাষ্ট্র স্টেট কাউন্সিল অফ এগজামিনেশন-এর ওয়েবসাইটে। স্থগিত হয়ে যাওয়া পরীক্ষার তারিখ ছিল ২৮ জুন।

পুলিশ জানিয়েছে, টেট ফাঁসের ঘটনায় ধৃত আকাশ, রাজীব ও ধীরাজ কাজ করেছে বিজেন্দ্রর নির্দেশে। বিজেন্দ্র প্রায় ২৫ বছর ধরে চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত। কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

পাসপোর্ট জটে সাংবাদিক

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ জুন : মেয়ের বিয়েতেও যেতে পারলেন না প্রবীণ সাংবাদিক আর রাজাগোপাল। ভোটার তালিকা সংশোধনের চক্করে পড়ে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর প্রাক্তন সম্পাদকের অহেতুক হেনস্তার সুরাহা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জরুরি চিঠি পাঠালেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন।

রাজাগোপাল তিন দশকের বেশি সময় ধরে কলকাতার বাসিন্দা। অভিযোগ, গত মার্চে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম হঠাৎই বাদ দেওয়া হয়। এর জেরে কলকাতা পুলিশ তাঁর পাসপোর্টের আবেদনে 'অ্যাডভার্স' বা নেতিবাচক রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এই পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা করে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, 'বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজাগোপালের পাসপোর্ট আটকে থাকার বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি বিষয়টি নিরপেক্ষতার সঙ্গে খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করা হবে।'

শুভেন্দুকে চিঠি সতীশনের

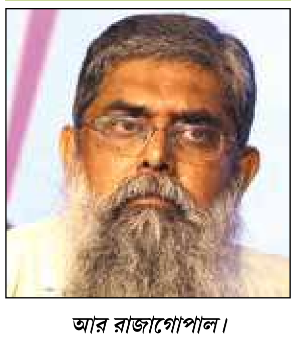

আর রাজাগোপাল।

পাসপোর্ট না থাকায় গত এপ্রিলে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজের মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে পারেননি রাজাগোপাল। এসআইআর-এর পর নতুন ভোটার তালিকায় প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের নাম কাটা গিয়েছে। এই সামগ্রিক ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছেন কেরলের বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়ন। অন্যদিকে, এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া আমলাতান্ত্রিক এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে রাজাগোপালের পাশে দাঁড়িয়েছে।

চিঠিতে সতীশন মনে করিয়ে দেন, রাজাগোপালের বাবা অধ্যাপক ভি রামদাস প্রথিতযশা ও সম্মানিত গান্ধিবাদী সমাজসেবী ছিলেন। নাগরিকত্বের এই আমলাতান্ত্রিক সংকটে ক্ষুব্ধ রাজাগোপালের মন্তব্য, 'নিজেকে এখন ভোটাধিকারহীন ও পাসপোর্টহীন বেনাগরিক বিদেশি মনে হচ্ছে।'

রাম মন্দিরের প্রণামি চোরেদের হয়ে সওয়াল করলে জরিমানা

জরুরি শুনানিতে সায় নেই সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ২৯ জুন : অযোধ্যায় রাম মন্দিরের দান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে যখন তোলপাড় দেশ, তখন সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করল দেশের শীর্ষ আদালত। এখনই জরুরি শুনানির প্রয়োজন নেই বলে সাফ জানিয়ে দিলেন বিচারপতিরা।

সোমবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি শীল নাগুর অবকাশকালীন বেঞ্চ আবেদনকারীদের সওয়াল শুনে স্পষ্ট ভাষায় জানায়, 'মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়েনি। কীসের এত তাড়া?' আদালত জানিয়ে দিয়েছে, গরমের ছুটির পর জুলাইয়ের মাঝামাঝি বিষয়টি নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে। আবেদনকারী আইনজীবীদের দাবি ছিল, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট'-এর তদন্তে সাধারণ মানুষের আস্থা নেই এবং এই বিলম্বের ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গেই একের পর এক

বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। সরকারি তদন্ত বা এফআইআর হওয়ার আগেই ট্রাস্টের কর্তারা গোপনে মূল অভিযুক্ত অনুকূল মিশ্রর বাড়ি থেকে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিলেন। নৈতিক দায় স্বীকার করে ইতিমধ্যে ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্টি অনিল মিশ্র ইস্তফা দিয়েছেন। এমনকি রাম মন্দিরে যাতায়াত করা সাধারণ ভক্তদের সংখ্যাও প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে বলে খবর।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কড়া মনোভাবে ইতিমধ্যে সংঘ পরিবার ও বিজেপি শিবিরের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'কাউকে রেয়াত করা হবে না।' অন্যদিকে, অভিযুক্ত অনুকূলের জীবনযাত্রার হঠাৎ বদল দেখে চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের। সাধারণ ব্যাংককর্মী থেকে বিলাসবহুল বাড়ি, ফার্ম হাউস ও দামি এসইউভি গাড়ির মালিক হয়ে ওঠা অনুকূলই এই দুর্নীতির মূল পান্ডা বলে মনে করা হচ্ছে।

ফৈজাবাদ বার অ্যাসোসিয়েশন জানিয়ে দিয়েছে, কোনও আইনজীবী অভিযুক্তদের হয়ে লড়লে তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। সব মিলিয়ে রামের নামে আসা অর্থে থাবা বসানোর এই ঘটনায় যোগী সরকার সহ গোটা বিজেপি শিবির এখন চরম বিড়ম্বনায়।

পৃথিবীর পাঠশালা

পাথরের মতো দেখতে

দক্ষিণ আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চলে লিথপস নামের এক ধরনের ছোট গাছ পাওয়া যায়, যাদের বাইরে থেকে দেখলে একদম সাধারণ নুড়ি পাথরের মতো মনে হয়। শিকারি প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতেই বিবর্তনের ফলে এরা এমন পাথরের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এদের কাণ্ড মাটির নীচে থাকে, শুধু পাথরের মতো দেখতে দুটো রসালো পাতা মাটির ওপরে থাকে। বছরে একবার এই পাথরের মতো পাতার মাঝখান থেকে সুন্দর ফুল ফোটে। প্রকৃতির এই নিখুঁত ছদ্মবেশ সত্যিই অবাক করার মতো।

মরুভূমির অদ্ভুত প্রাচীন গাছ

নামিবিয়ার মরুভূমিতে ওয়েলউইটসিয়া নামের এক অদ্ভুত গাছ পাওয়া যায়। এই গাছের সারা জীবনে মাত্র দুটি পাতা গজায়। সেই পাতা দুটিই বছরের পর বছর ধরে বাড়তে থাকে এবং ছিঁড়ে গিয়ে ফিতের মতো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। চরম শুষ্ক মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জন্য এরা কুয়াশা থেকে জল শুষে নেয়। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, এই গাছগুলো হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকতে পারে। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে টিকে থাকার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে এক বিশাল কৌতূহলের বিষয়।

জম্বি শামুকের ভয়ংকর জীবন

প্রকৃতিতে লিউকোক্লোলিডিয়াম নামের এক প্রকার পরজীবী কীট আছে, যা শামুকের শরীরে বাসা বাঁধে। এই পরজীবীটি শামুকের মস্তিষ্কের দখল নিয়ে নেয় এবং শামুকটিকে দিনের আলোয় খোলা জায়গায় যেতে বাধ্য করে। এরপর এটি শামুকের চোখের শুঁড়ে ঢুকে গিয়ে লাল-সবুজ রঙের স্পন্দিত পোকার মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে। পাখিরা দূর থেকে একে সুস্বাদু শুঁয়োপোকা ভেবে খেয়ে নেয়। এরপর পাখির পেটের ভেতরে ওই পরজীবী বংশবৃদ্ধি করে এবং মলের মাধ্যমে আবার নতুন শামুকের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

আত্মঘাতী বোমারু পিঁপড়ে

বোর্নিওর জঙ্গলে এক প্রজাতির পিঁপড়ে পাওয়া যায়, যারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের কলোনি বাঁচাতে আত্মঘাতী বোমারুর মতো কাজ করে। এদের শরীরে এক ধরনের বিষাক্ত এবং আঠালো তরল জমা থাকে। বড় কোনও শত্রু আক্রমণ করলে এরা নিজেদের শরীরের পেশি এত জোরে সংকুচিত করে যে তাদের পেট ফেটে ওই বিষাক্ত তরল চারদিকে ছিটকে পড়ে। এই বিস্ফোরণে পিঁপড়েটি নিজে মারা গেলেও শত্রুরা ওই বিষাক্ত তরলে আটকা পড়ে বা মারা যায়। নিজেদের দলের জন্য এমন আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রাণীজগতে বিরল।

মেচপাড়া এলাকার ছোট চা বাগানে দেহ উদ্ধার

হাতিমৃত্যুতে রহস্য

নাগরাকাটা, ২৯ জুন : উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সজুড়ে হাতির মৃত্যুর মিছিল যেন থামার নয়। এবার নাগরাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ছাড়টন্ডুর মেচপাড়া এলাকার একটি ছোট চা বাগান থেকে উদ্ধার হল এক হাতির নিথর দেহ। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মৃত হাতিটির বয়স আনুমানিক ৫ বছর। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত লিঙ্গ নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য না মিললেও, প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে বনকর্তাদের ধারণা মৃত বুনোটি মাদি হাতি। প্রাথমিকভাবে বজ্রপাতের ফলেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় ও বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে গোটা নাগরাকাটা এলাকাজুড়ে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে একটানা ভয়াবহ বজ্রপাত হচ্ছিল। সেই দুর্যোগের মাঝেই বুনো হাতির একটি দল ছাড়টন্ডু এলাকায় ঢুকে পড়ে। স্থানীয়দের বক্তব্য, 'ঝড়-বৃষ্টির দাপটে মূল পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি হাতি পাশের ছোট চা বাগানে চলে যায়। ঠিক সেই সময়েই তীব্র বজ্রপাতের কবলে পড়ে বুনোটির মৃত্যু হয়েছে।' সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই চা বাগানে হাতিটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডায়না ও খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীদের খবর দেন।

এদিকে, যে সংকীর্ণ স্থানে দেহটি পড়ে ছিল, সেখানে ঢোকার কোনও রাস্তা না থাকায় দেহটি উদ্ধার করতে বন দপ্তরকে বিস্তর কসরত পোহাতে হয়। শেষপর্যন্ত আর্থমুভার ঢোকানোর জন্য নতুন রাস্তা তৈরি করে দেহটি উদ্ধার করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি ডায়না টোলগেট বিটে পাঠানো হয়। ওই চা বাগানের মালিক ভরত ছেত্রী বলেন, 'সকাল ১০টা নাগাদ গাছে রাসায়নিক ছেটাতে গিয়ে হাতিটিকে বসে থাকতে দেখি। ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বন দপ্তরকে খবর দিই। পরে বনকর্মীরা এসে দেখেন সেটির মৃত্যু হয়েছে।' ডুয়ার্সে বজ্রপাতে বুনোদের মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। তিন বছর আগেও বামনডাঙ্গায় বাজ পড়ে জোড়া হাতির এবং ডায়নার জঙ্গলে তিনটি বাইসনের মৃত্যু বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কঙ্কালসার রূপটিকেই বারবার সামনে এনে দিচ্ছে।

পড়ে আছে হাতির নিথর দেহ। নাগরাকাটার ছাড়টন্ডু বস্তির মেচপাড়ায়।

- মেচপাড়ায় ছোট চা বাগান থেকে উদ্ধার বুনোর নিথর দেহ
- রাতের প্রবল দুর্যোগের সময় বাজ পড়ার কবলে পড়ে ৫ বছরের হাতিটি
- দেহ উদ্ধারে বন দপ্তরের কালঘাম, ডুয়ার্সে বজ্রপাতে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘিরে উদ্বেগ

হাতিটিকে বসে থাকতে দেখি। ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বন দপ্তরকে খবর দিই। পরে বনকর্মীরা এসে দেখেন সেটির মৃত্যু হয়েছে।

ভরত ছেত্রী বাগান মালিক

বিনা বিচারে আটক

অপরাধের আওতায়

- শৃঙ্খলাভঙ্গ, বেআইনি দখলদারি, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, বালি-পাথর-খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ ধ্বংস
- রাজনৈতিক হিংসা, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, ব্যবসায় বাধা ইত্যাদিও
- আটকাদেশ পর্যালোচনা করার জন্য হাইকোর্টের তিন বিচারপতির উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন

উপদেষ্টা পর্ষদের সামনে আইনজীবীর সাহায্য নেওয়ার অধিকার সাধারণত ধৃতের থাকবে না

প্রথম পাতার পর

২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় রাজ্যে তাণ্ডবের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন। নাম না করে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, শিশুদের ভুল বুঝিয়ে রাস্তায় নামিয়ে চারদিকে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। সামসীতে রেললাইন উপড়ে ফেলা, সাঁতরাগাছিতে ২২টি সরকারি সহ ৩৭টি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুভেন্দু তখন তৃণমূল সরকারের পরিবহণমন্ত্রী।

সেই স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম। কিন্তু উনি বলেছিলেন- কিছু করা যাবে না, পুলিশকে বলেছি দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে কথা বলতে!' শুভেন্দুর অভিযোগ, ভোটব্যাংকের স্বার্থে সেসময় আধাসেনা নামানো হয়নি এবং বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। নুপূর শর্মার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হাওড়া স্তব্ধ হওয়া এবং ধুলিয়ানের শোরুম লুটের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি।

চালু কথায় আইনটিকে গুন্ডাদমন আইন বলা হয়েছে সরকারের তরফে। যে আইনে উসকানিকেও একইরকম অপরাধের আওতায় রাখা হয়েছে। উসকানির ক্ষেত্রে একইরকম পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ। জেল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনারদের তাঁদের এলাকা থেকে ধৃতকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ভাষণে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের ইতিহাস টেনে শুভেন্দু বলেন, 'হার্মাদরাজ' শুরু হয়েছিল বাম আমলে, যা পরে তৃণমূল আমলকে পুরোপুরি গ্রাস করে। শুধু অভিযুক্ত নয়, তাকে আশ্রয় দিলেও জেল ও জরিমানার বিধান আছে সোমবার বিধানসভায় গৃহীত আইনটিতে। বিরোধীরা যাকে কালা কানুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সিপিএম এককদম এগিয়ে একে টাডা আইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, এখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ রাখা হয়নি, যা মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

ভাষণের প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার দর্শক গ্যালারির দিকে আঙুল তোলেন। সেখানে ছিলেন তৃণমূল জমানায় রাজনৈতিক হিংসার শিকার ডায়মন্ড হারবারের রাজু সামন্ত, মুর্শিদাবাদের হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস এবং নন্দীগ্রামের দেবব্রত মাইতির পরিজন। শুভেন্দু বলেন, 'তৎকালীন সরকার ভোটব্যাংকের নোংরা রাজনীতি না করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিলে আজ এই পরিবারগুলোকে সুবিচারের আশায় এই গ্যালারিতে বসে থাকতে হত না।'

এর পরিণামে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা শুধু ভোটে হারেননি, মানুষ আপনাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।'

শ্লীলতাহানি

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সোমবার ভরসন্ধ্যায় ভেনাস মোড় সংলগ্ন এলাকা দিয়ে মায়ের সঙ্গে যাওয়ার সময় এক তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। ঘটনায় ওই অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ওই তরুণ তরুণীর কাপড় ধরে টেনে গলিতে ঢোকানোর চেষ্টা করে। ওই তরুণী চিৎকার শুরু করতেই স্থানীয়রা এগিয়ে যান। এরপর ওই তরুণকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর ওই তরুণকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। পরে ওই তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উত্তর-দক্ষিণকে জুড়বে ৭৭০ কিমি পথ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডর জাতীয় সুরক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকা। রাজ্যে পালাবদলের পর সড়ক পরিবহণে গতি আনতে দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাসাগর থেকে উত্তরের দার্জিলিং পর্যন্ত প্রায় ৭৭০ কিলোমিটার বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নতুন নির্মাণ হবে এবং বাকি অংশে পুরোনো সড়ক ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যাতায়াতে যেমন গতি আসবে, ঠিক তেমন রাজ্যের দুই প্রান্তের পর্যটন ব্যবস্থার মধ্যে দূরত্ব মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি পূর্তসচিব অন্তরা আচার্যের নেতৃত্বে দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা উত্তরবঙ্গে এসে এই রাস্তা নিয়ে এক দফা আলোচনা সেরে গিয়েছেন। তাঁরা দার্জিলিংয়ে গিয়েও বৈঠক করেছেন। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দাবি, 'গঙ্গাসাগর থেকে দার্জিলিং অবধি রাস্তা তৈরি হলে উত্তরের পর্যটনে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।'

সূত্রের খবর, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) এবং পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগ এই কাজ করবে। সড়ক বিভাগের এক শীর্ষ কর্তা বলছেন, 'প্রাথমিকভাবে এনএইচএআই সমীক্ষার কাজ করেছে। দিল্লিতে সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে একাধিকবার বৈঠকও হয়েছে।'

প্রতিবেশী চিনের আগ্রাসী মনোভাব এবং বাংলাদেশে ভারতবিরোধী কার্যকলাপে পাক মদতের জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত গোয়েন্দারা। চিকেন নেকের সুরক্ষায় বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্র। অত্যন্ত সংবেদনশীল এই অঞ্চলটি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগের একমাত্র লাইফলাইন। তাই উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের বিকল্প সড়ক তৈরি হলে সুরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই অঞ্চলের গতি আরও বাড়াতে একাধিক রেল রুট তৈরি, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প আগেই গৃহীত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ রেললাইন এবং বুলেট ট্রেনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এবার বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরিতে নজর দিল কেন্দ্র। সূত্রের খবর, জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে কোনও আপৎকালীন বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে যাতে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, সেদিকে তাকিয়ে বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির সিদ্ধান্ত হল।

পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর থেকে

বিকল্প জাতীয় সড়কে 'পর্যটনে কল্যাণ'

বকখালি পর্যন্ত জাতীয় সড়ক রয়েছে। সেখান থেকে গোসাবা, বাসন্তী হয়ে রাস্তাটি বসিরহাট, বনগাঁ, কৃষ্ণনগর, করিমপুর, বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ হয়ে জঙ্গিপুরে গিয়ে ১২ নম্বর (পুরোনো ৩৪ নম্বর) জাতীয় সড়কে মিশবে। এরপরেই রাস্তাটি ফরাক্কায় গঙ্গায় সেতু হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢুকবে বলে খবর। তবে, এক্ষেত্রে বিকল্পও ভেবে রাখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, খড়গপুর থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত একটি চার লেনের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সেটিকে সংযুক্ত করে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় হয়ে রাজমহলে গঙ্গার ওপরে নতুন সেতু তৈরি করে কিশনগঞ্জ পর্যন্ত তৈরি হতে পারে এই রাস্তা। এরপর কিশনগঞ্জ থেকে বিহারের গলগলিয়া হয়ে রাস্তাটি খড়িবাড়ির চেকরমারি, পানিট্যাঙ্কি, মাটিগাড়াকে ছুঁয়ে শিলিগুড়িকে বাইপাস করে দার্জিলিংয়ে উঠবে, প্রাথমিকভাবে এমন পরিকল্পনা করেছে এনএইচএআই।

নির্মাণসামগ্রী ফেলা নিয়ে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : মাটিগাড়ার উপনগরীতে নির্মাণসামগ্রী ফেলার রাশ নিজেদের হাতে নেওয়ার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ঝামেলায় উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনায় ইতিমধ্যেই বজরং দলের নাম জুড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই উপনগরীতে দীর্ঘদিন ধরে একটি কমিটির মাধ্যমে নির্মাণসামগ্রী ফেলা হয়। যদিও রবিবার হঠাৎ কয়েকজন তরুণ বজরং দলের সদস্য পরিচয় দিয়ে ওই কমিটিকে নির্মাণসামগ্রী নতুন করে ফেলা বন্ধ করতে বলে। তাঁরা জানিয়ে দেন, এবার থেকে তাঁরাই ওই উপনগরীতে নির্মাণসামগ্রী ফেলবে। এরপর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা মারপিটে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। ঘটনায় কমিটির একাধিক সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ। পরে উত্তরায়ণ ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই কমিটির আক্রান্তদের তরফে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বজরং দলের জেলা সভাপতি অমিতকুমার গুপ্ত অবশ্য বলেছেন, 'বজরং দলের সদস্য হিসেবে পরিচয় দেওয়া ওঁরা কেউই বজরং দলের সদস্য নন।'

কোচবিহারের 'শীতল' পরশ বিশ্বদরবারে

জিআই ট্যাগ শীতলপাটির

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুন : তপ্ত গ্রীষ্মের ভরদুপুরে তপ্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিতে বিছানা কিংবা মেঝেতে পেতে রাখা শীতলপাটির চেয়ে আরামদায়ক আর কী-ই বা হতে পারে! এই পাটিতে শুয়ে তৃপ্তির যে ঘুমটা আসে, সেই অপার্থিব স্বাদ যিনি একবার নিয়েছেন একমাত্র তিনিই তা জানেন। আর এই পরম আরামের নেপথ্যে রয়েছে যে দক্ষ হাতগুলি, সেই বেত গাছের ছাল কেটে পাটি বোনা মানুষদের ঘরে এখন উৎসবের আবহ। দীর্ঘদিনের আপ্রাণ চেষ্টার পর অবশেষে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) ট্যাগের স্বীকৃতি পেয়েছে। জলভরা সন্দেশ কিংবা বোলপুরের একতারার মতোই এখন থেকে বিশ্ব মানচিত্রে জ্বলজ্বল করবে কোচবিহারের এই নিজস্ব লোকশিল্প।

সম্প্রতি রাজ্যের আরও ২৩টি ঐতিহ্যবাহী পণ্য একসঙ্গে জিআই ট্যাগের মর্যাদা পেয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে কোচবিহারের শীতলপাটি। জেলার ঘেঘিরঘাট, ধলুয়াবাড়ি, ঘুঘুমারি, গাঙালেরকুঠি, বশেরহাট, দেওয়ানহাট, দেওচড়াই, ভোগরামগুড়ি সহ এক বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষ বংশপরম্পরায় এই পাটিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। নানা চড়াই উতরাই, অভাব-অনটন এবং আধুনিক প্লাস্টিক সামগ্রীর রমরমার বাজারেও চরম প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঘেঘিরঘাটের প্রবীণ শিল্পী নন্দগোপাল পাল বলছিলেন, 'বাপঠাকুরদার আমলের এই কাজ এখনও আমরা বুক দিয়ে টিকিয়ে রেখেছি। জিআই ট্যাগ পাওয়ায় আমাদের আনন্দের শেষ নেই। এবার আমাদের তৈরি এই পণ্য গোটা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে যাবে। পরিচিতি এবং চাহিদা আরও বহুগুণ বাড়বে বলেই আমাদের আশা।'

কোচবিহারে তৈরি হচ্ছে শীতলপাটি। ছবি : জয়দেব দাস

কীভাবে তৈরি হয় এই পাটি? শিল্পীরা জানাচ্ছেন, এর পেছনে রয়েছে চরম ধৈর্য ও দীর্ঘ পরিশ্রমের এক ইতিহাস। প্রথমে অত্যন্ত যত্নসহকারে বেত গাছের চাষ করা হয়। একবার জমি থেকে বেত গাছ কাটার পর সেই জমিতে পুনরায় গাছ তৈরি হতে আড়াই থেকে তিন বছর সময় লাগে। উপযুক্ত সময়ে সেই গাছ কেটে প্রথমে রোদে শুকানো হয়। এরপর অত্যন্ত নিপুণ হাতে সেই শক্ত বেত গাছ চিরে পাতলা করে আঁশ বা ফালি বের করে নেওয়া হয়, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'বেতি তোলা'। এরপর সেই পাতলা অংশগুলি পরিষ্কার জলে ভালো করে সেদ্ধ করে ফের কড়া রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সবশেষে শিল্পীদের জাদুকরি হাতের ছোঁয়ায় বোনা হয় এক একটি নিখুঁত পাটি। এই পাটি প্রাকৃতিকভাবেই অত্যন্ত ঠান্ডা। তীব্র গরমেও এই পাটির স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে যায় বলেই এর সার্থক নামকরণ হয়েছে 'শীতলপাটি'।

বাণিজ্যিক দিক থেকে দেখতে গেলে জেলার অর্থনীতিতে এই শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। পুরুষদের পাশাপাশি ঘরের মহিলারাও সমানতালে এই শিল্পকর্মে হাত লাগান। সাধারণত একটি ছয় ফুট প্রস্থ এবং সাত ফুট দৈর্ঘ্যের সাধারণ শীতলপাটি খোলাবাজারে প্রায় দুই হাজার টাকায় বিক্রি হয়। তবে নকশা ও বুননভেদে সেই দাম ১০ হাজার টাকা কিংবা তারও বেশি পৌঁছায় বলে শিল্পীদের দাবি। কোচবিহারের ঘুঘুমারি হাট হল শীতলপাটির সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এই হাটে দূরদূরান্ত থেকে শিল্পীরা তাঁদের তৈরি পণ্য পাইকারি বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই মূলত এই পাটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি বিদেশেও রপ্তানি করা হয়।

তবে আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিপুল স্বীকৃতির পরেও কিছু খামতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন শিল্পীদের একাংশ। শিল্পী প্রদীপকুমার দে আক্ষেপের সুরে বলেন, 'বাজারে শীতলপাটির যথেষ্ট চাহিদা থাকলেও উপযুক্ত প্রচারের অভাব রয়েছে। সরকারিভাবে যদি মেলা কিংবা প্রদর্শনীর মাধ্যমে এর প্রচার আরও বাড়ানো যায়, তবে আমরা আরও অনেক বেশি ক্রেতার কাছে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারব।'

কোচবিহারের মুকুটে এই নতুন পালক যুক্ত হওয়া এবং শীতলপাটির জিআই ট্যাগ স্বীকৃতিলাভের প্রসঙ্গে জেলা শাসক জিতিন যাদবের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তাঁকে একাধিকবার দূরভাষে যোগাযোগ করা হলেও, তিনি ফোন না তোলায় তাঁর কোনও বক্তব্য মেলেনি।

স্নায়ুর যুদ্ধ ব্রাজিলের বাজিমাত

প্রথম পাতার পর

করে রেখেছিলেন রিৎসু দোয়ান এবং তাকেহিরো তোমিয়াসু।

মাঝমাঠে ক্যাসেমিরোকে বড্ড মন্থর দেখাচ্ছিল, যার খেসারত হিসেবে মাত্র ১৬ মিনিটেই তিনি একটি হলুদ কার্ড দেখে বসেন। নিজেদের দলের এই দিশেহারা ফুটবল দেখে গ্যালারির ব্রাজিলীয় দর্শকরাও ক্রমশ ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। বল পায়ে বেশি সময় নেওয়ার জন্য ড্যানিলোকে লক্ষ্য করে রীতিমতো দুয়ো ধ্বনি উড়ে আসছিল। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক ছিল যে, ব্রুনো গুইমারেসের একটা ভুল শট সজোরে গিয়ে লাগে সতীর্থ লুকাস পাকুয়েতার মুখে। আর ঠিক ২৯ মিনিটের মাথায় স্টেডিয়ামের হলুদ গ্যালারিকে যেন এক লহমায় শ্মশানের স্তব্ধতায় মুড়ে দিলেন কাইশু সানো। হাইড্রেশন ব্রেকের ঠিক পরেই ড্যানিলোর থেকে বল কেড়ে নিয়ে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে গেলেন তিনি। ক্যাসেমিরো তাঁকে আটকানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতে পারলেন না! বক্সের ঠিক বাইরে থেকে সানোর ডান পায়ের মাটি ঘেঁষা বুলেট শট অ্যালিসন বেকার ঝাঁপিয়েও বাঁচাতে পারলেন না। জাপান ১-০।

ভিভিআইপি বক্সে বসে থাকা রোনাল্ডো দ্য লিমা, রবার্তো কার্লোস, বেবেতো আর দুঙ্গাদের মুখ তখন ফ্যাকাশে। শেষ দুই বিশ্বকাপে ব্রাজিল দ্রুত বিদায় নিয়েছে ঠিকই, তবে রাউন্ড অফ ৩২-এই বিদায় নিলে তো বিশ্বকাপের আকর্ষণই অর্ধেক হয়ে যায়! বিরতিতে ড্রেসিংরুমে কী জাদুমন্ত্র পড়েছিলেন আন্সেলোত্তি, কে জানে! তবে এদিন মাঠে না নেমেও প্রকৃত নেতার মতো আবির্ভূত হলেন নেইমার জুনিয়ার। বিরতির পর টানেলে প্রত্যেক সতীর্থকে ধরে ধরে তিনি বোঝালেন, আক্রমণের জন্য ঠিক কোন দিকটা ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নিষ্প্রভ পাকুয়েতা এবং চোট পাওয়া ম্যাথিয়াস কুনহার বদলে মাঠে নামলেন তরুণ বিস্ময় এনড্রিক ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। আর তাতেই গোটা দলের শরীরী ভাষা আমূল বদলে গেল।

৫৬ মিনিটে এল সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সমতা। বাঁদিক থেকে আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের স্কুপ করা নিখুঁত ক্রসে জিয়ন সুজুকির মাথা টপকে দুরন্ত হেডে বল জালে জড়ালেন সেই ক্যাসেমিরো। গোল খাওয়ার সময় যিনি ভুল করেছিলেন, তিনিই প্রায়শ্চিত্ত করে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুললেন দলকে। এই এক গোলেই চোখের জলে ভেসে গেল গ্যালারি। একদিকে ব্রাজিলীয়দের স্বস্তির কান্না, অন্যদিকে জাপানি সমর্থকদের স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা। ৫৯ মিনিটে তোমিয়াসুর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলিয়ে ভিনিসিয়াসের সেই জাদুকরি শট সুজুকি অসাধারণ দক্ষতায় পোস্টে ঠেলে না দিলে, হয়তো ওটাই এই বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোল হতে পারত।

সময় যত গড়াচ্ছিল, জাপানি ফুটবলারদের ক্লান্তি ততই স্পষ্ট হচ্ছিল। একদম নিখুঁত ছোট দলের মতো তারা আট-নয়জনকে রক্ষণে নামিয়ে এনে কাউন্টার অ্যাটাকের ওপর ভরসা রাখছিল। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে, যখন মনে হচ্ছে খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে, তখনই ৯৬ মিনিটে (৯০+৬) জাপানিদের হৃদয় টুকরো টুকরো করে ব্রুনো গুইমারেসের পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করলেন সেই 'সুপার সাব' মার্টিনেল্লি।

রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই জাপানি ফুটবলাররা চরম হতাশায় লুটিয়ে পড়লেন। এত সুন্দর একটা ম্যাচ খেলেও তাদের হৃদয়বিদারক বিদায় নিতে হল। আর গ্যালারি থেকে মাঠের দিকে তাকিয়ে আমার শুধু মনে হচ্ছিল, বড় দলের চাপ নেওয়ার ক্ষমতাই ব্রাজিলকে আজ লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখল। তবে এতটা বল পজেশন নিয়েও গোলের জন্য ধুঁকতে থাকা খুব একটা ভালো সংকেত নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের মতো ইউরোপীয় শক্তি কিন্তু এতটা রেয়াত করবে না। আন্সেলোত্তি এই চরম চাপের মুখেও ৯০ মিনিটের মধ্যে মাঠে নামাতেই পারলেন না নেইমারকে। পরের রাউন্ডের ইউরোপীয় চ্যালেঞ্জের আগে এই ত্রুটিগুলো কীভাবে শুধরে নেন ইতালীয় মাস্টারমাইন্ড, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।

তবে রাউন্ড অফ ৩২-এই বিদায়

নিলে তো বিশ্বকাপের আকর্ষণই অর্ধেক হয়ে যায়! বিরতিতে ড্রেসিংরুমে কী জাদুমন্ত্র পড়েছিলেন আন্সেলোত্তি, কে জানে! তবে এদিন মাঠে না নেমেও প্রকৃত নেতার মতো আবির্ভূত হলেন নেইমার জুনিয়ার। বিরতির পর টানেলে প্রত্যেক সতীর্থকে ধরে ধরে তিনি বোঝালেন, আক্রমণের জন্য ঠিক কোন দিকটা ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নিষ্প্রভ পাকুয়েতা এবং চোট পাওয়া ম্যাথিয়াস কুনহার বদলে মাঠে নামলেন তরুণ বিস্ময় এনড্রিক ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। আর তাতেই গোটা দলের শরীরী ভাষা আমূল বদলে গেল।

৫৬ মিনিটে এল সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সমতা। বাঁদিক থেকে আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের স্কুপ করা নিখুঁত ক্রসে জিয়ন সুজুকির মাথা টপকে দুরন্ত হেডে বল জালে জড়ালেন সেই ক্যাসেমিরো। গোল খাওয়ার সময় যিনি ভুল করেছিলেন, তিনিই প্রায়শ্চিত্ত করে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুললেন দলকে। এই এক গোলেই চোখের জলে ভেসে গেল গ্যালারি। একদিকে ব্রাজিলীয়দের স্বস্তির কান্না, অন্যদিকে জাপানি সমর্থকদের স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা। ৫৯ মিনিটে তোমিয়াসুর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলিয়ে ভিনিসিয়াসের সেই জাদুকরি শট সুজুকি অসাধারণ দক্ষতায় পোস্টে ঠেলে না দিলে, হয়তো ওটাই এই বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোল হতে পারত।

সময় যত গড়াচ্ছিল, জাপানি ফুটবলারদের ক্লান্তি ততই স্পষ্ট হচ্ছিল। একদম নিখুঁত ছোট দলের মতো তারা আট-নয়জনকে রক্ষণে নামিয়ে এনে কাউন্টার অ্যাটাকের ওপর ভরসা রাখছিল। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে, যখন মনে হচ্ছে খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে, তখনই ৯৬ মিনিটে (৯০+৬) জাপানিদের হৃদয় টুকরো টুকরো করে ব্রুনো গুইমারেসের পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করলেন সেই 'সুপার সাব' মার্টিনেল্লি।

রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই জাপানি ফুটবলাররা চরম হতাশায় লুটিয়ে পড়লেন। এত সুন্দর একটা ম্যাচ খেলেও তাদের হৃদয়বিদারক বিদায় নিতে হল। আর গ্যালারি থেকে মাঠের দিকে তাকিয়ে আমার শুধু মনে হচ্ছিল, বড় দলের চাপ নেওয়ার ক্ষমতাই ব্রাজিলকে আজ লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখল। তবে এতটা বল পজেশন নিয়েও গোলের জন্য ধোঁকা খুব একটা ভালো সংকেত নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের মতো ইউরোপীয় শক্তি কিন্তু এতটা রেয়াত করবে না। আন্সেলোত্তি এই চরম চাপের মুখেও ৯০ মিনিটের মধ্যে মাঠে নামাতেই পারলেন না নেইমারকে। পরের রাউন্ডের ইউরোপীয় চ্যালেঞ্জের আগে এই ত্রুটিগুলো কীভাবে শুধরে নেন ইতালীয় মাস্টারমাইন্ড, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।

ছোট্ট তারা

জগদীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্রী হিয়া বর্মন হাতের কাজে আগ্রহী। দ্বিতীয় শ্রেণির এই পড়ুয়া পড়াশোনাতেও ভালো।

রায়গঞ্জ থেকে দূরপাল্লার বাস চান নিত্যযাত্রীরা

ইসলামপুর, ২৯ জুন : বিকেলের পর রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুরে ফেরার বাস মেলে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় সাধারণ যাত্রীদের। তখন ফেরার একমাত্র ভরসা নাইট সার্ভিসের বাস। কিন্তু তাতে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হয় তাঁদের। এর মাঝে ভাগ্যক্রমে অন্য কোনও গাড়ি পেয়ে গেলে বাঁচোয়া। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) সন্ধ্যার পর রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুর পর্যন্ত বাসের ব্যবস্থা করুক, চান নিত্যযাত্রীরা। এই দাবিই এখন জোরালো হতে শুরু করেছে।

নিগমের ইসলামপুর ডিপো ইনচার্জ সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন। ইসলামপুর প্রাইভেট মোটরস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত শেঠ বলছেন, 'বিকেল সাড়ে তিনটের সময় রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুরের শেষ বাস ছাড়ে। ফলে জেলা সদরে অফিসের জরুরি কাজে যাওয়া সাধারণ মানুষকে ফেরার সময় বিপাকে পড়তে হয়। বিগত সরকারের আমলে আমরা সন্ধ্যায় বাস চালানোর প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার তাতে সাড়া দেয়নি।' জয়ন্তর সংযোজন, 'বিকেল পাঁচটার পর সরকারি বাসও থাকে না। ফলে সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়।'

আশ্বাস এনবিএসটিসি'র

শহরের শিবডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা, পেশায় স্কুল শিক্ষক মলয় পাল তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। তাঁর কথায়, 'কয়েকদিন আগে একটি অফিশিয়াল কাজে রায়গঞ্জ গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর বাস না থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছি। শেষে ফাঁকা অ্যাম্বুল্যান্স পেয়ে দ্বিগুণ ভাড়া গুনে ইসলামপুর ফিরতে হয়েছে।' পুরসভার কর্মী পরিতোষ বৈদ্য বলেন, 'অফিসের নথিপত্র নিয়ে প্রায়শই রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় যেতে হয়। ফেরার সময়কার ভোগান্তি বলে বোঝাতে পারব না।'

ইসলামপুরকে প্রশাসনিক জেলা করার দাবি ও আন্দোলন দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়নি। ফলে সমস্ত প্রশাসনিক কাজের জন্য ইসলামপুর মহকুমার কয়েক লক্ষ বাসিন্দা উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের উপর নির্ভরশীল। ইসলামপুর থেকে জেলা সদর রায়গঞ্জ শহরের দূরত্ব প্রায় ১১০ কিলোমিটার।

সকালে বাস পেতে যাত্রীদের অসুবিধা হয় না। পাশাপাশি, ইসলামপুর শহর সহ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা হলে, গভীর রাতে নাইট সার্ভিসের বাসে ফিরলেও সমস্যা হয় না। কিন্তু চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা হলে তাঁদের পক্ষে ফেরা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে রায়গঞ্জে হোটেল ভাড়া করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

একসময় নিগমের তরফে সন্ধ্যার দিকে কর্ণজোড়া থেকে ইসলামপুরে ফেরার বাসের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরিষেবাটি চলার পর, আচমকা সেটি বন্ধ হয়ে যায়। নিগমের ডিপো ইনচার্জ বলছেন, 'সন্ধ্যার পর যাত্রীদের বাড়ি ফেরার সমস্যাটি অস্বীকার করার উপায় নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে এ ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ করব।'

গর্জালে নয় চমকালে ভয়

চেনা পরিচিত গুরগুর আওয়াজ উধাও। বরং এখন শুধুই মেঘের অন্তরালে গর্জন। সিরিয়ার বজ্রপাত। তীব্র গরম এবং আর্দ্রতার মেলবন্ধনে বায়ুমণ্ডলে তৈরি হচ্ছে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। তৈরি হচ্ছে এক বিশাল আকৃতির উল্লম্ব বজ্রগর্ভ মেঘ বা কিউমুলোনিম্বাস। যে শহর পিছু হটতে নারাজ, কোনও কিছুকে ডরায় না, কেঁপে উঠছে সেই শহর শিলিগুড়িও। লিখলেন **সানি সরকার**

পূর্বাভাস পেতে

বর্তমান সময়ে বজ্রপাতের পূর্বাভাস পাওয়া যেতে পারে আবহাওয়া দপ্তরের 'দামিনী' অ্যাপ ব্যবহারে

অ্যানড্রয়েড মোবাইল ফোনের প্লে স্টোরে গিয়ে দামিনী অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। জিপিএস চালু থাকলে এবং নেট অন থাকলে দামিনী জানিয়ে দেবে সংশ্লিষ্ট জায়গায় বজ্রপাতের কোনও সম্ভাবনা রয়েছে কি না। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকলে সংশ্লিষ্ট এলাকা অন্তত ৩০ মিনিট আগে লাল হয়ে উঠবে। বজ্রপাতের সময় যত এগিয়ে আসবে, ততই গাঢ় হবে রং। অর্থাৎ দামিনীর সাহায্যে পূর্বাভাস পেয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়া সম্ভব।

আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দামিনী অ্যাপটি চালু করা হলেও প্রচারের অভাবে এ সম্পর্কে অনেকেরই কোনও ধারণা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি অ্যাপটি সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে প্রচার চালায় এবং বজ্রপাত সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, তবে কিন্তু সহজেই বিপদ এড়ানো সম্ভব।

যখন বজ্রপাত

কী করণীয় নয়

- কোনও অবস্থাতেই খোলা মাঠে বা বিদ্যুতের পোলের নীচে থাকা যাবে না
- তীব্র বজ্রপাতের সময় জল জমে রয়েছে এমন জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে
- ভেজা হাতে বা পা খালি পায়ে প্লাগ খোলা বা সুইচ অফ করা উচিত নয়
- জানলা বা ব্যালকনির গ্রিল ধরে না থাকা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ হবে
- শিশু এবং প্রবীণদের কানে তুলো গুঁজে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন
- টিভি দেখা বা মোবাইল ফোন ব্যবহার উচিত নয়
- ইয়ার পড ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে

কী করণীয়

- মাঠ বা রাস্তা, খোলা আকাশের নীচে থাকলে সেখান থেকে সরে যাওয়া
- বজ্রপাত সম্পূর্ণভাবে শেষ হওয়ার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে অপেক্ষা করা
- আশ্রয় নেওয়া জায়গায় জল জমে থাকা বা স্যাঁতসেঁতে রয়েছে কি না দেখে নিতে হবে
- নজর রাখতে হবে আশ্রয় নেওয়া জায়গায় বিদ্যুতের তার খোলা রয়েছে কি না
- মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে দূরে থাকা ভালো, চার্জে বসানো থাকলে খুলে নিতে হবে
- বজ্রপাতের তীব্রতা বৃদ্ধির আগেই টিভি, রেফ্রিজারেটারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে
- প্লাগ খুলে দিতে হবে সমস্ত ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসের, বন্ধ করে দিতে হবে ফ্যান

সত্যি বলতে এখন বজ্রপাত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তীব্র আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। তীব্র আলোর ঝলকানিতে মনে হয় এই বুঝি বাজ আছড়ে পড়বে চোখের সামনে। কী করে যে আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন ঘটছে, বুঝতে পারছি না। রাত হলেই ভীষণ ভয় করে।

-সঞ্জীব পাল
হোটেল ব্যবসায়ী, নিউ জলপাইগুড়ি

সন্ধে হলেই বজ্রপাত এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সময়ই অফিস থেকে সেবক রোড ধরে বাড়ি ফিরতে হয়। অটো বা টোটোতে থাকাকালীন ভীষণ ভয় হয়। বাড়ি ফিরে যে একটু স্বস্তি পাব, সে উপায়ও নেই। সন্ধেবেলায় শুরু হওয়া বজ্রপাত রাত শেষেও শেষ হচ্ছে না। প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের আরও যত্নশীল হতে হবে, অন্যথায় আরও বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

-সুজাতা দত্ত, সূর্যনগর

কয়েক দশক ধরে শিবমন্দির-আঠারোখাইতে বসবাস করছি। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি অতীতে কখনও হইনি। প্রত্যেকদিন সন্ধে হলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বজ্রপাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বজ্রপাত চলতে থাকায় এখন বিকেলে ব্যবসা গুটিয়ে বাড়ি চলে যেতে হচ্ছে। বাড়িতে পৌঁছেও চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার থাকছে না। টিভি চালাতে যে পারি না।

-নিমাই ঘোষ
নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায়ী, শিবমন্দির

আগে তো বজ্রপাত হত কালবৈশাখীর সময় বা চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এখন বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই স্পষ্ট, আবহাওয়ার কতটা পরিবর্তন হয়েছে। নিশ্চয় জলবায়ুর এমন পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং হবে। তবে নিজেদের বাঁচাতে আমাদেরই প্রকৃতি রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে, ব্যবহার করতে হবে দামিনী অ্যাপ। এই অ্যাপ ব্যবহার করে আমি কিন্তু বজ্রপাতের পূর্বাভাস জানতে পারছি।

-ঝুম্পা মজুমদার
১ নম্বর ডাবগ্রাম

ইসলামপুরে ফিরলেন আয়ুষ

ইসলামপুর, ২৯ জুন : বাংলার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো-র চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোমবার ঘরে ফিরলেন ইসলামপুরের আয়ুষ গুপ্ত। রবিবার ওই রিয়েলিটি শো-র গ্র্যান্ড ফিনালেতে চ্যাম্পিয়ন হন ইসলামপুর শহরের আলুপট্টির বাসিন্দা আয়ুষ। সোমবার বিকেলে ইসলামপুর আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ইসলামপুরের সাধারণ মানুষ। এরপর তাঁকে নিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে, হুডখোলা গাড়িতে করে ও ডিজে বাজিয়ে শহর পরিক্রমা করানো হয়। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত গোটা ইসলামপুরবাসী। গ্র্যান্ড ওয়েলকাম নিয়ে রীতিমতো আপ্লুত আয়ুষ।

স্নান সেরে জ্বরে পড়লেন জগন্নাথ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : মাসির বাড়ির আদর পেতে আর বাকি মোটে ১৫ দিন। তার আগে এখন বিশ্রামের পালা। ১০৮ কলসির জলে মনের আনন্দে স্নানের পর জ্বরজারির হাত থেকে আর রক্ষা করবে কে? রথযাত্রার আগে তাই এই দুই সপ্তাহ নানা পথ্যিকে সঙ্গী করে তিন ভাই-বোনের চাঙ্গা হয়ে ওঠার পালা। সকাল থেকেই মন্দিরে থিকথিকে ভিড় ভক্তদের। সোমবার ধুমধাম করে শিলিগুড়ি ইসকনেও পালিত হল জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। পবিত্র এই দিনটি উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই মন্দিরে পুজোর আয়োজনের প্রস্তুতি চলে। বিকেলে ১০৮ কলসির জলে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মহা অভিষেক করা হয়। মন্দিরের অডিটরিয়ামে এই মহা স্নানযাত্রার বন্দোবস্ত করা হয়।

প্রিয় প্রভুর এই মনোরম দৃশ্যে আবেগে কারও চোখে জল। কেউ আবার ছোট সন্তানকে নিয়ে এসেছেন জগন্নাথ দর্শন করাতে। ভক্তদের উপস্থিতিই এদিন বুঝিয়ে দিচ্ছিল এদিনের মাহাত্ম্যকে।

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মহা অভিষেক। শিলিগুড়ির ইসকনে। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

এদিন অনেককেই গোপী পোশাকে সখি সেজে মন্দিরের এই পুজোতে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছে।

এই মহাস্নান দেখতে মিলনপল্লি থেকে আসা প্রবীণ নাগরিক শোভা মজুমদার বলেন, 'কীর্তন থেকে জগন্নাথ স্নানে অংশ নিতে পেরে যে কতটা আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না। আর কয়েকদিনের অপেক্ষার পরই রথযাত্রা।' এদিন ভক্তদের জন্য মন্দিরে খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করা হয়। শহরতলির বহু ভক্তও এদিন জগন্নাথ দেবের স্নান দেখতে মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'এই মহাস্নানের পর ভগবান অসুস্থ লীলা করেন। তাঁদের সেবা ও বিশ্রামের জন্য মন্দিরের দরজা টানা ১৫ দিন বন্ধ রাখা হয়। মন্দিরের এই সময় ভগবানকে বিভিন্নরকমের ওষুধ দেওয়া হয়। প্রতিবছরের মতো চলতিবছরও ধুমধাম করে রথযাত্রা পালন করা হবে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, আগের বছরের মতো এবছরও জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি মন্দিরেই করা হয়েছে।

এদিন গৌড়ীও মঠ শক্তিগড়, দেশবন্ধুপাড়া সহ বিভিন্ন মন্দিরে মহা সমারোহে এই স্নানযাত্রা পালিত হয়।

অপহরণে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে পাটনা থেকে তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই নাবালিকাকেও সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। ২৬ মার্চ নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। পরের দিন পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা রোহিতেশ শর্মার নাম উঠে আসে তদন্তে। রোহিতেশের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পাটনা পৌঁছায় পুলিশ। সেখান থেকেই নাবালিকাকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার তাদের শিলিগুড়িতে আনা হয়। সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : পরীক্ষার রুটিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে ফর্ম ফিলআপ হয়নি। এর প্রতিবাদে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম নিবন্ধককে স্মারকলিপি দিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সংগঠনের দাবি, ফর্ম ফিলআপের সঙ্গে একটি সংস্থা যুক্ত রয়েছে। তারা বকেয়া পায়নি। তাই কাজ বন্ধ রেখেছে বলে অভিযোগ। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিলিগুড়ি মহানগরের সম্পাদক সৌগত দাস।

খাসির মাংসের স্বাদে-ঘ্রাণে জুড়ায় প্রাণ

যাত্রা শুরু হয় চায়ের ছোট্ট দোকান থেকে। তবে বাসযাত্রীদের উৎসাহে ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার স্ত্রীর নামে নামকরণ করে শুরু করেন ঊষা হোটেল। এই হোটেলের খাসির মাংসের ঝোলের স্বাদ একবার খেলে যেন মুখে লেগে থাকে। পাঁচ দশকের পুরোনো প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে গত ১২-১৪ বছরে।

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৯ জুন : প্রায় পাঁচ দশক আগে ইসলামপুরের পিডব্লিউডি মোড়ে ক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের একটি ছোট্ট চায়ের দোকান ছিল। বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি রুটে যাতায়াত করার পথে বাসযাত্রীরা এখানে চা-বিস্কুট খেতেন। সেই চায়ের আড্ডাতে যাত্রীরা ক্ষিতীশকে ভাতের হোটেল খোলার অনুরোধ জানান। এরপর ১৯৭২ সালের ১ মার্চ ক্ষিতীশ এবং তাঁর স্ত্রী ঊষারানি সরকার মিলে পিডব্লিউডি মোড়ে ছোট্ট একটি ভাতের হোটেল খোলেন। স্ত্রীর নামে হোটেলের নাম রাখেন ঊষা হোটেল। সূচনালগ্ন থেকে এই হোটেলের খাসির মাংসের গরম ঝোলের স্বাদ ভোজনরসিকদের মন জয় করে নেয়। এখানকার মাটন-ভাতের জনপ্রিয়তা উত্তর দিনাজপুর সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও ছড়িয়েছে। সেই সময় থেকে ৫৪ বছর কেটে গেলেও খাবারের স্বাদ একইরকম রয়ে গিয়েছে।

বিভিন্ন জায়গার যাত্রীরা এই খাসির মাংস ও ভাতের টানে এই দোকানে ভিড় জমান। প্রতিদিন কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দারা এখানে খেতে আসেন। ভোজনরসিকরা জানান, ঊষা হোটেলের খাবারের স্বাদ ঘরোয়া। তবে খাসির মাংস এখনও ঊষার রেসিপিতে তৈরি হয়। এত বছরেও এই স্বাদে কোনও পরিবর্তন আসেনি।

ঊষা হোটেলে ক্রেতাদের ভিড়। ইসলামপুরে।

ক্ষিতীশ এবং ঊষার হাত ধরে এই হোটেলের পথচলা শুরু হলেও পরবর্তীতে তাঁদের ছেলে গৌরচন্দ্র সরকার হোটেলের হাল ধরেন। বর্তমানে হোটেলের হাল ধরেছেন গৌরের তিন ছেলে অপূর্বকুমার সরকার, জ্যোতির্ময় সরকার, সঞ্জয় সরকার। তবে মাংস রান্নার দায়িত্ব প্রথমে ছিল ঊষার ওপর, তারপর গৌর এবং বর্তমানে অপূর্ব মাংস রান্না করেন। অপূর্ব বলেন, 'ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে শুরু আজ এই ব্যবসা এখানে পৌঁছেছে। ১০ বছর আগে প্রতিদিন হোটেলে গড়ে ১০০ প্লেট খাবার বিক্রি হত। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০০ প্লেট।'

ক্রেতাদের মতে, ঘরোয়া স্বাদ, পরিষ্কার পরিবেশ এবং ন্যায্যমূল্যের কারণে বছরের পর বছর ধরে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে এই হোটেল। শিলিগুড়ি থেকে আগত এক ব্যবসায়ী সাগর সরকারের কথায়, 'গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি মাসে দু'বার করে ইসলামপুরে আসি। আর এখানে এলেই ঊষা হোটেলের খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাই।'

অসংখ্য বাসযাত্রী ও খাদ্যরসিকদের কাছে ঊষা হোটেল সুস্বাদু খাবারের জায়গা। এক বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'এই হোটেলের রান্নায় কোনও ভেজাল থাকে না। আর এখানের মাটনের স্বাদ একবার খেলে ভোলা যায় না। সকাল ১১টা থেকে খাবার দেওয়া শুরু হয়, দুপুর ৩টার মধ্যে সব খাবার শেষ হয়ে যায়।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সাংবাদিক চাই

বাগডোগরা ● শিবমন্দির ● মাটিগাড়া

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন
রিপোর্টার ফর (নিজের জায়গার নাম)

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ : ৪ জুলাই, ২০২৬

বিশ্বকাপ আনকাট

ব্যর্থতার দায়ে হংয়ের বিদায়

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার বিদায় নিশ্চিত হতেই পদত্যাগ করলেন কোচ হং মিয়ুং-বো। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে শুরু করলেও মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পরপর হারতে হয় তাঁদের। এই চরম ব্যর্থতার সব দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এক আবেগঘন সাংবাদিক সম্মেলনে ভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন হং। ২০২৪ সাল থেকে দলের দায়িত্বে থাকা এই কোচ জানিয়েছেন, দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার কারণেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তবে কোচের পদ ছাড়লেও কোরিয়ান ফুটবলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট থাকবে।

কোচকে শান্ত করলেন ছাত্র

রেফারির ওপর এতটাই রেগে গেলেন যে, কানাডার কোচ জেসি মার্শকে আটকাতে হল তাঁরই দলের খেলোয়াড়কে! কানাডা বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষের দিকে বক্সের ভেতর রিচি লারিয়াকে ফাউল করা হলেও রেফারি ও ভিএআর পেনাল্টি নাকচ করে দেয়। আর তাতেই মেজাজ হারান লিডস ইউনাইটেডের প্রাক্তন এই ম্যানেজার। হাফটাইমের বাঁশি বাজতেই রেফারির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সোজা মাঠে ছুটে যান মার্শ! পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কানাডার ডিফেন্ডার মোয়েস বম্বিটো রীতিমতো জোর করে কোচকে আটকে ড্রেসিংরুমের দিকে নিয়ে যান। যদিও ফুটবল পণ্ডিতদের মতে, রেফারির সিদ্ধান্তই একেবারে সঠিক ছিল।

রোনাল্ডোর বুট বদল

ছয়টি বিশ্বকাপে গোল করার অনন্য রেকর্ড গড়ার পর কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে এক জোড়া বিশেষ 'গোল্ডেন বুট' পরে মাঠে নেমেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নাইকির তৈরি এই লিমিটেড এডিশন জুতোর দাম প্রায় ২৪২ পাউন্ড! কিন্তু প্রথমার্ধে তিন-তিনটি দুরন্ত শট নিয়েও গোলের দেখা পাননি সিআরসেভেন। আর তাতেই হয়তো মেজাজ হারান পর্তুগিজ সুপারস্টার। 'লাক' ফেরাতে হাফটাইমের পরেই সেই বিলাসবহুল জুতো পালটে পুরোনো গোলাপি বুট পায়েই মাঠে নামেন তিনি! যদিও জুতো বদলে তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি, দ্বিতীয়ার্ধেও তিনি কোনও গোল পাননি আর ম্যাচও শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে।

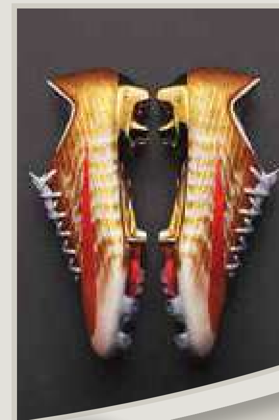

পেলের অভিষেক থেকে মেসির বিশ্বজয়

১৯৫৮ থেকে সব দেখেছেন মাকায়া

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

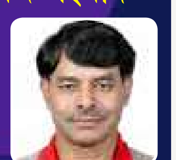

জয় মণ্ডল

নিউ ইয়র্ক, ২৯ জুন : ডালাস থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরেছি। কিন্তু গত কয়েকদিনের চরম ব্যস্ততা আর মাঠের উত্তেজনার রেশ যেন এখনও মন থেকে কাটেনি। আমরা যারা দিনরাত খবরের পেছনে ছুটি, ল্যাপটপের কি-বোর্ডে শব্দ বুনে পাঠকদের কাছে মাঠের ঘাম, রক্ত আর উন্মাদনার গল্প পৌঁছে দিই, তারা সাধারণত খবরের পেছনের মানুষ হয়েই থেকে যাই। কিন্তু ডালাসের মিডিয়া সেন্টারে এমন একজনের মুখোমুখি হলাম, যিনি নিজেই আস্ত এক ইতিহাস।

গত ২৭ জুন জর্ডন ম্যাচের আগে আমি যখন আপনাদের জানিয়েছিলাম যে 'দ্বিতীয়ার্ধে নামবেন মেসি', সেই খবরের আসল কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়। কৃতিত্বটা এক ৯১ বছরের 'তরুণ'-এর, যাঁর নাম এনরিকে মাকায়া মার্কেজ। ডালাসের প্রেস কনফারেন্স রুমে তিনি যখন শান্ত গলায় কোচ স্কালোনিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিওনেল মেসি কি আগামীকাল প্রথম থেকে খেলবে?', তখন এক অভাবনীয় দৃশ্যের সাক্ষী থাকল গোটা বিশ্ব। স্কালোনি, যিনি সাধারণত প্রথম একাদশ নিয়ে টুঁ শব্দটি করেন না, তিনি মুহূর্তে যেন এক মুগ্ধ ছাত্রে পরিণত হলেন। প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে বললেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর আমি অন্য কাউকে দিতাম না, কিন্তু যেহেতু আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, তাই বলছি... মেসি শুরু থেকে খেলবে না, ওকে দ্বিতীয়ার্ধে নামাব।' শুধু তাই নয়, সাংবাদিক সম্মেলন শেষে পোডিয়াম থেকে নেমে এসে মাকায়াকে পরম শ্রদ্ধায় জড়িয়ে ধরলেন বিশ্বজয়ী কোচ। আর মাকায়া? তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিতে উত্তর দিলেন, 'আপনি যে আমার জন্য উত্তর দিয়েছেন, এতেই আমি খুশি।'

কে এই মাকায়া? ১৯৩৪ সালে বুয়েনস আয়ার্সে জন্মানো এই মানুষটি ফুটবল সাংবাদিকতার এক হিমালয়। ১৯৫৮ সালের সুইডেন বিশ্বকাপ দিয়ে তাঁর পথ চলা শুরু। সে এক অন্য যুগ! আজকের মতো বিলাসবহুল চার্টার্ড ফ্লাইট বা হাইস্পিড ইন্টারনেটের সুবিধা তখন ছিল না। ২৩ বছরের এক স্বপ্নাতুর তরুণ সাংবাদিক হিসেবে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ফুটবলারদের সঙ্গে, একই বিমানে বসে। সেই থেকে শুরু। পেলের জাদুকরি উত্থান, দিয়েগো মারাদোনার সেই রূপকথার 'গোল অফ দ্য সেঞ্চুরি' থেকে শুরু করে লিওনেল মেসির বিশ্বজয়- সবকিছুরই চাক্ষুষ সাক্ষী তিনি। ২০২৬ সালের এই আসর তাঁর কেরিয়ারের টানা ১৮তম বিশ্বকাপ! ভাবা যায়? ফুটবল ইতিহাসে এমন রেকর্ড আর কারও নেই।

ডালাসের মিডিয়া সেন্টারের লাউঞ্জে কফির কাপ হাতে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটানোর এক দুর্লভ সুযোগ আমার হয়েছিল। ৯১ বছর বয়সেও মানুষটার মেরুদণ্ড টানটান, চোখেমুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। উবালদো ফিলোল বা মারিও কেম্পেসের মতো কিংবদন্তিরা যাঁকে সমকক্ষ হিসেবে সম্মান করেন, সেই মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম, সত্যিকারের মহীরুহরা কতটা বিনয়ী হন! আমার ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে যখন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলাম, মিষ্টি হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে ইংরেজিতেই বললেন, 'আমি তো শুধু ফুটবলকে ভালোবেসেছি।' এতগুলি দশক ধরে ফুটবলের বিবর্তন দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তাঁর মতে, গত সাত দশকে ফুটবলের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল খেলোয়াড়দের গতি আর অ্যাথলেটিসিজম। আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি কাউকে 'সর্বকালের সেরা' তকমা দিতে চান না। পেলে, মারাদোনা না মেসি- এই চিরন্তন তর্কে না গিয়ে তিনি মনে করেন, ভিন্ন যুগের ভিন্ন প্রেক্ষাপটকে এক মাপকাঠিতে মাপা নিতান্তই বোকামি।

ডালাসের সেই মিডিয়া সেন্টারে স্কালোনির ওই উষ্ণ আলিঙ্গন আর মাকায়ার সেই স্নিগ্ধ হাসিটা আমাকে একটা বড় শিক্ষা দিয়ে গেল। খবরের এই অবিরাম ইঁদুরদৌড়ে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে, পেশার প্রতি সততা, গভীর জ্ঞান আর অসীম বিনয় থাকলে খবর নিজেই এসে ধরা দেয়। ৯১ বছরের মাকায়া মার্কেজ শুধু ১৮টি বিশ্বকাপ কভার করা এক রেকর্ডধারী সাংবাদিক নন, তিনি আমাদের পেশার এক ধ্রুবতারা, এক সত্যিকারের ফুটবল রোমান্টিক।

বিশ্বকাপের মাঝেই ১০ লক্ষ ডলারের ঘড়ি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

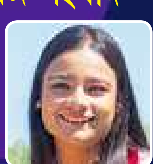

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

হিউস্টন, ২৯ জুন : পায়ের চোট নিয়ে দেশের খোদ প্রেসিডেন্টের তোপ। তারপর মাঠে ফিরে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় করার কারিগর। কিন্তু এসবের মাঝেই আবার খবরের শিরোনামে ৩৪ বছরের নেইমার। তবে এবার মাঠের ফুটবলের জন্য নয়, বরং নিজের রাজকীয় জীবনযাপনের জন্য! বিশ্বকাপের মাঝেই বিশ্রামের দিনে ১০ লক্ষ ডলার খরচ করে একটি নতুন ঘড়ি কিনেছেন এই ব্রাজিলীয় তারকা।

ফের চর্চায় নেইমার

আমেরিকান জহুরি জ্যাকব আরাবোর কাছ থেকে কেনা 'অ্যাস্ট্রোনমিয়া ড্রাগন অ্যান্ড টাইগার' মডেলের এই ঘড়িটি কোনও সাধারণ সময় দেখার যন্ত্র নয়। সাদা সোনার তৈরি এই ঘড়িতে বসানো রয়েছে ২৮৬টি হিরা! নিখুঁত হাতে খোদাই করা ড্রাগন ও বাঘের পাশাপাশি স্যাফায়ার এবং পান্না দিয়ে তৈরি করা হয়েছে গ্রহের প্রতিকৃতি।

এমনিতেই বিলাসবহুল ঘড়ির প্রতি নেইমারের আসক্তি সর্বজনবিদিত। তাঁর সংগ্রহে থাকা ঘড়িগুলির মোট মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ ডলার! এর মধ্যে রয়েছে ১৬ লক্ষ পাউন্ডের লিমিটেড এডিশন 'রিচার্ড মিল', ৪ লক্ষ পাউন্ডের ডেটোনা 'আই অফ দ্য টাইগার', ক্যাসিনো ট্যুরবিলন, বুগাত্তি চিরন ট্যুরবিলন থেকে শুরু করে কমিক সুপারহিরো ব্যাটম্যানের আদলে তৈরি কাস্টম-মেড ঘড়িও।

মাঠের বাইরে এই চরম বিলাসিতা নিয়ে বিতর্ক কম হচ্ছে না। তবে ব্রাজিল ভক্তদের একটাই প্রার্থনা, ঘড়ির কাঁটার মতোই যেন সঠিক সময়ে জ্বলে ওঠেন নেইমার। পায়ের চোট দূরে সরিয়ে তাঁর জাদুকরি ছোঁয়াতেই যেন ব্রাজিলের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন সত্যি হয়।

অ্যাস্ট্রোনমিয়া ড্রাগন অ্যান্ড টাইগার ঘড়ি হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত নেইমার।

হাল্যান্ডকে আটকাতে আইভরি কোস্টের ভরসা 'ফিজিকাল কেজ'

বিশ্বকাপে

আইভরি কোস্ট বনাম **নরওয়ে**
৩০ জুন, রাত ১০.৩০ মিনিট

ফ্রান্স বনাম **সুইডেন**
১ জুলাই, রাত ২.৩০ মিনিট

মেক্সিকো বনাম **ইকুয়েডর**
১ জুলাই, ভোর ৬.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইট৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

ডালাস, ২৯ জুন : মঙ্গলবার বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের মহারণে যখন নরওয়ে এবং আইভরি কোস্ট একে অপরের মুখোমুখি হবে, গ্যালারিতে উপস্থিত হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী ফুটবলের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার এক কাব্যিক সংঘাতের সাক্ষী থাকবেন। হলুদ এবং লাল জার্সির সমুদ্র যখন গ্যালারিতে ঢেউ তুলবে, মাঠের সবুজ গালিচায় রচিত হবে আক্রমণ ও রক্ষণের এক ধ্রুপদী লড়াই। একদিকে নরওয়ের গতির ঝড় ও তারকাসমৃদ্ধ আক্রমণভাগ, অন্যদিকে নিজেদের ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নকআউটে ওঠা আইভরি কোস্টের শৃঙ্খলাবদ্ধ, জমাট রক্ষণ।

সুপারকম্পিউটারের মতে ৫৬.১ শতাংশ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে মাঠে নামছে নরওয়ে। ফ্রান্সের কাছে নিয়মরক্ষার ম্যাচে প্রথম একাদশে ১০টি পরিবর্তন করে দলের মূল তারকাদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন নরওয়ের কোচ স্টালে সোলবাকেন। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এসে নরওয়ে এবার তাদের ইতিহাসের সেরা পারফরমেন্স ছুঁতে মরিয়া। এর আগে ১৯৩৮ এবং ১৯৯৮ সালে নকআউটে পৌঁছালেও জয় অধরাই থেকেছে ভাইকিংদের। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। দলের তরতাজা খেলোয়াড়দের প্রসঙ্গে কোচ সোলবাকেন বলেছেন, 'ক্লান্তির কারণে খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব সহজ ছিল।'

ইরাক ও সেনেগালকে উড়িয়ে দেওয়া নরওয়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল, তাদের বিদ্যুৎগতির ট্রানজিশনাল ফুটবল। মাঝমাঠে মার্টিন ওডেগার্ডের পা থেকে তৈরি হওয়া জাদুকরি পাসগুলি প্রতিপক্ষের রক্ষণ চিরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আর সেই পাসগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে বক্সে ওঁত পেতে রয়েছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড নামক এক নির্দয় গোলমেশিন। টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যে ২ ম্যাচে ৪ গোল করা হাল্যান্ডের সামনে সুযোগ রয়েছে ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির স্যান্ডর ককসিসের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচেই একাধিক গোল করার অনন্য নজির গড়ার। পাশাপাশি আলেকজান্ডার সোরলথ (১৯৫ সেন্টিমিটার) ও লিও ওস্টিগার্ডদের (১৮৪ সেন্টিমিটার) মতো দীর্ঘদেহী ফুটবলারদের উপস্থিতি নরওয়েকে বাতাসে ভাসানো বলে ভয়ংকর করে তুলেছে।

> **ক্লান্তির কারণে খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব সহজ ছিল।**
>
> –স্টালে সোলবাকেন
> **নরওয়ের কোচ**

তবে আইভরি কোস্টের কোচ ইমার্স ফায়েও সহজে জমি ছাড়ার পাত্র নন। গ্রুপ পর্বে মাত্র ৩ মিনিট ২৯ সেকেন্ড পিছিয়ে থাকা আফ্রিকান দলটির রক্ষণ বেশ দুর্ভেদ্য। হাল্যান্ডকে আটকাতে ফায়ে এক অভিনব মগজাস্ত্রের প্রয়োগ করতে চলেছেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য, হাল্যান্ডের কাছে বলের জোগান বন্ধ করা। ফ্রাঙ্ক কেসি এবং ইব্রাহিম সানগারের মতো দুই শক্তিশালী মিডফিল্ডারকে দিয়ে তিনি ওডেগার্ডকে বোতলবন্দি করতে চান। আর বক্সে হাল্যান্ডকে কড়া পাহারায় রাখতে ২২ বছরের ওসমানে দিওমান্দে ও ওডিলন কোসৌনৌকে দিয়ে এক 'শারীরিক খাঁচা' বা ফিজিকাল কেজ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

অবশ্য ফায়ে শুধু রক্ষণে আটকে থাকতে চান না। আর্সেনালের প্রাক্তন তারকা নিকোলাস পেপে (যিনি কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে বিশ্বকাপের দ্রুততম গোলটি করেছেন) এবং তরুণ সেনসেশন ইয়ান দিওমান্দেকে দিয়ে প্রতি আক্রমণে যাওয়ার ছক কষছেন তিনি। ইয়ান ইতিমধ্যেই ২০০২ সালে কুইন্টন ফরচুনের পর প্রথম আফ্রিকান হিসেবে গ্রুপ পর্বে ১০টির বেশি ড্রিবল ও সুযোগ তৈরির রেকর্ড গড়েছেন। ফায়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, 'দলের বিভিন্ন খেলোয়াড়ের গোল করার ক্ষমতাই আমাদের আসল শক্তি, যা প্রতিপক্ষকে চমকে দিতে পারে।'

কৌশলগত দিক থেকে ডালাসের এই ম্যাচটি হতে চলেছে সবুজ ঘাসের ওপর এক রুদ্ধশ্বাস দাবা খেলা। নরওয়ের সতেজ ও বিধ্বংসী আক্রমণভাগ বনাম আইভরি কোস্টের জমাট রক্ষণের এই নিখুঁত মগজাস্ত্র ও শৈল্পিক লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসে, তা দেখার জন্যই এখন প্রহর গুনছে ফুটবল বিশ্ব।

প্রস্তুতি শুরুর আগে ওয়ার্ম আপে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

কঙ্গো ম্যাচের আগে দল সাজাতে চিন্তায় টুচেল

আটলান্টা, ২৯ জুন : আগামী বুধবার বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলেছে ইংল্যান্ড। এই গুরুত্বপূর্ণ নকআউট ম্যাচের আগে প্রথম একাদশে অন্তত তিনটি বড়সড়ো পরিবর্তনের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন থ্রি লায়ন্স কোচ টমাস টুচেল।

গত শনিবার পানামার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন জ্যারেল কুয়ানসা। তাঁর চোট খুব একটা গুরুতর না হলেও বুধবার রাইট ব্যাকে তাঁর বদলে জেড স্পেন্সের শুরু করার সম্ভাবনা প্রবল। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে দলের বাইরে রয়েছেন আরেক তারকা রিসি জেমসও। অন্যদিকে, মাঝমাঠে মরগ্যান রজার্সের জায়গায় প্রথম একাদশে নিশ্চিতভাবেই ফিরতে চলেছেন অভিজ্ঞ ডেকলান রাইস। তিনি এলিয়ট অ্যান্ডারসনের সঙ্গে মাঝমাঠের দায়িত্ব সামলাবেন।

ইংল্যান্ড কোচের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের লেফট উইং। মার্কাস র‍্যাশফোর্ড নাকি অ্যান্থনি গর্ডন- কার ওপর তিনি শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখবেন, তা নিয়ে তাঁকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টুচেল প্রকাশ্যে হতাশা প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, বাঁ প্রান্তে ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ার চূড়ান্ত অভাব দেখা যাচ্ছে। কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে দলের বাঁ প্রান্ত দুরন্ত ফুটবল খেললেও বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁরা সেই ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ। বিকল্প হিসেবে ইবেরেছি এজের নামও ভাবা হচ্ছে। তবে গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড, বুকায়ো সাকা, জুড বেলিংহাম এবং হ্যারি কেন নিজেদের পজিশনে নিশ্চিত। কঙ্গোর বিরুদ্ধে নতুন ছকেই বাজিমাত করতে চাইছেন টুচেল।

জিম সেশনে শক্তি আরও বাড়ানোর চেষ্টায় ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন।

ফরাসি চতুর্ভুজ রোখাই চ্যালেঞ্জ সুইডিশদের

নিউ জার্সি, ২৯ জুন : হিউস্টন পর্ব চুকিয়ে যখন নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের (নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়াম) চত্বরে পা রাখলাম, তখন চারপাশের তাপমাত্রা প্রায় ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু মাঠের বাইরের ফুটবল উত্তাপ যেন সেই পারদকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলের এই মহারণকে ঘিরে নিউ জার্সির রাস্তায় এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। ৮২,৫০০ দর্শকাসনের এই স্টেডিয়ামের একটি টিকিটের জন্য হাহাকার চরমে, কালোবাজারে দাম আকাশছোঁয়া। স্টেডিয়ামের চারপাশ ফরাসি তেরঙা নীল-সাদা-লাল রঙে সেজে উঠেছে, আর তার মাঝেই পকেট তৈরি করেছে সুইডেনের বিখ্যাত হলুদ প্রাচীর। দুই দেশের সমর্থকদের স্লোগান আর গানে হাডসন নদীর তীরের বাতাস এখনই ভারী হয়ে উঠেছে।

গ্রুপ পর্বে দিদিয়ের দেশঁর দল যেভাবে খেলেছে, তাকে এককথায় নিখুঁত বলা চলে। সেনেগালকে ৩-১, ইরাককে ৩-০ এবং নরওয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, ২০১৮ সালের চ্যাম্পিয়ন ও ২০২২ সালের রানার্সরা এবার খেতাবের লক্ষ্যে কতটা মরিয়া। দেশঁর হাতে সেই বিখ্যাত 'ম্যাজিক স্কোয়ার' রয়েছে, যা যে কোনও ডিফেন্সকে মুহূর্তে চূর্ণ করতে পারে। ফরাসি তূণে যেন চারটি আলাদা বিষাক্ত তির। সোজা কথায়, কিলিয়ান এমবাপেকে সদর দরজা বন্ধ করে আটকালে, ওসমানে ডেম্বেলে জানলা বেয়ে উঠবেন, আর মাইকেল ওলিসে পিছনের দরজা খুলে নিঃশব্দে ঢুকে পড়বেন। নরওয়ে ম্যাচে ডেম্বেলের চোখধাঁধানো হ্যাটট্রিক আর এমবাপের গোল করা এবং করানোর ধারাবাহিকতা সুইডিশ শিবিরে কাঁপুনি ধরার জন্য যথেষ্ট। তার ওপর চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন আর্সেনালের প্রাচীর উইলিয়াম সালিবা, যা ফরাসি রক্ষণকে আরও নিরেট করবে।

অন্যদিকে গ্রাহাম পটারের সুইডেন নকআউটে এসেছে রোলারকোস্টার চড়ে, গ্রুপ 'এফ'-এর তৃতীয় দল হিসেবে। তিউনিশিয়াকে ৫-১ গোলে হারালেও, ডাচদের কাছে ৫-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হওয়া এবং জাপানের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র তাদের রক্ষণের কঙ্কালটা বের করে দিয়েছে। তিন ম্যাচে ৭ গোল খাওয়া ডিফেন্সের প্রধান স্তম্ভ ইসাক হিয়েন চোট পেয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় ভিক্টর লিন্ডেলফদের ওপর চাপ পাহাড়প্রমাণ। তবে আক্রমণভাগে আলেকজান্ডার ইসাক, ভিক্টর গোয়েকেরেস আর অ্যান্থনি এলাঙ্গার গতি যে কোনও দিন অঘটন ঘটাতে পারে।

পদ্ধতিগত দিক থেকে ফ্রান্সের স্ট্র্যাটেজি খুব পরিষ্কার- উইঙ্গারদের গতি ব্যবহার করে সুইডেনের নড়বড়ে ডিফেন্সকে পরাস্ত করা এবং এমবাপেকে বক্সে স্পেস তৈরি করে দেওয়া। মাঝমাঠে অরলিয়েন চৌয়ামেনি ও আদ্রিয়ান র‍্যাবিওর যুগলবন্দি শুরুতেই সুইডেনের আক্রমণ মাঝপথে কেটে দেওয়ার ছক কষেছে, যাতে ইসাকদের কাছে বল না পৌঁছায়। ফরাসি শিবির থেকে স্পষ্ট বার্তা- নকআউটে কোনও আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। তবে ইতিহাস বলছে, সুইডেনের বিরুদ্ধে শেষ পাঁচ লড়াইয়ের চারটিতে ফ্রান্স জিতলেও, সুইডেন প্রায় প্রতিবারই চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে।

মেটলাইফের এই গোধূলির আলোয় একটা কথা স্পষ্ট, কাগজে-কলমে ফ্রান্স অপ্রতিরোধ্য ফেভারিট। এখানে হারলে তা এই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে নকআউটের নির্মম মঞ্চে যে দল দেশঁর এই জাদুকরি চতুর্ভুজকে থামাতে পারবে, ৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়ায় জার্মানি বা প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর টিকিট তারাই পাবে।

নরওয়ে ম্যাচের ফর্ম ধরে রাখতে মরিয়া ওসমানে ডেম্বেলে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে লাল ঝড়

বাফানা বাফানাদের কাঁদিয়ে

ইতিহাস কানাডার

কানাডা-১ (ইউস্তাকিও)
দক্ষিণ আফ্রিকা-০

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৯ জুন : গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছিল, কেউ জেতেনি, কেউ হারেনি। শুধু কানাডার স্লোগান ধার করে বলতে হয়-'কানাডা ক্যান' বা কানাডা পেরেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামের গ্যালারিজুড়ে আজ শুধুই লাল মেপল পাতার সমুদ্র। প্রতিবেশী দেশে খেলতে এলেও কানাডিয়ান সমর্থকদের উল্লাসে কান পাতা দায়। আর সেই লাল ঝড়ের দাপটেই ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সালের রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করল জেসি মার্শের কানাডা।

ম্যাচের ৯২ মিনিট পর্যন্ত নিজেকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো আগলে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু সংযোজিত সময়ের শেষ মুহূর্তে সেই দুর্গ চুরমার করে দেন স্টিফেন ইউস্তাকিও। বক্সের প্রান্ত থেকে তাঁর নেওয়া দুর্দান্ত ভলি সোজা জালে জড়িয়ে যায়। জয়ের নায়ক ইউস্তাকিওর কথায়, 'আমি যখন শটটা নিই, মনে হচ্ছিল গ্যালারির সমস্ত কানাডিয়ান সমর্থক আমার সঙ্গেই শট নিচ্ছে।'

অথচ এই ম্যাচের প্রেক্ষাপটটা দুই দলের জন্যই ছিল এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস। দক্ষিণ আফ্রিকা এই প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। পাশাপাশি, ৭৪ বছর ৭৯ দিন বয়সে তাদের কোচ হুগো ব্রুস বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের প্রবীণতম কোচ হিসেবে নতুন রেকর্ডও গড়েন। প্রথমার্ধে বাফানা বাফানারা বেশ কিছু নজরকাড়া মুভ তৈরি করলেও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোল পায়নি।

অন্যদিকে, কানাডার কাছে এটা শুধু একটা ম্যাচ ছিল না, ছিল আবেগের প্রত্যাবর্তন। ৭৫ মিনিটে মাঠে নামেন দলের সেরা তারকা আলফন্সো ডেভিস। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে এই লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামেই এসিএল ছিঁড়ে আট মাসের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে এই ম্যাচ দিয়েই চলতি তাঁর অভিষেক হল। মাঠে নেমেই নিজের গতি আর স্কিলে দক্ষিণ আফ্রিকার রক্ষণে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন ডেভিস।

শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠজুড়ে কানাডিয়ানদের উৎসব ছিল দেখার মতো। বিয়ারের গ্লাস থেকে আকাশে বিয়ার ছিটিয়ে জয় উদযাপন করেছেন সমর্থকরা। এই জয়ের ফলে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে হিউস্টন স্টেডিয়ামে কানাডার মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস অথবা মরক্কো। আর প্রথমবার নকআউটে উঠেও মাথা উঁচু করে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে বাফানা বাফানারা।

কানাডার জয়ের নায়ক স্টিফেন ইউস্তাকিওকে (৭) ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের।

নায়ক ভোজিনহার চোখে 'অবিশ্বাস্য'

বিশ্বকাপ যাত্রা

মায়ামি, ২৯ জুন : রূপকথার গল্পে পড়া সেই, 'অসম্ভবকে সম্ভব করা'-র নীতিকথা যেন হুবহু মিলে যায় কেপ ভের্দের বিশ্বকাপ যাত্রার সঙ্গে। তাঁদের কৃতিত্ব বিশ্বজোড়া ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয় জিতে নিয়েছে। আর এই রূপকথার গল্পে নায়ক কেপ ভের্দের ৪০ বছরের গোলকিপার ভোজিনহা।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ রাউন্ড অফ ৩২-এর লড়াইয়ের আগে সেই ভোজিনহার গলায় আবেগের চোরা স্রোত। তাঁদের এই উত্থানকে গোটা বিশ্ব যখন বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে, তখন ভোজিনহা নিজেও যেন এই যাত্রাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বলেছেন, 'এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না কী ঘটে গেল। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ আমাদের যেভাবে সমর্থন জানিয়েছেন তা কল্পনাতীত। কখনও ভাবিনি আমাদের মতো ছোট্ট একটা দ্বীপের ফুটবলের কথা বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়বে।' নিজের অনুভূতির প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি এখনও ঘোর থেকে বেরোতে পারিনি। কী ঘটছে তা বুঝতে আমার আরও কিছুটা সময় লাগবে।'

বিশ্বকাপের ইতিহাসে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে নকআউটে খেলবে আফ্রিকার মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যার দেশটি। তবে এরইমধ্যে কেপ ভের্দে শিবিরে চাঞ্চল্য দলের অধিনায়ক রায়ান মেন্ডেজের বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগকে ঘিরে। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের মার্চ মাসে নিউজিল্যান্ডে 'ফিফা সিরিজ' চলাকালীন। অভিযোগকারিণী ব্রাজিলীয় তরুণী সেই

ধর্ষণে অভিযুক্ত কেপ ভের্দে অধিনায়ক

সময় কেপ ভের্দে দলে দোভাষীর কাজ করছিলেন। অভিযোগ, রায়ান অনুমতি ছাড়াই তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণ করেন। নিউজিল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, এপ্রিল মাসে দায়ের হওয়া ওই অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে এ পর্যন্ত মেন্ডেজের বিরুদ্ধে কোনও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়নি। আইনের চোখে তিনি আপাতত নির্দোষ।

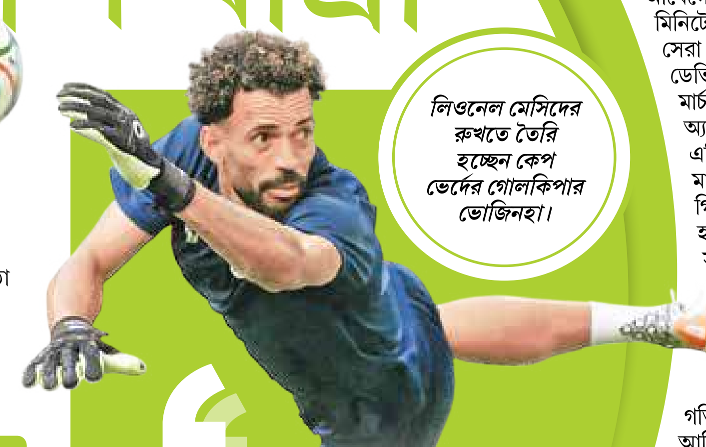

লিওনেল মেসিদের রুখতে তৈরি হচ্ছেন কেপ ভের্দের গোলকিপার ভোজিনহা।

> এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না কী ঘটে গেল। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ আমাদের যেভাবে সমর্থন জানিয়েছেন তা কল্পনাতীত। কখনও ভাবিনি আমাদের মতো ছোট্ট একটা দ্বীপের ফুটবলের কথা বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়বে।
>
> -ভোজিনহা

স্পেনের স্বপ্নযাত্রা

রাজার আশীর্বাদ আর কেম্পেসের সতর্কবার্তা

মায়ামি, ২৯ জুন : গুয়াদালাহারার সেই রাতটি যেন রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছিল। উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে যখন স্পেন নিশ্চিত করল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নকআউটের পথ, তখন লকার রুমের দরজায় উদয় হলেন স্বয়ং স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ। স্প্যানিশ জয়োল্লাসের সাক্ষী থাকতে তিনি শুধু গ্যালারিতেই ছিলেন না, নেমে এসেছিলেন দলের ড্রেসিংরুমে। আর সেখানে যে দৃশ্যটি ধরা দিল, তা এক কথায় বিরল। প্রথাগত রাজকীয় আভিজাত্যকে সরিয়ে রেখে তিনি পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরলেন স্পেনের এই প্রজন্মের বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামালকে। যেন এক প্রাচীন রাজবংশের উত্তরসূরি আশীর্বাদ করছেন আধুনিক ফুটবলের নতুন রাজপুত্রকে। সেই রাতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ইকের ক্যাসিয়াস, এমিলিয়ানো বুত্রাগুয়েনো, ফার্নান্ডো হিয়েরো, কার্লোস পুওল এবং দাভিদ সিলভার মতো স্প্যানিশ ফুটবলের সোনালি প্রজন্মের তারকারা। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই কিংবদন্তিরা যেন ইয়ামালদের এই উত্থানের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলেন। যাওয়ার আগে রাজা ফিলিপ একটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন খেলোয়াড়দের-'১৯ জুলাই নিউ জার্সিতে আবার দেখা হবে।' অর্থাৎ, বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার স্বপ্নটি রাজার মুখ দিয়েই যেন এক অলিখিত অঙ্গীকার হয়ে ঝরে পড়ল।

কিন্তু ফুটবলের স্বপ্ন আর কঠিন বাস্তবের মাঝে যে সূক্ষ্ম রেখাটি থাকে, তা মনে করিয়ে দিলেন কিংবদন্তি মারিও কেম্পেস। রাজার আশীর্বাদের আবেশটুকু সরিয়ে ফুটবল পণ্ডিত কেম্পেসের কণ্ঠে সতর্কবার্তা। তিনি ইয়ামালের প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ না রাখলেও, বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বকাপের মঞ্চ বার্সেলোনার ন্যু ক্যাম্প নয়। কেম্পেসের ভাষায়, 'ওকে বড় তারকা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। ক্লাব ফুটবল বা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে বিশ্বকাপের কোনও তুলনা হয় না। এটা পরীক্ষার কঠিনতর ধাপ।' তবে কেম্পেসের চোখে স্পেনের মধ্যমাঠের ধ্রুবতারা কিন্তু ইয়ামাল নন, পেড্রি। তিনি মনে করেন, এই তরুণ স্প্যানিশ ব্রিগেডের আসল মস্তিষ্ক পেড্রি, যে মাঝমাঠে বল ধরে খেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে।

তবে এই স্বপ্নযাত্রার পথটি কাঁটামুক্ত নয়। স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। ইয়ামাল চোট সারিয়ে ফিরলেও উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁর ছন্দ যেন কিছুটা ম্লান ছিল। তার ওপর নিকো উইলিয়ামস এবং ইয়েরমি পিনোর চোট বড়সড়ো উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে নিকোলাস দে লা ক্রুজের ট্যাকলে নিকো এবং পিনোর আঘাত কতটা গভীর, তা নিয়ে এখন সংশয়।

তবুও স্পেনের বাতাসে এখন আশাবাদের সুবাস। রাজার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, কিংবদন্তিদের নজরের নীচে দাঁড়িয়ে ইয়ামালরা কি পারবেন তাদের সেই পুরোনো সোনালি দিনের রাজকীয়তা ফিরিয়ে আনতে? প্রশ্নটা এখন শুধু ইয়ামালের পা আর পেড্রির মগজাস্ত্রের ওপরই নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে কোচ ফুয়েন্তের সেই চোট-বিধ্বস্ত রণকৌশলের ওপরও। নিউ জার্সির ফাইনাল যদি রূপকথার মতো সত্যি হয়, তবেই রাজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। আপাতত, ইয়ামালের মতো তরুণদের ওপর ভরসা করেই স্পেনের ফুটবলপ্রেমীরা বুঁদ হয়ে আছেন এক স্বপ্নিল ফাইনালের আশায়।

অনুশীলনের ফাঁকে ফুরফুরে মেজাজে লামিনে ইয়ামাল।

কেপ ভের্দের উত্থান

ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা মেসির

চিন্তায় রাখছে আর্জেন্টিনাকে

মায়ামি, ২৯ জুন : 'আমরা ঐক্যবদ্ধ,' নকআউটে পৌঁছেই বার্তা দিলেন লিওনেল মেসি।

সামাজিক মাধ্যমে কমই থাকেন তিনি। আসলে নিজের তৈরি করা বৃত্তই বোধহয় পছন্দ তাঁর। এমনকি তাঁকে এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে যে দড়ি টানাটানি, সমর্থকদের মধ্যে, সেই বিষয়েও খুব বেশি প্রতিক্রিয়া কখনও পাওয়া যায়নি মেসির কাছ থেকে। না, এবারও যখন তিনি একের পর এক গোল করছেন, রেকর্ড গড়ছেন আর অন্যদিকে তাঁর প্রতি বিরক্তি দেখিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেছেন রোনাল্ডো তখনও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই মেসির দিক থেকে। এবারই বোধহয় প্রথম কোনও বিশ্বকাপে এত হালকা মেজাজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এর আগে কী বিশ্বকাপ, কী কোপা আমেরিকা, প্রতিটি টুর্নামেন্টে যেন বোঝার পাহাড় মাথায় নিয়ে নামতে দেখা যেত তাঁকে। যাই করুন না কেন, দেশকে ট্রফি দিতে পারেননি, আপনি কীসের সেরা, এই ভূত তাড়া করে বেড়াত তাঁকে। কিন্তু দেশকে ইতিমধ্যেই কোপা আমেরিকা এবং বিশ্বকাপ উপহার দেওয়ার পর আর সেই ভার নিয়ে চলতে হয় না তাঁকে। এখন তিনি নির্ভার, শুধু উপভোগ করতেই সম্ভবত মাঠে নামেন। তবু তিনি অধিনায়ক এবং এমন একটা দেশের, যে দেশটা ফুটবলে বাঁচে। যে দেশ প্রতি দশকে একজন করে সেরা উপহার দেয়। তাই কিছু দায় তো থেকেই যায়। সেই কারণেই জর্ডনকে হারিয়ে নকআউটে পৌঁছে সামাজিক মাধ্যমে মেসির বার্তা, 'আরও একটা জয় দিয়ে গ্রুপ পর্যায় শেষ হল। আমরা এখনও ঐক্যবদ্ধ।' অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ের জন্য একইরকম ক্ষুধার্ত।

গ্রুপ লিগের তিন ম্যাচেই জয়। ইতিমধ্যেই গোল করে মেসি গোল্ডেন বুটের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি গড়ে ফেলেছেন একাধিক রেকর্ডও। ১৯ গোল করে সর্বাধিক গোলদাতার তালিকায় অনেকটাই এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তিনিই প্রথম ফুটবলার হিসাবে টানা সাত ম্যাচে গোল করার মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন। ১৯৯৮ সালে নতুন ফরম্যাট হওয়ার পর থেকে তিনি বিশ্বের চার নম্বর ফুটবলার যে একটা বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগের সব ম্যাচে গোল পেলেন। এর আগে ফার্নান্দো টোরেস ও দাভিদ ভিয়া ২০১০ সালে ও রোনাল্ডো ২০১৮ সালে একইভাবে গ্রুপ লিগের তিন ম্যাচেই গোল করেন। আর শুধু কি মেসি? আর্জেন্টিনাও যে ব্রাজিল ও জার্মানির পর তৃতীয় দেশ হিসাবে বিশ্বকাপে ৫০ ম্যাচ জেতার কৃতিত্ব অর্জন করল।

কিন্তু এত কিছুর পরেও স্বস্তিতে নেই লিওনেল স্কালোনি। এই প্রথমবার বিশ্বকাপের আঙিনায় আসা কেপ ভের্দের মতো দলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেও রীতিমতো সতর্ক আর্জেন্টিনা হেড কোচ। বিশ্বকাপে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু হলেও কেপ ভের্দে ছোট করে দেখছেন না তিনি। গ্রুপে স্পেনের পরেই দ্বিতীয় হয়ে নকআউটে এই দল। ছিটকে দেয় দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকে। তাই স্কালোনি বলেই দেন, 'কেপ ভের্দের নকআউটে ওঠা আমাকে একেবারেই অবাক করেনি। কারণ দলটা সত্যিই ভালো।' তিনি যোগ করেছেন, 'খুবই কঠিন প্রতিপক্ষ। যার বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার স্পেনকে বেগ দিয়েছে এবং একইসঙ্গে উরুগুয়ে ও সৌদি আরবের মতো দলকে পিছনে ফেলে উঠে এসেছে। প্রতিভার সঙ্গে গতি আছে দলটার।' স্কালোনি নিজের কাজ শুরু করে দিলেও ফুটবলাররা অবশ্য এখন নিজেদের খেলাতেই ফোকাস ঠিক রাখতে চান। গুইলিয়ানো সিমিওনে যেমন জর্ডন ম্যাচের পর বলেছেন, 'আমরা নিজেদের খেলায় ফোকাস রাখছি। কারণ জানি প্রতিপক্ষ খুবই চ্যালেঞ্জিং। নিজেদের সেরা অস্ত্রে শান দিয়ে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' জর্ডন ম্যাচের অন্যতম গোলস্কোরার লওটারো মার্টিনেজ বলেছেন, 'আমরা প্রথম লক্ষ্য পূরণ করে ফেলেছি। এবার দ্বিতীয় রাউন্ড এবং আরও সামনের দিকে তাকাতে হবে। আর কাল থেকেই এই পরবর্তী লক্ষ্যের জন্য তৈরি হতে হবে। কেপ ভার্দেকে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই।' ৩ তারিখ মায়ামিতেই খেলবে এই দুই দল। তবে তার আগে ডালাস থেকে নিজেদের বেস ক্যাম্প কানসাসেই ফিরে গেল আর্জেন্টিনা।

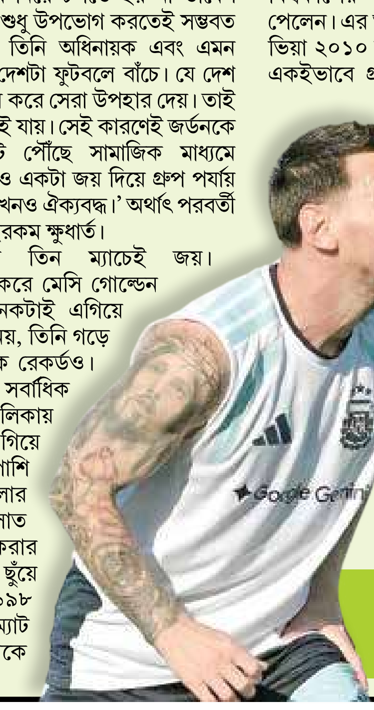

আবারও জাদু দেখাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন লিওনেল মেসি।

জাপানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে গোল করে ব্রাজিলের জয় আনলেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি (২২)। হিউস্টনে সোমবার।

আইরিশ কোচের পদত্যাগ, ডারহাম পৌঁছালেন শ্রেয়সরা

লজ্জার হোয়াইটওয়াশে গম্ভীরের ‘গর্দান’ দাবি

ডারহাম, ২৯ জুন : মাত্র কয়েকদিনে বদলে গিয়েছে ছবিটা। হিরো থেকে জিরো হয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া!

২০০৭ সালে প্রথমবার আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে দীর্ঘসময় পার। ফের আয়ারল্যান্ড সফরে হাজির হওয়ার পর ভারতীয় দলের কাছে এখন আতঙ্কের নাম জয় মুন্দ্রা ও তাঁর সতীর্থরা। অনায়াসে ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের মঞ্চে লজ্জার হোয়াইটওয়াশ। এমন তো হলিউডের চলচ্চিত্রেও দেখা যায় না।

টি২০ অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ার প্রথম সিরিজেই ব্যর্থ। কোচ গৌতম গম্ভীরের অবস্থাও একইরকম। ভারতীয় দলের কোচের থেকে দলের জন্য কোনও ‘পেপটক’ পাওয়া যায়নি। দেখা যায়নি পরিকল্পনার বৈচিত্র্যও। এমন অবস্থায় আজ একইসঙ্গে তিনটি বিষয় সামনে এসেছে। এক, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর বেলফাস্ট থেকে আজই ডারহামে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ১ জুলাই ডারহামের চেস্টার-লি-স্ট্রিটের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচ। তার আগে প্রশ্ন একটাই, বৈভব সূর্যবংশীকে কি দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে? দুই, টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ থেকে গম্ভীরকে ছাঁটাইয়ের দাবি উঠে গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে চলছে তোলপাড়। দাবি, কোচ গম্ভীরের ‘গর্দান’ চাই এখনই। আইসল্যান্ড ক্রিকেট সংস্থার তরফেও দলের ব্যর্থতার জন্য খোঁচা দেওয়া হয়েছে কোচ গম্ভীরকে। তিন, কুড়ির ক্রিকেটের আইরিশ বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া আয়ারল্যান্ডের কোচ হেনরিচ মালান সিরিজ জয়ের দুই ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করেছেন। জানিয়েছেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার এটাই সেরা সময়। নতুন কোনও কোচ আয়ারল্যান্ড দলকে আগামীর সাফল্যের দিশা দিতে পারবেন।

> আয়ারল্যান্ড পেশাদারিত্ব দেখিয়েছে। এমন পিচে কীভাবে খেলতে হয়, ওরা জানত। আমরা পিচ বুঝতে পারিনি।
>
> -শ্রেয়স আইয়ার

দিশাহীন ক্রিকেট। পরিকল্পনা নেই। খেলার ইচ্ছাও কতটা ছিল শ্রেয়সদের, তা নিয়েও চর্চার শেষ নেই। দুই ম্যাচেই একই ভুল। ব্যাটিং বিপর্যয়ের চেনা ছবি। এমন অবস্থায় গতরাতে ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর অধিনায়ক শ্রেয়স স্বীকার করে নিয়েছেন, পিচ বুঝতে ভুল করেছে ভারতীয় দল। শ্রেয়সের কথায়, ‘আয়ারল্যান্ড পেশাদারিত্ব দেখিয়েছে। এমন পিচে কীভাবে খেলতে হয়, ওরা জানত। আমরা পিচ বুঝতে পারিনি।’ এদিকে, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হারের পর ভারতীয় সময় গভীর রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট জানিয়েছেন, বৈভব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য পুরোপুরি তৈরি। যদিও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৈভবকে মাঠে দেখা যাবে কি না, স্পষ্ট করেননি তিনি।

হার দিয়ে ক্রিকেটকে বিদায় স্টোকসের

ট্রেন্ট ব্রিজ, ২৯ জুন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষটা দুঃস্বপ্নের মতো হল বেন স্টোকসের। নাইট ক্লাব বিতর্ক কাটিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষ টেস্টে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বের ব্যাটন ফের তিনি হাতে নিয়েছিলেন। তবে ১৬০ রানে হেরে প্রত্যাবর্তন বা বিদায় কোনওটাই সুখের হল না। অবসর ঘোষণার পরই রসিকতা করে স্টোকস বলেছিলেন, ‘আমার স্ত্রীকে বলে দিও, আমার মধ্যে আর লড়াই করার শক্তি নেই।’

ইংল্যান্ডের মাটিতে ৩ টেস্টের সিরিজে এগিয়ে গিয়েও সিরিজ হারের রেকর্ড গড়লেন ইংরেজরা। শেষ টেস্টে বল হাতে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৬ উইকেট নিলেও ব্যাটিংয়ে একেবারেই প্রভাবিত করতে পারেননি। ৩৭৩ রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিংয়ে এসে স্টোকস ২০ বলে ৩০ রান করেন। ইংল্যান্ড অল আউট হয় ২১২ রানে। ব্লেয়ার টিকনারের কনকাশন সাব হিসেবে নামা জ্যাক ফোকস ৩ উইকেট নিয়েছেন।

শেষ টেস্ট খেলে বেন স্টোকস।

বাতিল কঙ্গোর ‘জীবন্ত মূর্তি’

বিশ্বকাপের নকআউটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে বড়সড়ো ধাক্কা খেল ডিআর কঙ্গো! দলের ‘লাকি চার্ম’ এবং আধ্যাত্মিক গুরু মিশেল কুকা এমবোলাডিঙ্গাকে (যিনি লুমুম্বা ভিয়া নামে পরিচিত) ভিসা দিল না ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রশাসন! এই মিশেল কোনও সাধারণ ভক্ত নন, তিনি কঙ্গোর নিহত নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার মতো হাত তুলে টানা ৯০ মিনিট ‘জীবন্ত মূর্তি’ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। খেলোয়াড়দের দাবি, যা তাঁদের মানসিক শক্তি জোগায়। খোদ কঙ্গোর প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপে মেক্সিকোতে তিনি দলের পাশে থাকলেও, ভিসা জটে আমেরিকায় তাঁর প্রবেশ নিষেধ। আর এই জাদুকরি ভক্তকে আটকাতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ইংল্যান্ড!

চাপে জার্মান কোচ

ইকুয়েডরের কাছে হারের পরই জার্মান শিবিরে চরম ডামাডোল! খোদ লেজেন্ড লোথার ম্যাথাউস এবং ফিলিপ লাম তুলোধোনা করছেন কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানকে। তাঁদের মূল অভিযোগ দলের অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচকে রাইট ব্যাকে খেলানো নিয়ে। মিডফিল্ডের বদলে কিমিচকে ডিফেন্সে খেলানোয় দলের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে মত তাঁদের। এদিকে গোলকিপার ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের সঙ্গেও কোচের পুরোনো ঠান্ডা লড়াই ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। বায়ার্ন মিউনিখের পুরোনো বিবাদ যেন এখন জাতীয় দলেও ছায়া ফেলছে। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে নকআউটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে কোচের এমন ‘একঘরে’ দশা জার্মানির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে!

ইতিহাসে আলফন্সো

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় উঠেছে কানাডা। ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন কানাডার আলফন্সো ডেভিস। ফিফার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালে বিশ্বকাপে এক হাজারতম খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন আলফন্সো। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবারের বিশ্বকাপে এটিই ছিল তাঁর প্রথম ম্যাচ।

বর্ণবাদ বিরোধী লড়াইয়ে কণ্ঠস্বর হতে চান ভিনি

হিউস্টন, ২৯ জুন : মাঠের লড়াইয়ে তিনি যেমন অপ্রতিরোধ্য, মাঠের বাইরেও ঠিক ততটাই অনমনীয়। বিশ্বকাপের মাঝেই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আরও একবার সোচ্চার ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

নেইমারের অর্থ সাহায্য

মাত্র ৩৯ সেকেন্ডের জোরা ভূমিকম্প। তছনছ ভেনেজুয়েলা। কার্যত মৃত্যুপুরীর রূপ নিয়েছে দেশটি। সেখানকার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন ব্রাজিলীয় তারকা নেইমার। উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ তহবিলে আড়াই লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছেন তিনি। এই অর্থ বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের খাদ্য, চিকিৎসা সামগ্রী এবং অস্থায়ী আশ্রয় তৈরিতে ব্যয় করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

জাপানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মঞ্চে নকআউটে যাত্রা শুরুর আগে ভিনির বার্তা, ফুটবলার হিসেবে মাঠের সাফল্যের চেয়েও সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে বারবার বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের

২০০২ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়েও জয় পেল ব্রাজিল। স্বস্তিতে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও এনড্রিক। সোমবার হিউস্টনে।

শিকার হয়েছেন তিনি। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাই আরও সংকল্পবদ্ধ করেছে ভিনিকে। ভিনিসিয়াস বলেছেন, ‘আমি মাঠে গোল করতে চাই, শিরোপা জিততে চাই। কিন্তু তার চেয়েও বড় তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা। আমি চাই না আগামী প্রজন্মকে বর্ণবাদের মতো যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হোক। আমি সেই সব কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের হয়ে লড়তে চাই, যাঁদের আমার মতো নিজেদের কথা বলার বা প্রতিবাদ করার জায়গা নেই। আমার কণ্ঠস্বর তাঁদের জন্যই ব্যবহার করতে চাই।’

সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো ভিনির জীবনেও শুরুটা মোটেও সহজ ছিল না। শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলীয় তারকা জানিয়েছেন, আজ যা কিছু, তার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর ঠাকুমার। ভিনির কথায়, ‘আমার জীবনে ঠাকুমা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা অনেক অভাবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। বাবা সবসময় দূরে থাকতেন, তাই মা ও ভাইবোনদের নিয়ে ঠাকুমাই আমাদের আগলে রাখতেন। আমি আজও তাঁর কথা বলতে গেলে ভাষা হারিয়ে ফেলি। আমার জীবনের ভিত তিনিই তৈরি করে দিয়েছেন।’

পাঁচ সেটে জিতে শুরু সিনারের

লন্ডন, ২৯ জুন : উইম্বলডনের শুরুতেই কঠিন লড়াইয়ের মুখে জানিক সিনার। পাঁচ সেটের লড়াই শেষে সার্বিয়ার মিওমির কেচমানোভিচকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৭ (৬/৮), ৬-২, ৬-৩ গেমে হারিয়ে সিনার প্রথম রাউন্ডের বেড়া টপকেছেন।

তবে প্রথম দিনেই একাদশ বাছাই ক্যাসপার রুডের ছুটি হয়ে গিয়েছে। হুবার্ট হুরকাজের বিরুদ্ধে তিনি ৪-৬, ২-৬, ৬-৭ (৭/৯) গেমে হেরে যান। মহিলাদের সিঙ্গলসে অবশ্য শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা সহজেই ৬-২, ৬-৩ গেমে টিওডোরা কোস্টোভিচের বিরুদ্ধে জিতেছেন। প্রথম রাউন্ডে নাওমি ওসাকা ৬-১, ৭-৫ গেমে হারিয়েছেন এলসা জ্যাকুয়েমটকে। রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ ৬-১, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে জিতেছেন মারিন সিলিচের বিরুদ্ধে। স্টেফানোস সিৎসিপাস ৬-১, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে হারিয়ে দেন হুগো গ্যাসটনকে।

মেক্সিকোর ‘অপ্রতিরোধ্য’ দুর্গে

ইকুয়েডরের হুংকার

মেক্সিকো সিটি, ২৯ জুন : যেখানে খেলার মানচিত্র ছাড়িয়ে ফুটবল জায়গা করে নিয়েছে ধর্মের আসনে, সেই ঐতিহ্যের অ্যাজটেকা মেক্সিকোর অজেয় দুর্গ। ভারতীয় সময় বুধবার কাকভোরে সেই মাঠেই বিশ্বকাপ ফুটবলের নকআউটে যাত্রা শুরু করছে ইকুয়েডর। প্রতিপক্ষ মেক্সিকো গ্রুপ পর্বে অপ্রতিরোধ্য। সেখানে জার্মান বধের আত্মবিশ্বাসই বড় সম্বল ইকুয়েডরের।

ঘরের মাঠে গ্যালারির সিংহভাগ সমর্থন, চেনা পরিবেশ, বাড়তি বিশ্রামের সুবিধা সবমিলিয়ে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ ৩২-এর লড়াইয়ে পরিষ্কার ফেভারিট মেক্সিকানরা। শুধু গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ জেতাই নয়, কোনও গোল হজম করেনি তারা। মেক্সিকান কোচ জাভিয়ের আগুইরে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণে দারুণ দল তৈরি করেছেন। আক্রমণভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভিজ্ঞ রাউল জিমেনেজ, অন্যদিকে বিপক্ষের রক্ষণে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন জুলিয়ান কুইনোনেস। একইভাবে রক্ষণে সিজার মন্টেস, জোহান ভাস্কুয়েজ যুগলবন্দি। ইকুয়েডর ম্যাচেও ওই একই সমীকরণে আস্থা রেখে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পথ প্রশস্ত করতে চাইবে মেক্সিকো।

সেখানে গ্রুপ পর্বে শুরুটা ভালো না হলেও জার্মানির বিরুদ্ধে একটা জয়ই ইকুয়েডর শিবিরের ছবিটা বদলে দিয়েছে। আর্জেন্টাইন কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাসেসের শিষ্যরা প্রমাণ করেছেন যে কোনও হেভিওয়েট দলকেও অচল করে দেওয়ার সবকরম মশলা তাদের দলে মজুত রয়েছে। ইকুয়েডরের বড় শক্তি তাদের শারীরিক সক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা। মেক্সিকোর মাঝমাঠ অচল করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারেন বেকাসেসের দলের প্রাণভোমরা মোয়েস কাইসেদো। এছাড়া গঞ্জালো প্লাটা, নিলসন অ্যাঙ্গুলো গতি দিয়ে বিপক্ষের রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করবেন। ইকুয়েডর যদিও প্রথমার্ধে জার্মানি ম্যাচের ক্ষিপ্রতা বজায় রাখতে পারে তাহলে মেক্সিকো চাপে পড়তে বাধ্য। তবে বলাই বাহুল্য অ্যাজটেকার বিপুল জনসমর্থন মেক্সিকোর দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবে। তাই এই ম্যাচটা যত না দুই দলের কোচের কুশলী যুদ্ধ তারচেয়েও বেশি ফুটবলারদের স্নায়ুর লড়াই।

মেক্সিকোর আক্রমণকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি হচ্ছেন জুলিয়ান কুইনোনেস।

লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসের ছাড়পত্র

বিশ্বকাপ-ধাক্কার মাঝে অলিম্পিকে হরমনরা

দুবাই, ২৯ জুন : জোড়া ধাক্কা ভারতীয় ক্রিকেটে।

আয়ারল্যান্ডের হাতে শ্রেয়স আইয়ারের দলের হোয়াইটওয়াশের দিনেই টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ভারতীয় মহিলা দলের। আশা জাগিয়ে শুরু করেও দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন ভেঙে খানখান। ব্যর্থতা নিয়ে ময়নাতদন্ত চলছে। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরও হতাশা আড়াল করেননি।

> অলিম্পিকে ফেরা ঐতিহাসিক মুহূর্ত ক্রিকেটের জন্য। গোটা বিশ্বের কাছে ক্রিকেটকে তুলে ধরার দারুণ সুযোগ। সেই লক্ষ্যে অলিম্পিকে অংশগ্রহণের এই ছাড়পত্র গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
>
> -জয় শা
> আইসিসি চেয়ারম্যান

বিশ্বকাপ-বিদায়ের আক্ষেপের মাঝেই কিছুটা স্বস্তির প্রলেপ। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র পেলেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষরা। এশিয়া মহাদেশের শীর্ষস্থানাধিকারী দল হওয়ার সুবাদে ‘গ্রেটেস্ট শো অফ দ্য আর্থ’ অলিম্পিকের টিকিট প্রাপ্তি। আফ্রিকা, ইউরোপ, ওশিয়ানিয়া থেকে যথাক্রমে ছাড়পত্র পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেন (ইংল্যান্ডের সুবাদে) ও অস্ট্রেলিয়া। আয়োজক হিসেবে আমেরিকা মহাদেশ থেকে সরাসরি খেলার সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

ভারতীয় পুরুষ দলকে অবশ্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। ৩১ ডিসেম্বরের নিরিখে মহাদেশগুলির শীর্ষস্থানাধিকারী দল টিকিট পাবে। হরমনপ্রীতরা ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও তাই অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে শ্রেয়স আইয়ারদের। আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘অলিম্পিকে ফেরা ঐতিহাসিক মুহূর্ত ক্রিকেটের জন্য। গোটা বিশ্বের কাছে ক্রিকেটকে তুলে ধরার দারুণ সুযোগ। সেই লক্ষ্যে অলিম্পিকে অংশগ্রহণের এই ছাড়পত্র গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’

এদিকে, বিশ্বকাপ-ভরাডুবির জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকে দুষছেন কেউ কেউ। দাবি, আরও আগে রিচাকে নামানোর দরকার ছিল। টপ অর্ডারে সবাই রান পেলেও ইনিংসে গতি বাড়ানো যায়নি। ফিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য রিচার মতো কাউকে দরকার ছিল। হরমনপ্রীতও স্বীকার করে নিচ্ছেন, শুরুতে আরও কিছুটা রান দরকার ছিল। শেষদিকে সেই দাবি কিছুটা পূরণ হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। একইসঙ্গে বারবার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ার ‘রোগ’ সারানোর বার্তাও দিলেন হরমনপ্রীত।

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ হরমনপ্রীত কাউর।

জয়ী তরুণ তীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে সোমবার তরুণ তীর্থ ৪-১ গোলে হারিয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে। তরুণের নীরজ লাকড়া হ্যাটট্রিক করেন। তাদের অন্য গোলটি রজত সুব্বার। দাদাভাইয়ের একমাত্র গোলস্কোরার ইসমায়েল তামাং। ম্যাচের সেরা হয়ে নীরজ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

ম্যাচের সেরা হয়ে নীরজ লাকড়া।

দাও টাকা, খেলো ক্রিকেট

ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে অভিযোগে বিদ্ধ সিএবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : দাও টাকা। খেলো ক্রিকেট!

সিএবি-র বিরুদ্ধে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর ইন্দ্রনীল খাঁ-র কাছে এমন সাংঘাতিক অভিযোগ জমা পড়েছে। যা নিয়ে ফের সরগরম বাংলা ক্রিকেট সংস্থা।

মূল অভিযোগ নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটের অম্বরীশ মিত্রের বিরুদ্ধে। ২০২৫ সালে শেষবার যখন সিএবি-তে এজিএম হয়েছিল, তখনও একই অভিযোগে অম্বরীশের বিরুদ্ধে চিঠি জমা হয়েছিল সিএবি-তে। যদিও সেই চিঠিতে কোনও লাভ হয়নি। এখনও সিএবি-র অন্দরে নির্বাচনের দামামা বাজছে। ২০ জুলাই রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বিশেষ সাধারণ সভা। যেখানে নয়া যুগ্মসচিব নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, মদন ঘোষের উত্তরসূরি নির্বাচনে ভোটের সম্ভাবনা প্রবল। এমন অবস্থার মধ্যে গতকাল বিকেলে কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক আইনজীবী সায়ন্তন সিনহা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে একটি দীর্ঘ ই-মেল করেছেন। সেই ই-মেলের মাধ্যমে তিনি সিএবি-র অন্দরের দুর্নীতি, তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগের বিষয় তুলে ধরেছেন। অভিযুক্ত হিসেবে অম্বরীশের নামও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে টাকার বিনিময়ে ক্রিকেট খেলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মতো সাংঘাতিক অভিযোগও। বিষয়টি নিয়ে সিএবি-র অন্দরে জল মাপার খেলাও চলছে।

যোগাসনে দ্বিতীয় পলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : নেপালের ঝাপায় মেয়র কাপ আন্তর্জাতিক যোগাসনে দ্বিতীয় হলেন শিলিগুড়ির পলি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মহিলাদের ৫০ ঊর্ধ্ব বয়স বিভাগে নেমেছিলেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে পলাশ পাল (বাঁয়ে) ও কিষান রায়।

৫ গোল পলাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সোমবার ভিএনসি মর্নিং সকার ৬-০ গোলে চূর্ণ করেছে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করে ম্যাচের সেরা পলাশ পাল। ভিএনসি-র অন্য গোলটি সৌরভ সিংহের। অন্য ম্যাচে রায় ফুটবল কোচিং সেন্টার ২-০ গোলে সরোজিনী সংঘ ফুটবল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা কিষান রায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা রিম্পা মেটে - কে 11.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97H 25843 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি বেশিরভাগ মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে একটি বর্ধিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই বিপুল পুরস্কারের অর্থ আমার মতো মহিলাদের জন্য জীবন পরিবর্তনকারী হবে এবং জীবনযাপনের শক্তি জোগাবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন